উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

গম্ভীরকে খুনের হুমকি দিয়ে ধৃত পড়ুয়া » ১২

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

পহলগামে জঙ্গিহানার ঘটনায় তদন্ত শুরু করল এনআইএ। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে অনুসন্ধান চালাবেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩২°	২১°
জলপাইগুড়ি	৩১°	২১°
কোচবিহার	৩০°	২১°
আলিপুরদুয়ার	৩২°	২১°

পিওকে পুনরুদ্ধার করার দাবি অভিষেকের » ৫

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 338

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে খণ্ডিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গাও সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও তার মধ্য দিয়ে ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সৃষ্টি বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এক সকরুণ স্থায়ী ছাপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রেখে গিয়েছে। দাঙ্গার রক্তক্ষরণ থেকে এই উপমহাদেশের যেন রেহাই নেই! লাখো-লাখো সাধারণ মানুষের মৃত্যু, হাজার-হাজার অসহায় নারীর ইজ্জত লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বল্গাহীন সন্ত্রাস ভারতের আর্থসামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই!

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা ঠিক কত সালে সর্বপ্রথম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯১৭ সালে বিহারের শাহাবাদে এবং ১৯২১ সালে কেরলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির দাঙ্গা, বিহার শরিফের দাঙ্গা, জব্বলপুরের দাঙ্গা- একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আর্ত মানুষের কান্না, হাহাকার দেখেও সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে বারবার রক্তের হোলিতে স্নাত হয়েছে। সেই ১৯৮৩-র অসমের নেলি'র গণহত্যার ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। তাও বারবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি দাঙ্গার রক্তে সিক্ত হয়েছে।

দেশের সংবিধান, তাতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা, উপধারা, অধিকার, আইনসভা, কত আইন,

এরপর দশের পাতায়

বাঁধ মানে না চোখের জল...

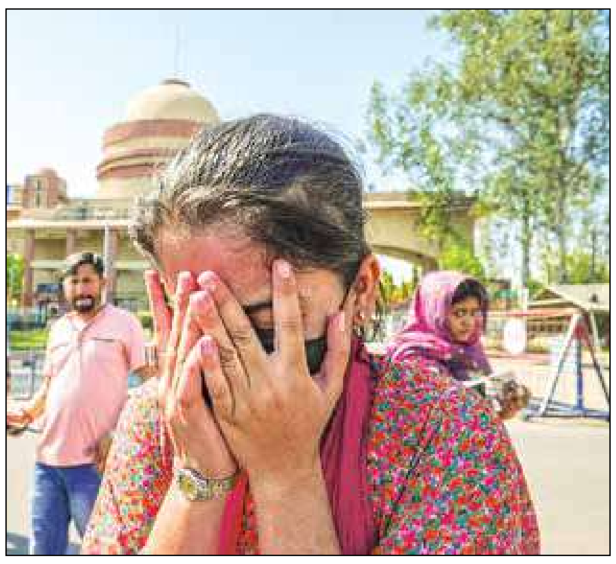

মন খারাপের সময়।। *পাকিস্তানে ফেরার সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারায় কান্না হিন্দু তরুণীর (বাঁয়ে)। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাকিস্তানে যেতে না পারায় ভেঙে পড়েছেন ভারতীয় প্রৌঢ়া। রবিবার আটারি-ওয়াঘা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে। -পিটিআই*

যুদ্ধং দেহি

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে, পদক্ষেপের বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : যুদ্ধ নয়, তবে রণহুংকার। দু'দেশেরই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু কঠোরতম পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবিবারের তাঁর 'মন কি বাতে।' নরেন্দ্র মোদি বুঝিয়েছেন, তাঁর সরকার তো বটেই, দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকের প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপের মনোভাবের সঙ্গে তিনি সহমত।

কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে পর্যটকদের ওপর পহলগামে হামলা চালানো হয়েছে মন্তব্য করে বলেন, 'দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।' পাকিস্তানের নাম না করে চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও প্রতিবেশী দেশকে অপমান করিনি বা তাদের ক্ষতি করিনি। কিন্তু কোনও দেশ শয়তানে পরিণত হলে আর কি রাস্তা খোলা থাকতে পারে!'

হুংকার দিচ্ছে পাকিস্তানও। সেদেশের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি আরও সুর চড়িয়ে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে ঘোরি, শাহিন এবং গজনাভি ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।' আস্ফালন করে তিনি বলেন, 'ভারত পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করলে, তাদের পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকা উচিত।'

আব্বাসির ভাষায়, 'আমাদের হাতে অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য রাখা নেই। আমরা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি কোথায় কোথায় রেখেছি, সেটা কিন্তু কেউ জানেন না। আমি আবার বলছি, এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতের দিকেই তাক করে রাখা আছে।' তাঁর এই হুমকির পর রবিবার নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা।

এই পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান যেন প্রধানমন্ত্রীকে রাজধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভাগবতের কথায়, 'রাজার কর্তব্য মানুষকে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত রাজার। গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' এই মন্তব্যের আগেই রবিবার আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে মোদি বলেছিলেন, 'আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গি হামলার ছবি দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ত ফুটছে। পহলগামের হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।'

এরপর দশের পাতায়

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : সিন্ধু জল চুক্তি রদ হতেই তার প্রভাব পড়ল পাকিস্তান অধিকৃত ভূখণ্ডে। চুক্তি স্থগিত থাকায় কোনও নদীর জলস্তর বৃদ্ধির খবর পাকিস্তানকে আগাম জানানো বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। তারই ফল ভোগ করল পাক অধিকৃত কাশ্মীর। ঝিলম নদীর জলে ভেসে গেল ওই এলাকা। হতাহতের খবর না থাকলেও কয়েকশো বাড়ি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধে ওষুধ সংকট

কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। তাতে সমস্যায় পড়ে ঘটনাটিকে ভারতের 'জল সন্ত্রাস' বলে হইচই শুরু করেছে পাকিস্তান। সিন্ধু চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু সহ ৬ নদীর জলপ্রবাহের তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করার দায় ছিল ভারতের। চুক্তি স্থগিত হওয়ায় সেই তথ্য আর না দেওয়ায় সমস্যা শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগের জবাব দেয়নি।

অন্যদিকে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় ভারতকে পালটা চাপ দিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে সংকট ডেকে এনেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। ওষুধের জন্য ভারতের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা ছিল পাকিস্তানের। ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছাড়াও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে পাকিস্তান।

এরপর দশের পাতায়

চোর সন্দেহে গণপিটুনি, মৃত তরুণ

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : চোর সন্দেহে এক তরুণকে ধরে এমন মারধর করল এলাকার লোকজন যে, শেষপর্যন্ত মৃত্যু হল তার। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জয়গাঁর রামগাঁও এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অজয় গোয়ালা। যেখানে মারধরের ঘটনা ঘটেছে, তারই লাগোয়া এলাকায় বাড়িভাড়া করে থাকত সে। গণপিটুনির ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এলাকা থমথমে।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় যারা জড়িত তাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হবে।'

মর্মান্তিক

- মৃত তরুণের বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে
- তার বিরুদ্ধে আগেও ছোটখাটো চুরির অভিযোগ উঠেছে
- শনিবার রাতে মার খেতে খেতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে
- সেই অবস্থায় তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়
- পুলিশ হাসপাতালে পাঠালে সেখানে তার মৃত্যু হয়

রামগাঁওয়ের বাসিন্দাদের দাবি, এলাকায় নাকি ওই তরুণের আগে থেকেই কুখ্যাতি ছিল। এর আগেও নাকি তার বিরুদ্ধে ছোটখাটো চুরির অভিযোগ উঠেছে। যদিও পুলিশের খাতায় এর আগে তার নাম উঠেছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা যায়নি। শনিবার রাতে যখন সেই ঘটনা ঘটে, তখন রামগাঁওয়ে বিদ্যুৎ ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে অজয় সেই এলাকায় যায়। অভিযোগ, একটি বাড়িতে সে চুরি করতে ঢুকেছিল। অন্ধকারে প্রথমে অজয়ের মুখ দেখা যায়নি। তবে তার ছায়া দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে যান গৃহকর্তা। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। এদিক হইচই হচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে যায় অজয়ও। সে পালাবার চেষ্টা করে। যদিও সুযোগ পায়নি। এলাকাবাসীরা ঘিরে ধরে অজয়কে। প্রথমে শুরু হয় জুতোপেটা দিয়ে। এরপরে অনেকেই কিল, ঘুসি, লাথি মারতে থাকে তাকে। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে চলে মারধর। মার খেতে খেতে একটা সময় মাটিতে পড়ে যায় অজয়। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন আবার স্থানীয়রা ভয় পেয়ে যায়। কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে এলাকার বাসিন্দাদেরই একাংশ অজয়কে তুলে নিয়ে যায় জয়গাঁ থানায়। পুলিশ অজয়ের ওই অবস্থা দেখে তড়িঘড়ি তাকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে সেখানে চিকিৎসকরা কিছু করার আগেই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, অজয়ের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় সমীর সরকার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজ চলছে। সমীরের স্ত্রী এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জয়গাঁ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জয়গাঁবাসীকে জানানো হয়েছে, কেউ কোনওরকম দুষ্কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে, তাকে যেন পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আইন যেন কেউ নিজের হাতে না তুলে নেয়।

রামগাঁও এলাকা জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিনও ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'কেউ অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেই পারে। তা বলে তাকে এভাবে মারা উচিত নয়। ঘৃণ্য কাজ হয়েছে। চোর ধরা পড়ার পর পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত ছিল সেই এলাকার বাসিন্দাদের।'

থমথমে।। *এই বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন অজয় গোয়ালা।*

ভোজ্য তেল চুরির চক্রে নাজেহাল ব্যবসায়ীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : একেই বোধহয় বলে দ্বিফলা আক্রমণ। একদিকে অসম ও স্থানীয় চোরের যৌথ উদ্যোগে একের পর এক চুরির ঘটনায় রাতের ঘুম উড়েছে আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দাদের। আবার ভোজ্য তেল চুরির গ্যাংয়ের দাপটে অস্থির শহরের ব্যবসায়ীরা। গুদাম থেকে মালপত্র লোডিং-আনলোডিংয়ের সময় একটু অসতর্ক হলেই হাপিস হয়ে যাচ্ছে ভোজ্য তেলের প্যাকেট বোঝাই কার্টন। এক-দু'বার নয়, সম্প্রতি একাধিক ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বারবার অভিযোগ পাওয়ার পরই ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে।

আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তী বলেন, 'বারবার ভোজ্য তেলের প্যাকেট চুরি হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গুদামের ভিতর থেকে মাল নিয়ে এসে গাড়িতে লোড করার সময় চুরির ঘটনা ঘটছে। কখনও আবার টোটো থেকে দোকানে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় একই ঘটনা ঘটছে।' ব্যবসায়ীদের সন্দেহ, অল্পবয়সি কয়েকজনের একটি দল এই ধরনের চুরির সঙ্গে যুক্ত। রানা বলেন, 'সতর্ক থাকার জন্য সকল ব্যবসায়ীকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে।'

কালা কারবার

- ভোজ্য তেলের প্যাকেটের এক পেটির দাম দেড়-দুই হাজার টাকা
- দুষ্কৃতীরা এই তেলের প্যাকেটের কার্টন তুলে নিয়ে বিভিন্ন ছোট দোকানে কম দামে বিক্রি করছে
- তাতে যে টাকা মিলছে, তাতেই খুশি
- ভোজ্য তেলের কার্টন সবার সামনে দিয়ে নিয়ে গেলেও সহজে সন্দেহ হয় না

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এসব চুরির ঘটনা ঘটছে শহরের প্রধান সড়কের ওপরেই। রাস্তায় টোটো বা ঠ্যালাগাড়ি থামিয়ে মাল লোডিংয়ের সময় ঘটনা ঘটছে। তবে এই বিষয়ে রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানিয়েছেন আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বড়বাজার এলাকাতেই একাধিকবার ভোজ্য তেল চুরির অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও মাড়োয়ারিপট্টি, আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন এলাকা সহ শহরের একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা সামনে এসেছে। সম্প্রতি বড়বাজার থেকে শোভাগঞ্জের দিকে মালপত্র টোটোয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই টোটো আলিপুরদুয়ার চৌপথি পৌঁছাতেই দেখা গেল তেলের পেটি উধাও।

এরপর দশের পাতায়

নারী নিগ্রহ, খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক বছরে খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। সেইসঙ্গে পকসো মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩-এ খুন-ধর্ষণের ৩৮০০ ঘটনার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যাটা ৬০০০ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে নারী নিগ্রহ এবং খুনের মতো অপরাধের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহল। কী জন্য 'শান্ত' উত্তরবঙ্গ এমন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার হদিস করতে চাইছে প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের অধীনে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত আটটি জেলা রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাব সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানে বায়োলজি, টক্সিকোলজি এবং সেরোলজিক্যাল নমুনা পরীক্ষা চালু হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে আসা খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলার নমুনা ছাড়াও অন্যান্য নমুনার পরীক্ষা করা হয়। রক্তের গ্রুপ ও অন্য নমুনা, খুন করা অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, মানুষের শরীরের চামড়া, চোখের জল, সিমেন, বিষক্রিয়ার নমুনা, অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখানকার ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়োলজি, সেরোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগ মিলিয়ে ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো। ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০। আর ২০২৪-এ সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০। চলতি বছরের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ নমুনাই খুন ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে পকসো মামলার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দুই-তিন বছর আগে পকসো মামলার নমুনা মাসে একটি, বড়জোর দুটি করে আসত। গত এক বছরে প্রতি মাসেই পকসো মামলার নমুনা আসছে মাসে ৫ থেকে ৬টি করে।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ও ইনচার্জ ডাঃ মৌসুমি রক্ষিত জানান, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়ায় কাজের চাপও মারাত্মক বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাবরেটরিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কম। তার উপর ভারতীয় ন্যায়সংহিতার নতুন আইনে কোনও মামলায় সাত বছরের ওপর সাজা হওয়ার ধারা থাকলে সেই মামলার ক্রাইম সিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

মোষ পাচারে ২ ভাই ধৃত বারবিশায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৭ এপ্রিল : পুরাণের কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মিলে দুষ্টের দমন করতেন। আর আলিপুরদুয়ারের পাকরিগুড়ির কৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই মিলে অসম-বাংলা সীমানায় অনৈতিক কাজকর্মে হাত পাকিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই দুই ভাই আন্তঃরাজ্য মোষ পাচারের কারবার চালাত। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে বাংলা হয়ে তাদের হাত ধরেই মোষ বাংলাদেশে ঢুকছে। শনিবার বারবিশা থেকে মোষ পাচারের অন্যতম পান্ডা কৃষ্ণ সাহা ও বলরাম সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'মোষ পাচারে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

মোষ পাচারের অন্যতম অভিযুক্ত কৃষ্ণের স্ত্রী তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুই ভাই মোষ পাচারের কারবার চালাচ্ছিল। কুমারগ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতির মদতে গোরু-মোষ পাচারের কারবার চলছে। জেলা সভাপতির ঘনিষ্ঠ বলেই কৃষ্ণ ও বলরামকে ধরার সাহস দেখায়নি কুমারগ্রাম পুলিশ।'

বিজেপির তোলা অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'দল অন্যায় কাজে কাউকে প্রশ্রয় দেয় না। বিজেপির কাজ নেই তাই এধরনের আলটপকা মন্তব্য করছে।'

এদিকে, কৃষ্ণের স্ত্রী মাম্পি সাহা তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তাঁর দাবি, 'আমার স্বামী ও দেওরকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমরা আইনের দ্বারস্থ হব।'

মাম্পি এই দাবি করলেও পুলিশের তদন্ত কিন্তু অন্য কথা বলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ছয় মাসে ভাঙ্গাপাকড়িতে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে ছয়শোর বেশি মোষ পাচারের আগে উদ্ধার করা হয়েছে। সম্প্রতি মোষ পাচারচক্রের অন্যতম পান্ডা কার্তিক দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কার্তিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইসমাইল, ইলিয়াস, মফিজুল, কৃষ্ণ ও বলরামের হদিস পায় পুলিশ। এদিকে, ইসমাইল, ইলিয়াস ও মফিজুল নিজেদের দোষ স্বীকার করে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আগাম জামিন নিয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরাম দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল। শেষপর্যন্ত পুলিশের চাপে

এরপর দশের পাতায়

ধৃতদের রবিবার তোলা হচ্ছে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে।

রাজনীতির যোগ

- ধৃত কৃষ্ণের স্ত্রী তৃণমূলের কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য
- তাই তৃণমূলের মদতেই গোরু পাচার চলছে বলে সরব বিরোধীরা
- বিজেপির বিধায়ক সরাসরি তোপ দেগেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের প্রতি
- প্রকাশ অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন

তরমুজ উৎসবের আয়োজন মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মে আম উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব থেকে শুরু করে শীতকালে খাদ্য উৎসবের কথা অহরহ শোনা যায়। কিন্তু এবারে মেখলিগঞ্জ এক অভিনব তরমুজ উৎসবের সাক্ষী থাকল। রবিবার রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতুর পাশের ছটপুজোর ঘাটে এই তরমুজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রথম এমন উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে ওই উৎসব পরিচালনা করেছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে প্রতি বছর উৎপাদিত তরমুজ স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। মেখলিগঞ্জের তরমুজ চাষকে জনপ্রিয় করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু এদিন বললেন, 'তরমুজের প্রচার, চাষিদের ভালো দাম পাওয়ার বিষয়, সেইসঙ্গে তরমুজের বিভিন্নরকম উপকারিতা নিয়ে যাতে মানুষ জানতে পারেন সেজন্যই তরমুজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবারই প্রথম। সকলের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরও বড় করে উৎসবের আয়োজন হবে।'

এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তরমুজের টুকরো সহ তরমুজের রস বিনামূল্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। জয়ী সেতুতে বেড়াতে আসা মানুষও উৎসবে যোগ দেন। এমনকি ময়নাগুড়ির শিল্পী এসে সুন্দর সংগীত অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রশাসনের

তিস্তার ধারে তরমুজ উৎসব। রবিবার।

তরফে তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা, কৃষকরা কীভাবে আরও উন্নত উপায়ে তরমুজ উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি ফ্লেক্স-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক এলাকাবাসী মৈনাক সরকার বলেন, 'এলাকার তরমুজকে রাজ্যের দরবারে তুলে ধরার জন্য এতদিন তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তরমুজ উৎসব এক অভিনব চিন্তা। তিস্তা নদী ও জয়ী সেতুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া ও গান শোনার আনন্দ নিলাম।'

আরেক বাসিন্দা তমা ভট্টাচার্যের কথায়, 'তরমুজ উৎসবে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই উৎসবের প্রচার আরও বেশি হলে মেখলিগঞ্জের পাশাপাশি হলদিবাড়ির মানুষও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।' তাঁর কথায় প্রায় একমত এলাকার তরমুজ বিক্রেতারাও। এক বিক্রেতা জাবেদ আলির বক্তব্য, 'তরমুজ উৎসবের আরও প্রচার হলে প্রচুর মানুষ আসতে পারতেন।' এদিনের তরমুজ উৎসবে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ, এসডিআইসিও প্রজ্ঞা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত বন্ধে পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে বাইক-টোটো চলাচল

তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে চরম বিশৃঙ্খলা

অনুপ সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক

ওদলাবাড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : প্রশাসনিক ঘোষণা মতোই সংস্কারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল রবিবার। এদিন দুপুরে সেতুর সংস্কারের সূচনার পর সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, হঠাৎ রাস্তা বন্ধে যাতায়াতকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বচসা বেধে যায় তাঁদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষে পুলিশ বাইক এবং টোটো যেতে দিতে বাধ্য হয়।

রাজগঞ্জের দিক থেকে ক্রান্তির দিকে যাওয়ার এই রাস্তা বন্ধে প্রচুর মানুষ এদিন সমস্যায় পড়েন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, সকালে তাঁরা যখন যান তখন পুলিশ আটকায়নি। ফেরার পথে দেখেন পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। কুরান চাঁদমারির গুল মহম্মদ বলেন, 'আমার আত্মীয় শিলিগুড়িতে বেসরকারি

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতেই বন্ধ যানবাহন চলাচল।

হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম সকালে। ফেরার পথে দেখি এই অবস্থা।' চালতলার সুবর্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'যাওয়ার বেলা পুলিশ আমাদের আটকায়নি। ফেরার পথে এখন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, প্রচুর মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছেন, যেতে না দিলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে তাই কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মাল ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দুই সভাপতি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক প্রমুখের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতু সংস্কার শুরু

> ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।
>
> **-মহুয়া গোপ**
> জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

হয়। সেতুর মাঝে মঞ্চ বেঁধে কাজ শুরুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সেতুর দু'ধারে ব্যারিকেড করে যানবাহন চলাচল আটকে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে না দিয়ে একদিক খোলা রেখে সংস্কারের কাজ করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছে অনেককে। তপন বাইন নামে গজলডোবার এক দুধ বিক্রেতা বলেন, 'প্রতিদিন সকালে সেতু পেরিয়ে টোটোয় চেপে দুধ নিয়ে শিলিগুড়ি যাই। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলে দুধ বিক্রি করব কোথায়?' একই অবস্থা অনিল রায়, সুনীল সরকারের মতো কৃষকদেরও।

গজলডোবার বাসিন্দা চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'টাকিমারি, মিলনপল্লির বহু ছেলেমেয়ে গজলডোবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের বেশিরভাগই বাস, টোটো, সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। সেতুর একপাশে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে এক কিমি সেতু পেরিয়ে আবার গাড়িতে চেপে স্কুলে পৌঁছাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে।' তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগী, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যে সমস্যায় পড়বেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এদিকে সাধারণ মানুষ যে সত্যিই সমস্যায় পড়েছেন তা স্বীকার করেছেন মহুয়া গোপ। এদিন অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেন, 'ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আজ থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।'

যদিও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনা এড়াতেই সেতুর সংস্কার জরুরি। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা হবে।'

বিড়ি বাঁধতে না জানলে পাত্র জুটবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : 'ও মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' আগেকার দিনে পাত্রী দেখতে গিয়ে কমবেশি সব মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে পরেছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের চুল, চালচলন। এছাড়া রান্না জানে কি না, চাকরি করে কি না, ইত্যাদিও জিজ্ঞাস করা হয়।

তবে, কখনও শুনেছেন, হবু পাত্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি বিড়ি বাঁধতে জানো'?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর সহ একাধিক গ্রামের। যেখানে মেয়েদের বিড়ি বাঁধার কাজটাই স্থানীয় সমাজে মর্যাদাব্যঞ্জক। এমনকি এই কাজটা না জানলে জোটে না বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও!

এক বিড়ি শ্রমিক সাবানা খাতুনের কথায়, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, বাবা-মা গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। এখন তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কারণ, এখন আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। মা বলেছেন, করণদিঘি থানার আলতাপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে তোর নিকাহর পাকা কথা চলছে। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। বাধ্য হয়ে পেটের ভাত জোটাতে কাজ শিখতে হয়েছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের এইসব গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বিড়ি বাঁধার কাজকে। যে যত বেশি বিড়ি বাঁধবে, তার তত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

এর উলটো ছবিটাও আছে। স্নাতক হয়েও বিড়ি বাঁধার কাজ না শেখায় বিয়ে হচ্ছে না বছর তিরিশের শাকিলা পারভিনের। তিনি এখন বিহারের কিশনগঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি

> আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম।
>
> **সাবানা খাতুন** *বিড়ি শ্রমিক*

বলেন, 'আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গেই থাকতে চাই। তবে কিছুদিন বাধ্য হয়ে আমাকেও বিড়ি বাঁধতে হয়েছিল।'

গ্রামের এক বয়স্ক বিড়ি শ্রমিক রাশেদা বেগম বলেন, 'এখানকার মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে ফেলবে তত মঙ্গল।'

তবে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষও। এক হাজার বিড়ি বেঁধে কারও রোজগার ১৭০ টাকা আবার কেউ ২০০ টাকা পান। যেখানে মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা হাজার বিড়ি বাঁধলে প্রায় ২৫০ টাকা পান। এই বৈষম্য দূর করার দাবি তাঁদের।

শনিবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সহ তিন-চারটি গ্রামের একই ছবি। সহজপাঠ বা অঙ্ক বই নয়, তামাক আর কেন্দুপাতার ডালা নিয়ে দক্ষ বিড়ি শ্রমিক হওয়ার অনুশীলনে মগ্ন গ্রামের খুদেরা।

কিন্তু এভাবে ছোট বয়স থেকে বিড়ির সংস্পর্শে আসলে ক্ষতিও তো হতে পারে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ফুসফুসের একাধিক সমস্যা হতে পারে, রক্তনালীর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন তামাকের ঘ্রাণ এর জন্য খাদ্যতন্ত্রের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও বিড়িতে আসক্তিও তৈরি হতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের বক্তব্য, 'করণদিঘি ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের কাজ করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বিড়ি বাঁধতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

তবে আপাতত উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এইসব অঞ্চলে তামাকের উগ্রতা আর কেন্দুপাতার যুগলবন্দিই ভবিতব্য। এর মাঝে নারীর পড়াশোনার অধিকার, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রতিদিন একটু একটু করে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

গবেষণার জন্য সুইডেনে সুযোগ তরুণের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : গুগল বলছে, কোচবিহার থেকে সুইডেনের দূরত্ব ৬৪৩৩ কিলোমিটার। কিন্তু কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের বাসিন্দা ডঃ দ্বীপ চন্দ সেই দূরত্ব পাড়ি দেবেন। তিনি সুইডেনের উমিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সম্পর্কিত গবেষণায় যোগ দেবেন। আগামী ৬

মে তিনি সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত দ্বীপ। ২০১০ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর এবিএন শীল কলেজ থেকে জুলজিতে অনার্স এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর সর্বভারতীয় সিএসআইআরের (নেট) পরীক্ষায় ৬৪ র‍্যাংক করে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বায়োটেকনলজি বিভাগে মাইক্রোবায়োম ও ওবেসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। ২০২৪ সালে তাঁর গবেষণাপত্র গাট-মাইক্রোপস জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর এবার একেবারে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ তাঁর মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

তাঁর বাবা দুলাল চন্দ পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দাদা অঙ্কুশ চন্দ ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যের খুশিতে বাবা-মায়ের চোখে জল। এদিন বাড়িতে বসেই দুলাল বলেন, 'বড় ছেলে বাইরে থাকে। এবার ছোট ছেলেও বিদেশে যাচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেলেও ওদের জন্য চিন্তা হয়।'

২০২০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগ থেকে ডঃ ইমান্যুয়েল শার্পেনন্টেয়ার 'ক্রিসপার- ক্যাস ৯' সম্পর্কিত আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার উচ্চতর গবেষণায় যাচ্ছেন কোচবিহারের এই তরুণ।

বিক্রয়

কোচবিহার R. R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 94346-13312. (C/115903)

●

বিক্রয় 1000 Sq.Ft. ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন (M) : 96099-70044. (C/116083)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপশিখা দাশগুপ্ত চক্রবর্তী 24-04-25 তারিখে APO E.M. কোর্টে দীপশিখা দাশগুপ্ত হইলাম। (U/D)

●

আমার আধার কার্ড নং. 589183272461, পাসপোর্ট নং. B7637293 এবং প্যান কার্ড নং. AXRPA176-7A DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA), DALIA CHAKRABORTY ACHARYA আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। গত 24.4.25, সদর কোচবিহার, J.M. 2nd Court (ফর্ম নং. 94AB 161860) অ্যাফিডেভিট বলে DALIA CHAKRABORTY, DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA) এবং DALIA CHAKRABORTY ACHARYA এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে সর্বত্র এবং তথ্যাদিতে আমি DALIA CHAKRABORTY হিসেবে পরিচিত হব। 194 চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং. 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115904)

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। (M) : 80161-40555. (C/116233)

কর্মখালি

সোনার দোকানের জন্য Sales Girls এবং Sales Boy প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ- 9832046176

●

জলপাইগুড়িতে ঔষধের দোকানে কাজ জানা স্থানীয় কর্মচারী চাই। যোগাযোগ (M) 90022-48132. (C/115830)

●

শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে স্কুল দেখাশোনা করার জন্য লোক চাই এবং প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 70016-48258. (C/116085)

●

সিকিমের গ্যাংটকে হোটেল ও FMCG ডিস্ট্রিবিউশন কোং-এর জন্য ফ্রেশারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করছি। কোম্পানির সুবিধা এবং বাসস্থান প্রদান। (M) :- 94341-17292. (C/116083)

●

শপিং মল-এর জন্য গার্ড লাগবে, ডাইরেক্ট জয়েন। শিলিগুড়ি সেভক রোড, 8th পাশ, বয়স 20-45। বেতন - হাতে 10,800/-. 99331-19446. (C/116228)

●

PGTs required for SCG English Academy, Mathabhanga. Sub- Hindi, Chemistry, Biology, Math. Date of interview-30/04/25 at 11 AM. (M) 9474380440, 7027420995(116086)

আজ টিভিতে

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড
রাত ৮.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ রূপবান কন্যা, ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ যুদ্ধ, ১.০০ গেট টুগেদার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৪০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.০০ শতরূপা, ১২.৩০ প্রেম আমার-টু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৪ সিধু দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৬.০৩ সর্দার গব্বর সিং, রাত ৮.৩০ মার্কেট রাজ এমবিবিএস, ১১.৩০ রাজা সাহেব কা কমরা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৮ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ পুলিশ পাওয়ার, রাত ৮.০০ বিজয়-দ্য মাস্টার, ১১.২০ কমান্ডো-টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২২ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৩.২১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ৫.০৪ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ তামাশা, ১১.২৩ দোনো

রমেডি নাউ : সকাল ১০.৫১ ফার্স্ট ডটার, দুপুর ২.২০ বুকস্মার্ট, বিকেল ৫.৩৫ ম্যাক্স, রাত ১০.৩৪ ডেট মুভি, ১১.৪৯ মিউন

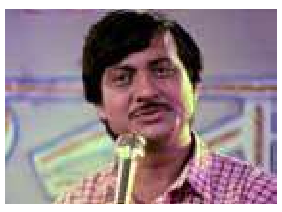

শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ

সর্দার গব্বর সিং
সন্ধে ৬.০৩ জি সিনেমা এইচডি

আই, রোবট
বিকেল ৪.৫০ মুভিজ নাউ

তমাশা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

৩০ বছরে একগুচ্ছ উদ্যোগ রুবির

নিউজ ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : গত ২৫ এপ্রিল রুবি জেনারেল হসপিটাল তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারমধ্যে রয়েছে- মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনামূল্যে মানসিক সুস্থতা ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে, যেখানে রুবি ২৪X৭ অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যাবে। এছাড়া ৩০ বছরকে স্মরণীয় রাখতে আদ্যাপীঠ আশ্রমের ৮৫০ জন অনাথ এবং অসহায় শিশুর সমস্তরকম চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে রুবির তত্ত্বাবধানে। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে মিলে ক্যানসার শনাক্তকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিরোধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এছাড়াও রুবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়াবিটিস শনাক্তকরণে ৩০০০০ প্রতিরোধমূলক পরীক্ষা চালানোর। ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফে সিস্টার মিচেল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বিবেক মহারাজ এবং মিসেস রুবি দত্ত। তাঁরা ভারিয়ান ট্রুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিনেন ৩.০ সংস্করণ উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠান থেকেই জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রুবি কলকাতায় প্রথম ডিজিটাল পেট স্ক্যান চালু করবে, যেখানে ৩০ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটে পেট স্ক্যান হবে।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। **কর্কট :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **কন্যা :** সৎ কোনও বন্ধুর পরামর্শে লাভবান হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** পরিবারের দিক থেকে সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্য। **বৃশ্চিক :** সৎ কাজে ব্যয় করে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **ধনু :** অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক শান্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **মকর :** হিসেবের বাইরে খরচ করে সমস্যায়। ছেলের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা পাকা হবে। **কুম্ভ :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদের অবসান। কোমরের ব্যথা ভোগাবে। **মীন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ১৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।৪৬। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১১।১৮ আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪৩। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শামুকতলায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

জল চেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালকের

রাজু সাহা

ছবি : এআই

শামুকতলা, ২৭ এপ্রিল : গত দু'দিন আগে একই এলাকায় এক ঘুমন্ত কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক তরুণের বিরুদ্ধে। ভয় কাটতে না কাটতেই সেই শামুকতলা থানা এলাকায় ঘটল যৌন নিগ্রহের ঘটনা। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর উপর যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্ত ওই গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। শামুকতলা থানা এলাকার কোহিনুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শনিবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে। শনিবার রাতেই লিখিত অভিযোগ জানান ওই তরুণী। রবিবার সকালে অভিযুক্ত গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত গাড়িচালকের নাম জাকির হোসেন, বাড়ি শামুকতলা থানা এলাকায়।

তরুণীর অভিযোগ, তিনি বাড়িতে একা ছিলেন। একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই গাড়ির চালক বাড়িতে এসে জল চায়। প্রচণ্ড গরম থাকায় সেই তরুণীও অচেনা কাউকে জল দেওয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবেননি। জল খাওয়ার পর তরুণীর সঙ্গে গল্প করতে শুরু করে অভিযুক্ত। এর মধ্যে হঠাৎই তরুণীর হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে বিছানায় ফেলে মুখ চেপে ধর্ষণের চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এদিকে তরুণীও পালানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কোনওরকমে সেই অভিযুক্তের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করেন সেই তরুণী। আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশী এক বধূ ছুটে আসেন। ততক্ষণে অবশ্য অভিযুক্ত গাড়ি নিয়ে দে ছুট! কোনওরকমে নিজেকে সামলে নেন তরুণী। এরপরই শামুকতলা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান তিনি। অভিযুক্তকে ধরতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি পুলিশকে। রবিবার সকালের মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত সেই গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'জাকির হোসেন নামে এক গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক তরুণীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা শুরু হয়েছে।'

তরুণীর কথায়, 'বাড়িতে একা ছিলাম। তখনই ওই গাড়িচালক এসে জল চায়। আমি জল দিলে গল্প করতে শুরু করে। এরপর গল্পের ফাঁকে আমার হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে নিগ্রহ করে। কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচি। অভিযুক্ত গাড়িচালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

দিন কয়েক আগে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে টোটোচালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেপ্তারও করা হয় সেই অভিযুক্তকে। কিন্তু এখনও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সেই কিশোরী। বারবার যৌন নিগ্রহ, ধর্ষণের মতো ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পরিবারগুলি। শনিবারের ঘটনায় তরুণী অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগ

- বাড়িতে একা ছিলেন তরুণী
- তখনই বাড়ির বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জল চায় এক চালক
- জল দিতেই কথোপকথনের মাঝে আচমকা তরুণীর হাত টেনে ঘরে নিয়ে যায় অভিযুক্ত
- তরুণীর মুখ চেপে ধর্ষণের চেষ্টা করতে থাকে
- কোনওরকমে বেরিয়ে চিৎকার করতে শুরু করেন তরুণী

গতকাল রাতে গণপিটুনির জেরে জয়গাঁর রামগাঁও এলাকায় অজয় গোয়ালার মৃত্যু হয়। রবিবার সকাল থেকে ওই এলাকায় খুব কম লোকজন দেখা গিয়েছে। রাস্তাঘাট ছিল নির্জন। বিশেষত এলাকায় তরুণদের আনাগোনা একেবারে দেখা যায়নি।

রামগাঁওয়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : গতকাল চোর সন্দেহে অজয় গোয়ালাকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর এদিন রামগাঁও এলাকায় শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতা ছিল। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। তবে এদিন ওই এলাকায় এক অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা গিয়েছে। হঠাৎ ওই এলাকায় তরুণদের আনাগোনা কমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, যারা গণপিটুনির সঙ্গে জড়িত তারা পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে কি এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে? স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

রামগাঁও জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এলাকাটি জয়গাঁ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছনের দিকে অবস্থিত। বিকেল গড়ালে এই এলাকা সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়। এমনকি প্রকাশ্যে মাদক দ্রব্য সেবনও চলে বলে অভিযোগ। স্থানীয় কয়েকজন তরুণ এই অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে অজয় গোয়ালা ছিল অন্যতম। রামগাঁও থেকে আরও ৭০০ মিটার দূরত্বে অজয়ের বাড়ি। বাড়িতে তার বাবা, মা কেউ নেই। সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকত। দুজনে দিনমজুরির কাজ করত। তবে অজয় মাদকাসক্ত ছিল। মাদক দ্রব্য কেনার টাকা না পেলে সে এলাকায় চুরি করতে বেরিয়ে পড়ত।

স্থানীয় বাসিন্দারা সকলে জানতেন সে চোর। তবে এর আগে হাতেনাতে কেউ তাকে ধরতে পারেননি। অজয়ের মা-বাবা জীবিত থাকতে তাদের নিজের বাড়ি ছিল। বাবার কঠিন অসুখের চিকিৎসা করিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর পর ধারদেনা শোধ করতে অজয় বাড়ি বিক্রি করে দেয়। এরপর অজয়ের মা মারা যান। স্থানীয় সূত্রে খবর, অজয় সাধারণত এলাকা থেকে লোহার ছোট জিনিস, দামি জামাকাপড় চুরি করত। গতকাল রাতে ওই এলাকার এক বাড়িতে সে চুরি করতে ঢোকে বলে অভিযোগ। পালাতে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীরা তাকে ঘিরে ধরে। শুরু হয় জুতোপেটা। হাতেনাতে ধরতে পেয়ে স্থানীয়রা তাকে গণপিটুনি দেয়। অজয়ের মৃত্যু আন্দাজ করে অধিকাংশ তরুণ এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

এদিন, রামগাঁও এলাকায় অজয়দের ভাড়াবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কেউ নেই। বাড়ির মালিক এক সপ্তাহ থেকে বাড়িতে নেই। পাশের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, এক মহিলা বাড়িতে কাজ করছেন। বাড়িতে তিনি একা। ওই মহিলাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি এব্যাপারে কিছু জানি না। আমার স্বামী অনেক সকালে বেরিয়ে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন বলে যাননি। ফোন করলেও ধরছেন না। তিনি মাঝেমধ্যে এরকম কাজে বের হন।' এই বিষয় নিয়ে কেউ কিছু স্পষ্ট করে বলতে চাইছেন না। কাউকে কোনও প্রশ্ন করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় এক তরুণী নেহা লামার কথায়, 'অজয় মাঝেমধ্যে এই এলাকা ও পাশের এলাকায় চুরি করত। স্থানীয় তরুণরা তাকে পিটিয়েছে। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। আমরা না করেছিলাম। তবে সকলে ক্ষিপ্ত থাকায় তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। এখন পুলিশের জেরার মুখে সকলকে পড়তে হবে।' ঘটনায় এক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

চোর, ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। সমস্যা মেটাতে 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল (প্রিভেনশন অব লিঞ্চিং) বিল, ২০১৯'- বিধানসভায় পাশ হয়। তবে এখনও তা আইনে কার্যকর হয়নি।

শুনসান রামগাঁও। রবিবার। -সংবাদচিত্র

> অজয় মাঝেমধ্যে এই এলাকা ও পাশের এলাকায় চুরি করত। স্থানীয় তরুণরা তাকে পিটিয়েছে। এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ। আমরা না করেছিলাম। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত। এখন পুলিশের জেরার মুখে সকলকে পড়তে হবে।
>
> **নেহা লামা**, *স্থানীয় এক তরুণী*

আতঙ্কে স্থানীয়রা

- রবিবার এমনিতে রাস্তায় লোকজন কম থাকে
- এদিন ওই এলাকায় এক অদ্ভুত নীরবতা ছিল
- বেগতিক বুঝে অধিকাংশ স্থানীয় তরুণ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে
- ইতিমধ্যে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে
- বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে

৩টি গাড়ির সংঘর্ষ, আহত ২

বীরপাড়া, ২৭ এপ্রিল : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। রবিবার ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ মাদারিহাট থানার সামনে তিনটি গাড়ি একসঙ্গে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুজন গাড়িচালক আহত হয়েছেন। ঘটনার জেরে মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার বলেন, 'দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। বেপরোয়া গতি কিংবা চালকের ঝিমুনির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, আমবোঝাই একটি মাঝারি মাপের ট্রাক শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল। এদিকে, বিপরীত দিক থেকে একটি বোল্ডারবোঝাই ট্রাক ও মুরগিবোঝাই একটি ছোট মালবাহী গাড়ি রেষারেষি করে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। ওই দুটি গাড়ির মাঝখানে আমবোঝাই ট্রাকটি ঢুকে পড়ে। সংঘর্ষে মুরগিবোঝাই গাড়ি ও আমবোঝাই ট্রাকটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ধাক্কা লাগার পর মুরগিবোঝাই গাড়ি ও বোল্ডারবোঝাই ট্রাকটি উলটে যায়। আমবোঝাই ট্রাকের চালক আসিফ চৌধুরী সামান্য আঘাত পান। তবে গুরুতর আহত অবস্থায় মুরগিবোঝাই গাড়ির চালক জাহির আনসারিকে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বোল্ডারবোঝাই ট্রাকের চালক ও তার সহকারী পলাতক।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যানবাহনের বেপরোয়া গতি ওই মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। আহতের হিসেব নেই। মহাসড়কে দুর্ঘটনার পর প্রায়ই দলদলির তরুণ আক্রাম হোসেনকে আহতদের উদ্ধারে নামতে দেখা যায়। রবিবার তিনি বলেন, 'সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত যানবাহনের বেপরোয়া গতির জন্য প্রাণ হাতে করে বাইক চালাতে হয়। কয়েক বছরে মহাসড়কে দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে বাইকচালক ও আরোহীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।'

কাজে যাওয়ার পথে।। রবিবার গোপালধারা চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

হরিণের সেবায় শিল্পী

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৭ এপ্রিল : অন্যদিনের মতোই এদিন বধূ শিল্পী দাস ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কখন যে একটি হরিণ বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে খেয়ালই করেননি। বাড়ির প্রাচীর টপকে বাইরে বের হওয়ার জন্য লাফালাফি করছে দেখে প্রথমে সারমেয় ভেবেছিলেন। এরপর এক প্রতিবেশী তাঁর বাড়ির সামনে হরিণ দেখে চমকে ওঠেন। বনকর্মীরা না আসা পর্যন্ত হরিণকে শিল্পী তালপাতার পাখায় হাওয়া দেন। শিল্পী বলেন, 'এই গরমে ছুটোছুটি করে হাঁফিয়ে উঠেছিল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। তাই তালপাতার পাখা জলে ভিজিয়ে অনেকক্ষণ হাওয়া দিয়েছি।'

কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর পাকরিগুড়ির বাসিন্দা সুশীল দাস। রবিবার তাঁর বাড়িতে হরিণের আগমনের খবর শুনে উৎসাহী প্রতিবেশীরা ভিড় জমান। অসম-বাংলা সীমানার উত্তর পাকরিগুড়ি গ্রামে এসে ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা হরিণটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি মায়া হরিণ এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। হরিণটি সামান্য আঘাত পেয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ অবস্থায় হরিণটিকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস দাসের কথায়, 'উত্তর পাকরিগুড়িতে বন্য জীবজন্তুর খুব একটা আনাগোনা নেই। অনেক আগে বুনো হাতি ঢুকেছিল। এই প্রথম হরিণ এল। সংকোশ নদী পেরিয়ে বক্সার জঙ্গল থেকে আমাদের গ্রামে হরিণ আসা কার্যত অসম্ভব। কোনও বন্যজন্তুর তাড়া খেয়ে হরিণটি অসমের জঙ্গল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

অসম-বাংলা সীমানার উত্তর পাকরিগুড়িতে এক গৃহস্থের বাড়িতে মায়া হরিণ। রবিবার।

অঞ্চলপাড়ার বেহাল রাস্তা। পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে।

স্বনির্ভর করতে

পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক মাস ধরে পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হল রাভা ও মেচ সম্প্রদায়ের ৬০ জন মহিলাকে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ধূপগুড়ির একটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রবিবার ছিল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্ব নারারথলি এবং পূর্ব শালবাড়ির মহিলাদের নিয়ে আয়োজিত ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন লিমিটেডের আঞ্চলিক অধিকর্তা অশোক মোদক, সেই সংগঠনের সম্পাদক অলোক রায় প্রমুখ।

অলোক বললেন, 'পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর বাসিন্দা মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সারাবছরই এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাভা এবং মেচ সম্প্রদায়ের মহিলাদের হাতে তৈরি পোশাক বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।'

শিবিরে অংশগ্রহণকারী রেবতী রাভা বললেন, 'পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ পাওয়ায় ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে পারব।' এজন্য ওই সংগঠনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। প্রশিক্ষণ পেয়ে সুদীপ্তা বসুমাতা নামে স্থানীয় এক মহিলাও একই স্বপ্ন দেখছেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, শিবিরে যোগদানকারী মহিলাদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেন গীতা রাভা ও জয়স্মিতা নার্জিনারি।

জাল ভুটানি নোট বাজেয়াপ্ত, ধৃত ১

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : জাল ভুটানি নোট সহ এক ব্যক্তিকে জয়গাঁ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ধৃতের কাছ থেকে মোট ২৫ হাজার টাকার ভুটানের জাল নোট পাওয়া গিয়েছে। রবিবার এই ঘটনায় জয়গাঁ শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিন সন্ধ্যায় জয়গাঁ শহরের ভগৎ সিং নগর এলাকায় ওই ব্যক্তি আসে। এরপর সাগরকুমার সা নামের এক ব্যক্তির মোবাইলের দোকানে যায়। এরপর সে একের পর এক মোবাইল দেখতে শুরু করে। একটি মোবাইল পছন্দ করে সেটি কিনবে বলে সাগরকে জানায়। এরপর পেমেন্টের সময় সে ২৫ হাজার টাকার ভুটানি নোট সাগরকে দেয়। প্রতিটি নোট ৫০০ টাকার ছিল। ভুটানের ৫০০ টাকার নোটে রাজার ছবি থাকে। আলোতে ফেললে দু'দিকে রাজার ছবি দেখা যায়। সাগরের সন্দেহ হওয়ায় আলোয় ৫০০ টাকার নোটগুলি দেখতে শুরু করেন। এরপর তিনি বুঝে যান এগুলি নকল। তিনি তাঁর প্রতিবেশী দোকানদারদের ডেকে নোটগুলি দেখান। তাঁরাও নোটগুলি নকল বলে জানান। এরপরে জয়গাঁ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যায়। সাগর বলেন, 'ওই ব্যক্তি ভারতীয় নোট ব্যবহার না করায় প্রথমে সন্দেহ হয়। জয়গাঁ এলাকায় ভুটানি নোটের প্রচলন রয়েছে। তবে ভারতীয় হয়ে ভুটানি নোট দেওয়ায় সন্দেহ হয়। তাই নোটগুলি আলোতে ফেলে দেখি।'

> ওই ব্যক্তি ভারতীয় নোট ব্যবহার না করায় প্রথমে সন্দেহ হয়। জয়গাঁ এলাকায় ভুটানি নোটের প্রচলন রয়েছে। তবে ভারতীয় হয়ে ভুটানি নোট দেওয়ায় সন্দেহ হয়। তাই নোটগুলি আলোতে ফেলে দেখি।
>
> **সাগরকুমার সা**, *ব্যবসায়ী*

যদিও জয়গাঁ থানার পুলিশ এখনও ওই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা জানতে পারেনি। জাল নোটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকাবাসীকে ওই ব্যক্তি জানিয়েছিল তার বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। সে এই ভুটানি নোটগুলি ভুটানের এক ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছিল।

স্কাউটস-এর শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর আলিপুরদুয়ার জংশন শাখা ও মাদার টেরেজা গাইডস কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে রবিবার ডিআরএম চৌপথিতে পথ নিরাপত্তা নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

গাইড ক্যাপ্টেন সঞ্চিতা ঘোষ দত্ত বলেন, 'পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতেই আমাদের এই উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রচার চালিয়ে যাব আমরা।' এই শিবিরে মোট ২২ জন সদস্য পথচারীদের মধ্যে রোড সেফটি বিষয়ক হ্যান্ডবিল বিতরণ করেন। সিটবেল্ট পরা, হেলমেট ব্যবহার, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের কাছে।

পোস্টার

ফালাকাটা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় উদ্বোধন হতে চলছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মন্দির উদ্বোধন করবেন। মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টার দিল ফালাকাটা পুরসভা। রবিবার পোস্টারগুলি বিভিন্ন কাউন্সিলার নিজস্ব ওয়ার্ডে লাগিয়েছেন।

ডাইভারশনে যানজট

ঘুরপথে গাড়ি চলায় বেহাল রাস্তা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : এ যেন বড় রাস্তার কাজ করতে গিয়ে ছোট রাস্তার দফারফা। বৃষ্টি হলেই সনজয় নদীর ডাইভারশনে যানজট নিত্যদিনের সমস্যা। আর এই যানজট থেকে রক্ষা পেতে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চলপাড়া হয়ে একটি বিকল্প রাস্তায় যাতায়াত করে ছোট যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী গাড়ি, টোটো, বাইক। এই বিকল্প রাস্তাটি অঞ্চলপাড়া হয়ে শিলবাড়িহাট বাজারে গিয়ে উঠেছে। গত ক'দিন ধরে মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। তখনই বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করছেন পরিবহণকর্মীরা। এতেই সেই বিকল্প পথ বেহাল হয়ে পড়ছে। ওই রাস্তার কয়েক জায়গায় পুকুরের পাশে বোল্ডার দিয়ে পাড়ে বাঁধ দেওয়া আছে। সেইসব পাড় বাঁধেরও ক্ষতি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মূল বর্ষায় রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত স্থানীয়রা। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশ দিয়েই একটি মেঠোপথ মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসটিও নির্মীয়মাণ মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত। এই অফিস থেকে ৩০০ মিটার পূর্ব দিকেই সনজয় ডাইভারশন। সেই নদীর উপর এখন জোরকদমে পাকা ব্রিজের কাজ চলছে। পুরোনো কাঠের সেতুটিও ভাঙা হয়েছে। বৃষ্টি হলে ডাইভারশনে জলকাদা হচ্ছে। এজন্য যানজট প্রায় লেগেই রয়েছে। তখন ছোট চারচাকার গাড়ি বাইপাস হিসেবে ওই অঞ্চলপাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তবে মেঠোপথ হওয়ায় সেই রাস্তা দিয়ে বড় যানবাহন যেতে পারে না। কিন্তু ছোট চারচাকার গাড়িতেই ওই মেঠোপথের বেহাল অবস্থা।

ওই রাস্তার পাশেই বাড়ি মঙ্গল মুন্ডার। রাস্তার পাশে তাঁর একটি পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরের পাড়ে বাঁধ দেওয়া। মঙ্গল বলেন, 'আগে এত যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেনি। এখন মহাসড়কে যানজট হলেই আমাদের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। এজন্য জলকাদায় রাস্তাটি খারাপ হচ্ছে। পাশে পুকুরের পাড় বাঁধেরও ক্ষতি হচ্ছে।' স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তায় গত পাঁচ বছর ধরে কোনও সংস্কার হয়নি। বাপ্পা মুন্ডা নামে এক তরুণের কথায়, 'পাঁচ বছর ধরে রাস্তায় কাজ হচ্ছে না। এভাবে চললে এবারের বর্ষায় আমাদের চরম ভোগান্তি হবে।' এবার রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন গেন্দা মুন্ডা, শিবেন বর্মন, জগদীশ বর্মনের মতো স্থানীয়রা। তবে এই রাস্তার পাশেই তো গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। তা সত্ত্বেও সংস্কার না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, 'মহাসড়কে যানজট হলে কিছু গাড়ি অঞ্চলপাড়ার রাস্তা দিয়ে যায়, সেটা আমরাও দেখেছি। তাই এবার বর্ষার আগে ওই রাস্তায় রিভার বেড মেটিরিয়াল (আরবিএম) ফেলে সংস্কার করা হবে।'

> মহাসড়কে যানজট হলে কিছু গাড়ি অঞ্চলপাড়ার রাস্তা দিয়ে যায়, সেটা আমরাও দেখেছি। তাই এবার বর্ষার আগে ওই রাস্তায় রিভার বেড মেটিরিয়াল (আরবিএম) ফেলে সংস্কার করা হবে।
>
> **সুপর্ণা বর্মন**, *প্রধান, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

চা বাগানের জলাধারে হাবুডুবু চিতাবাঘের

সমীর দাস

কালচিনি, ২৭ এপ্রিল : ডুয়ার্সের চা বলয়ে বাগানের জলাধারে জল খেতে এসে হাতির শাবক, কখনও বড় হাতি জলাধারে পড়ে যাওয়ার ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। তবে চা বাগানের জলাধারে চিতাবাঘ পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনা খুবই বিরল। আর এই বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগান। রবিবার ওই বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে থাকা বিশালাকার পাকা জলাধারে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ পড়ে যায়। স্থানীয় ভাষায় ওই জলাধারটিকে 'পাতাল ভেদি'ও বলা হয়। জল খানিকটা গভীর থাকায় চিতাবাঘটি লাফ দিয়ে জলাধারের ওপর উঠতে পারছিল না। তবে ওই পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় চিতাবাঘটির গোঙানির আওয়াজ বাগানের কয়েকজন শ্রমিকের কানে যায়। তাঁরা বন দপ্তরে খবর দেন।

খবর পেয়ে পানা রেঞ্জ সহ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে আসে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর এদিন সন্ধ্যায় বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে জলাধার থেকে তুলতে সক্ষম হন। তবে জলে ছটফট করায় চিতাবাঘটি ওপরে ওঠার পর খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণণ পিজে বলেন, 'ঘটনাস্থলে প্রাণী চিকিৎসকরা পৌঁছেছেন। চিতাবাঘের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়েছে। সেটি সুস্থ হয়ে উঠলে পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' বন দপ্তর সূত্রে খবর, চিতাবাঘটি সুস্থ হলে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

বাগান সূত্রে খবর, প্রায় প্রতিটি চা বাগানে এক বা একাধিক জলাধার থাকে। মূলত চা বাগানের সেচের কাজে ওই জলাধারের জল ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে জলাধারগুলি জলে ভরে থাকে। তখন অনেক বন্যপ্রাণী মাঝেমধ্যে জলাধারের পাশে এসে জলপান করে। বনকর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, চিতাবাঘটি সম্ভবত জলপান করতে সেখানে এসেছিল। তবে জলাধারের পাশে আসার পর শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে সম্ভবত সেটি জলে পড়ে যায়।

আবার, চা বাগানের এক ছায়াগাছ থেকে আরেকটি ছায়াগাছে লাফিয়ে পারাপার করার সময় চিতাবাঘটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জলে পড়ে যেতে পারে বলে অনেকের প্রাথমিক অনুমান। বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছে গাছের মোটা ডাল জলে ফেলে চিতাবাঘটিকে ওপরে তোলার চেষ্টা করে। তবে জলে দাপাদাপি করে ক্লান্ত চিতাবাঘ গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠতে পারেনি। এরপর জলে দড়ি ফেলা হয়। পরে বনকর্মীরা জাল ফেলে চিতাবাঘটিকে ওপরে তুলতে সক্ষম হন। চিতাবাঘটি মাটি থেকে প্রায় ৭-৮ ফুট গভীর জলে পড়ে গিয়েছিল। চিতাবাঘ উদ্ধারে বাগানের কয়েকজন শ্রমিকও বনকর্মীদের সহযোগিতা করেন। ওই বাগানের কর্মী কমল কুজুরের কথায়, 'চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব তো রয়েছেই। তাও এদিন বন দপ্তর সময় মতো পৌঁছানোয় চিতাবাঘটির প্রাণরক্ষা পেয়েছে। এজন্য আমরা খুশি।'

ঘটনাক্রম

- রবিবার ওই বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে থাকা বিশালাকার পাকা জলাধারে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ পড়ে যায়
- জল খানিকটা গভীর থাকায় চিতাবাঘটি লাফ দিয়ে জলাধারের ওপর উঠতে পারছিল না
- চিতাবাঘের গোঙানির আওয়াজ শুনে বাগানের শ্রমিকরা বন দপ্তরে খবর দেন

পথবাতি আছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, রাত হলে অন্ধকারে ডুবে যায় পূর্ব ভোলারডাবরি। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পথবাতিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, ক্ষোভ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : সূর্য ডুবলেই ঘোর অন্ধকার। নিকষ অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দায়। অন্ধকারে পথ চলতে বিষাক্ত সাপ, অন্য পোকামাকড়ের ভয় লেগেই রয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা এখনও পথবাতির পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তাঁরা জানালেন, বছরখানেক আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হলেও এপর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৬২ পার্টের দোলাপাড়া, মাশানপাট, ড্রেনের পাড় এলাকার বাসিন্দাদের পথবাতির দাবি দীর্ঘদিনের। বিদ্যুৎ সংযোগ না মেলায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় পণ্ডিতের অভিযোগ, 'বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি জানিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর, ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হয়েছি। তাতে কাজ না হওয়ায় এখনও অন্ধকারেই পথ চলতে হচ্ছে।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত প্রধানও বিদ্যুতের সমস্যা প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন। এসত্ত্বেও সমাধান অধরা।

এব্যাপারে বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মণিকা পণ্ডিত বললেন, 'এখনও গ্রামের কয়েকটি এলাকার রাস্তায় বিদ্যুৎ সংযোগ না পৌঁছানোর ফলে বাসিন্দারা সমস্যায়

বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

রয়েছেন। ব্লক প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। বিদ্যুৎ দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে। তবে এখনও কাজ হয়নি।'

এব্যাপারে আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ দপ্তরের উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক বললেন, 'দ্রুত ওই এলাকার রাস্তাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। কতগুলো খুঁটি বসাতে হবে তা দেখতে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। সেই কাজ শেষ হলেই বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পথবাতি না থাকায় তাঁদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। যেমন, বর্ষাকালে নোনাই নদীর জল রাস্তায় উঠে আসে। দিনেরবেলা তাও পথ চলা যায়। কিন্তু রাতে তো কোথায় জল, কোথায় শুকনো, কিছুই দেখা যায় না। তাই বর্ষাকালে পথচলা কার্যত বন্ধই হয়ে যায়। দ্রুত পরিষেবা চালু হলে সমস্যা মিটবে। এলাকার আরেক বাসিন্দা পুলিন রায়ের বক্তব্যও একই।

এছাড়া বুনোর ভয় তো রয়েছেই। বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই এলাকা মাঝেরডাবরি চা বাগান কিংবা বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মাঝেমধ্যে এখানে বন্যপ্রাণী ঢুকে পড়ে।

এই এলাকার কাছাকাছি রয়েছে কালচিনি ব্লকের বক্সার সান্তালাবাড়ি সহ বক্সা পাহাড়ের দুর্গম এলাকাগুলি। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে সেসব জায়গায় কিন্তু আগেই বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। এখন বক্সা পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ১৩টি গ্রামের রাস্তায় জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। কিন্তু বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা এখনও সেই তিমিরেই। আক্ষরিক অর্থেই।

নাবালিকা বিয়ে রুখতে স্কুলে আধিকারিকরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : নাবালিকা বিয়ে রুখতে স্কুলে স্কুলে সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছে প্রশাসন। তাই সটান স্কুলে চলে যাচ্ছেন শিশু সুরক্ষা কমিটি সহ প্রশাসনের কর্তারা। সঙ্গে থাকছেন ব্লক ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক ছাড়াও স্কুল কর্তৃপক্ষ। জেলার বড় বড় স্কুলগুলির তালিকা তৈরি করে, স্কুল ধরে ধরে এই সচেতনতার প্রচার চলছে। সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশে স্কুলগুলিতে নাবালিকা বিয়ে নিয়ে সচেতনতার প্রচার চলছে। শিশু সুরক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি সহ জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা পড়ুয়াদের সচেতন করছেন।'

শিশু সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর ৩০০-রও বেশি নাবালিকা বিয়ের ঘটনা সংক্রান্ত অভিযোগ এসেছিল। তারমধ্যে শ-দেড়েক বিয়ে আটকানো গিয়েছে। তবে অভিযোগ আসেনি, এমন ঘটনা আরও রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আধিকারিকরা লক্ষ করেছেন, অক্ষয় তৃতীয়ার আগে আগে এধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। তাই এবছর অক্ষয় তৃতীয়ার আগে সচেতনতায় জোর দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি মাসে ৭০ থেকে ১০০টি নাবালিকা বিয়ের ঘটনার খবর আসছে। তবে চলতি বছরে এই সমস্যা যাতে বড় আকার নিতে না পারে তার জন্য স্কুলে স্কুলে গিয়ে সচেতন করা হচ্ছে। আবার ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। সেই সময়, ছুটির দিনগুলিতে বেশি বেশি নাবালিকার বিয়ে হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। তাই গরমের ছুটির আগেই পড়ুয়াদের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছে প্রশাসন।

ডুয়ার্সকন্যায় এই বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। সেখানে কে কীভাবে কাজ করবেন, তার গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল, পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুল, শিলবাড়িহাট হাইস্কুল, লোকনাথপুর হাইস্কুল, কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল, ফালাকাটা হাইস্কুল, ডিমডিমা ফতিমা হাইস্কুল, রাঙ্গালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুল সহ একাধিক স্কুলে প্রচার অভিযান অংশ নিয়েছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। সাধারণত জেলার প্রান্তিক এলাকা ও চা বলয়ে নাবালিকা বিয়ে ও স্কুলছুটের সমস্যা বেশি। স্কুলগুলির একাংশ অবশ্য নিজেদের উদ্যোগেই স্কুলছুটদের খোঁজখবর নিচ্ছে।

পরিদর্শন

কালচিনি, ২৭ এপ্রিল : গত ১৭ এপ্রিল রাতে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই বাগানের ১০টি শ্রমিক আবাসন। তার মধ্যে ২-৩টি বাড়ি মেরামতের উদ্যোগ নিয়েছেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি পরিদর্শনে যান তিনি। বিশাল জানান, যতটা সম্ভব, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করছেন। এছাড়াও সেই ঘটনায় এক পরিবারের দুই শিশু সহ চারজন জখম হয়েছিলেন। তাঁরা এখনও সুস্থ হননি। আরও ভালো চিকিৎসার জন্য তিনি বন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

আঁচল কর্মসূচি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের লালপুলে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি করা হয় রবিবার। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভানেত্রী দীপিকা রায়, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরিতোষ বর্মন, অঞ্চল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রমিলা দাস সহ তৃণমূলের অন্য নেতারা। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য মহিলাদের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রচার চালানো।

পার্টি অফিস থাকছে না পলাশবাড়িতে

'পুনর্বাসন' চায় সব দল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ এপ্রিল : এদিকে বিধানসভা ভোট দোরে কড়া নাড়ছে। আর ওদিকে পলাশবাড়িতে একাধিক দলের কার্যালয় ইতিমধ্যে ভাঙা পড়েছে। কয়েকটি আবার ভাঙা পড়তে চলেছে কিছুদিনের মধ্যেই। বিষয়টি ভাবাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, আরএসপি'র মতো দলগুলিকে। এমন পরিস্থিতিতে সব দলের অবস্থান হয়ে দাঁড়াল এক।

মহাসড়কের কারণে পলাশবাড়িতে ৪০ বছরের পুরোনো আরএসপি'র অফিস ভাঙা পড়েছে। ১৫ বছরের পুরোনো বিজেপির অফিসও ভেঙে ফেলেন দলের কর্মীরা। এখন দুই দলের নেতাদের কোনও মিটিং করতে হচ্ছে কারও বাড়িতে কিংবা স্কুল ঘরে। এদিকে ৪৫ বছরের পুরোনো সিপিএমের অফিসও ভাঙা পড়বে। পাশেই তৃণমূলের কার্যালয়। সেটিও ভেঙে ফেলা সময়ের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে এবার সব রাজনৈতিক দলগুলি পার্টি অফিসের জন্য জেলা পরিষদের কাছে পুনর্বাসনের দাবি তুলেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ী, ক্লাব ও পার্টি অফিসের পুনর্বাসনের জন্য ভাবা হচ্ছে। আগে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হোক। তারপর সব মহলকে নিয়ে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

মহাসড়কের কাজ এখন জোরকদমে চলছে। পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের দু'পাশে কাজ এখনও শুরু হয়নি। কারণ, বাসস্ট্যান্ডে রয়েছে বিভিন্ন দোকানপাট। আর এখানকার ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য অবশ্য জেলা পরিষদ থেকে উদ্যোগও নেওয়া হয়। সম্প্রতি

পলাশবাড়িতে সিপিএমের এই কার্যালয় ভাঙা পড়বে।

কার কার কার্যালয়

- মহাসড়কের কারণে পলাশবাড়িতে ৪০ বছরের পুরোনো আরএসপি'র অফিস ভাঙা পড়েছে
- ১৫ বছরের পুরোনো বিজেপির অফিসও ভেঙে ফেলেন দলের কর্মীরা
- ৪৫ বছরের পুরোনো সিপিএমের অফিসও ভাঙা পড়বে
- পাশেই তৃণমূলের কার্যালয়, সেটিও ভেঙে ফেলা সময়ের অপেক্ষা

পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটের একটি বড় নালায় মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়। সেখানেই ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা। একইভাবে পুনর্বাসনের দাবি তোলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও উদয়ন সংঘ। কারণ, এই দুটি ক্লাবও রাস্তার জন্য ভাঙা পড়বে। আর যে জায়গায় মাটি দিয়ে ভরাট হচ্ছে, সেই জায়গাটিও এতদিন দুই ক্লাবের দখলেই ছিল। তাই ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ক্লাবও পুনর্বাসন পেতে চায়। এবার রাজনৈতিক দলগুলিও পার্টি অফিসের জন্য একই দাবিতে সোচ্চার। কারণ, যে কোনও নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে। সেই কার্যালয়ে বসেই ভোটের রণকৌশল ঠিক করেন নেতারা। আর এক বছর পরেই বিধানসভা নির্বাচন। এবার তার আগে যদি পলাশবাড়িতে দলগুলির কার্যালয় না থাকে, তাহলে বিভিন্ন কর্মসূচি, মিটিং, আলোচনা কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে চিন্তায় সব রাজনৈতিক দল।

ইতিমধ্যে দুটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙা পড়েছে। আরএসপি'র আলিপুরদুয়ার পশ্চিম লোকাল সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'মহাসড়কের কাজ হোক, সেই নৈতিক কারণে গত জানুয়ারি মাসে দলীয় কার্যালয়টি নিজে থেকেই আমরা ভেঙে ফেলি। আপাতত আমার বাড়িতেই দলের মিটিং চলে। সামনেই মে দিবস। তখন রাস্তার পাশেই দিনটি পালন করা হবে। তাই আমরা অফিসের জন্য পুনর্বাসন চাইছি।' বিজেপির স্থানীয় নেতা সুরেন সরকার বলেন, 'আমরাও কার্যালয় ভেঙে দিয়েছি। এখন জেলা পরিষদ পুনর্বাসন দিলে ভালো হয়।'

সিপিএমের পার্টি অফিসটি ১৯৮০ সালে তৈরি হয়। সেই অফিসের পাশে সারিবদ্ধ দোকান। তবে দোকানগুলি এখনও ভাঙা পড়েনি। এই দোকান ভাঙা পড়লে পার্টি অফিসও ভাঙতে হবে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য গুরুদেব বর্মনের কথায়, 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলীয় কার্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিনের পুরোনো আমাদের কার্যালয়টি রাস্তার কারণে ভাঙতেই হবে। আমাদের কাছে বিকল্প কোনও জায়গা নেই। তাই আমরাও চাইছি, জেলা পরিষদ পুনর্বাসন দিক।' কিছুটা দূরেই তৃণমূলের কার্যালয়। দলের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'জেলা পরিষদ যাতে দলীয় কার্যালয়ের জন্য পুনর্বাসন দেয়, সেই আবেদন আমরাও করেছি।'

এদিকে ক্লাব ও সব দলের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সোমবার পলাশবাড়িতে একটি মিটিংয়ের ডাক দিয়েছেন। সেই মিটিংয়ের আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'মিটিংয়ের পর দাবির বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা পরিষদের দ্বারস্থ হব।'

রূপশ্রীর আশ্বাসে খুশি ৯৯ দম্পতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৭ এপ্রিল : বীরপাড়া চা বাগানের বিরু লাইনের শংকর ওরাওঁ নামে এক তরুণ কখনও চা গাছে কীটনাশক স্প্রে করেন আবার কখনও ঝোপঝাড় সাফাই করেন। গাছের গোড়ায় সার দেন। ওই বাগানেরই টুকরা জটেশ্বর ডিভিশনের তরুণী সুরাই মুন্ডা চা পাতা তোলার কাজ করেন। বছরখানেক আগে কাজ করতে করতেই দুজনের দেখা হয়। সেখান থেকে ভালো লাগা, তারপর প্রেম। কাজের ফাঁকে প্রায়ই তাঁরা দেখা করতেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের সম্পর্ক রবিবার পরিণতি পেল। এদিন বীরপাড়ার সারনা এসটি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত গণবিবাহের আসরে ওঁদের চার হাত এক হয়েছে। সুরাই ও শংকরের বাবা, মা প্রয়াত হয়েছেন। দাদা, বৌদি সহ পরিবারের অন্যরা বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। তবে শুধু সুরাই ও শংকরই নয়, নিয়ম মেনে শালগাছকে সাক্ষী রেখে এদিন ৯৯ জোড়া পাত্রপাত্রী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

সরহুলপুজো উপলক্ষ্যে এদিন সারনা এসটি ক্লাবের কার্তিক ওরাওঁ সরহুল মহোৎসব ডুয়ার্স কমিটির তত্ত্বাবধানে এই গণবিবাহের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পাত্রপাত্রীদের কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে থাকলেও এদিন তাঁরা বিয়ে করে সামাজিক স্বীকৃতি পান। চিলৌনি চা বাগানের লক্ষ্মণ ওরাওঁ আর মাম্পি ওরাওঁয়ের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরিবারের লোকজন। বছর দুয়েক আগে তাঁরা দুজন বাড়ি থেকে পালিয়ে

বীরপাড়ায় গণবিবাহের আসর। রবিবার। - সংবাদচিত্র

গিয়ে মন্দিরে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একবছরের একটি ছেলেও রয়েছে। কিন্তু সমাজ তাঁদের বিয়েতে স্বীকৃতি দেয়নি। রবিবার গণবিবাহের আসরে উপস্থিত আদিবাসী সমাজ ওঁদের বিয়েকেও স্বীকৃতি দিল।

বিয়ে নিয়ে আদিবাসী সমাজে সচেতনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন উৎসব কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত চিকবড়াইক। তাঁর কথায়, 'যুবসমাজে আরও শিক্ষা প্রসার দরকার। লিভ-ইনে থাকা দম্পতিরা অনেক সময়ই সমাজে প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে মহিলাদের আধার কার্ডে অনেক সময় স্বামীর নামও থাকে না। ফলে রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতেও তাঁরা সমস্যায় পড়েন।' অন্যদিকে পরিবারের তরফে গেন্দ্রাপাড়া চা বাগানের দীনু গেদোয়া এবং সীতা গেদোয়ার বিয়ে ঠিক করা হয়। তবে দুটি পরিবারই দরিদ্র। আর্থিক দুরবস্থায় তাঁরা বিয়ের খরচ জোটাতে পারেননি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মূলত এধরনের পরিবারগুলির জন্যই গণবিবাহের আয়োজন করা হয়।

গণবিবাহে পুরোহিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চতুর পানোয়ার। এদিন আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো ছাড়াও মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমরা নবদম্পতিদের আশীর্বাদ করেন। বুলু বলেন, 'আদিবাসী সমাজে বিয়ে না করেও কিছুদিন সংসার করার রীতি আছে। পরে বিয়ে করা যায়। বীরপাড়ায় সদ্য বিবাহিত মহিলারা প্রত্যেকে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্পের ২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। ২০১১ সালের আগে আদিবাসীদের কথা এভাবে কেউ ভাবেনি।'

দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : রবিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) মজদুর ইউনিয়নের ৬৩তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলঘরে আয়োজিত এই সম্মেলনে পহলগামে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এনএফ রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ অন্য রেলকর্তারা।

এদিন মজদুর ইউনিয়নের দুটি শাখার নতুন কমিটি গঠিত হয়। আলিপুরদুয়ার পূর্ব শাখার নবনিযুক্ত সভাপতি হন দেবারতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসুদেব ভৌমিক সম্পাদক হয়েছেন। এছাড়া পশ্চিম শাখার সভাপতি দিলীপ প্রসাদ ও সম্পাদক হয়েছেন গৌতম মজুমদার।

হাতির হানা

সোনাপুর ও ফালাকাটা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মথুরা বাঁশবাড়ি লাইন এলাকায় হাতির হানায় ইরুষ খালকো নামে এক বাসিন্দার দুটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিলাপাতা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাতি ওই এলাকায় আসে বলে খবর। বেশ কয়েক মাস পর ওই এলাকায় হাতির হানা হল বলে জানান বাসিন্দারা। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়, হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আবেদন করলে নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, শনিবার রাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে চার-পাঁচটি হাতির একটি দল পারপাতলাখাওয়া ও কালীপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে। পারপাতলাখাওয়ার জয়ন্ত দাস ও কালীপুরের দীনেশ বর্মনের ভুট্টাখেতের ক্ষতি হয়। রাতেই অবশ্য হাতিগুলি জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়।

টুকরো খবর

দায়িত্ব বণ্টন

ফালাকাটা, ২৭ এপ্রিল : ফালাকাটা টাউন ক্লাবের নতুন কমিটির পদাধিকারীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হল। রবিবার এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষদের হাতে পুরোনো কমিটির পদাধিকারীরা দায়িত্ব তুলে দেন। ঐতিহ্যবাহী ফালাকাটা টাউন ক্লাবের নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন শুভব্রত দে, সম্পাদক মিলন সাহা চৌধুরী এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন অরুণ সাহা। এদিন তাঁরা ক্লাবের দায়িত্ব বুঝে নেন।

পুজো সমাপ্ত

কালচিনি, ২৭ এপ্রিল : তিনদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সারনাপুজো চলছিল কালচিনির চুয়াপাড়া চা বাগানের ইউরোপিয়ান ময়দানে। রবিবার ছিল পুজোর শেষদিন। এদিন সন্ধ্যায় পুজোস্থলে আসেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক বিশাল লামা, ডুয়ার্সের চা বলয়ের অন্যতম শ্রমিক নেতা তথা আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোহন শর্মা।

গ্রেপ্তার এক

শামুকতলা, ২৭ এপ্রিল : শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামে জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, জমি নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে মোট ১০ জন জখম হন। একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। তদন্ত চলছে।

অভিযান

সোনাপুর, ২৭ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা বানিয়াবস্তি এলাকায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাঁড়িয়া নষ্ট করে। যে দোকানগুলিতে হাঁড়িয়া বিক্রি করা হচ্ছিল, সেসব দোকানের মালিকদের সতর্কও করা হয়।

রক্তদান শিবির

শামুকতলা, ২৭ এপ্রিল : শামুকতলা মানবিক মুখের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। মোট ১০ জন রক্তদান করেন।

মান-অভিমান।। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বিজেপির কর্মসূচিতে 'সাংগঠনিক' হোঁচট

ফালাকাটা, ২৭ এপ্রিল : সাংগঠনিক রদবদল প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে হোঁচট খেতে হচ্ছে বিজেপিকে। সদ্য দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বদল হয়েছে। তবে তারও আগে অধিকাংশ মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষিত হয়। কিন্তু এখনও পূর্ণাঙ্গ মণ্ডল কমিটি গঠিত হয়নি। তাই দলের ঘোষিত কর্মসূচি 'গ্রাম চলো অভিযান' সেভাবে সাড়া পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে রবিবার ফালাকাটায় সেই কর্মসূচিতে শামিল হতে দেখা যায় দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক দীপক বর্মনকে। ব্যাঘাত যে কিছুটা ঘটছে তা এদিন মেনেও নেন বিধায়ক।

রবিবার সকাল থেকেই বিধায়কের কর্মসূচি শুরু হয় ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়চাঁদপুর গ্রামে। সেখানে প্রথমে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে শামিল হন বিধায়ক। তারপর দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে ওই গ্রামে মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে দেখা যায় দীপককে। তাঁর কথায়, 'এদিন গ্রাম চলো অভিযানে গিয়ে জনসংযোগ করা হয়। সব মিলে শতাধিক বাড়িতে যাই। সাধারণ মানুষের অভাব, অভিযোগ শুনি। দিনভর এই কর্মসূচি চলে।'

শহর ও গ্রাম মিলে ফালাকাটায় বিজেপির পাঁচটি মণ্ডল কমিটি রয়েছে। এই মণ্ডলগুলিতে মোট ৬২টি শক্তিকেন্দ্র রয়েছে। বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি ছিল প্রতিটি শক্তিকেন্দ্রের একটি করে গ্রামে 'গ্রাম চলো অভিযান' হবে। তবে পূর্ণাঙ্গ মণ্ডল কমিটি এখনও গঠিত হয়নি। একটি কমিটিতে মণ্ডল সভাপতি ছাড়া মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য থাকেন। এই পদাধিকারীরা প্রতিটি বুথ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাই আগে কোনও কর্মসূচি হলে কমিটির সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যেত। কিন্তু এখন পদাধিকারী শুধুই মণ্ডল সভাপতি। তাঁর কথাতে বাকি কার্যকর্তাদের সেভাবে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না বলে গুঞ্জন। যদিও দীপকের দাবি, 'ফালাকাটায় ৬২টির মধ্যে রবিবার অবধি ৫৯টি শক্তিকেন্দ্রে গ্রাম চলো অভিযান হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছি। পূর্ণাঙ্গ মণ্ডল কমিটি হলে আরও ভালো সাড়া পাওয়া যেত।'

তাঁরা রাঁধেন, আবার রবীন্দ্র জয়ন্তীও করেন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ এপ্রিল : সামনেই পঁচিশে বৈশাখ। সারা বছর ঘর সামলান। রান্নাবান্না, সন্তান, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা থেকে শুরু করে ঘরের যাবতীয় কাজ যেমন সামলান, তেমনি পঁচিশে বৈশাখ এলে রবীন্দ্র জয়ন্তী আয়োজনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন শামুকতলার এক ঝাঁক মহিলা। তবে শুধু রবীন্দ্র জয়ন্তীই নয়। সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করে থাকেন রুবি ঘোষ, মণিকা পণ্ডিত, ঝর্ণা রায়, অঞ্জনা পাল সহ এলাকার অন্তত ৪০ জন বধূ। তাঁদের মহিলা সাংস্কৃতিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে সংগঠনও রয়েছে। রুবি, মণিকাদের এমন কর্মকাণ্ড রীতিমতো নজর কেড়েছে সকলের।

আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথের কথায়, 'বিগত ১২ বছর ধরে ওই বধূরা ঘরের যাবতীয় কাজ সামলে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করছেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও শামিল হচ্ছেন যা তারিফ করার মতো।'

মহিলা সাংস্কৃতিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা।

মহিলা সাংস্কৃতিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অন্যতম সদস্য ঝর্ণার বক্তব্য, 'সারা বছর আমরা অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করি। প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মেডিকেল ক্যাম্প করা, কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক বিতরণ করে থাকি।'

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করতে প্রয়োজন প্রচুর টাকার। সে টাকা আসে কোথা থেকে? উত্তরে ওই বধূরা জানান, সবটাই আসে চাঁদা থেকে।

তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেরা সাধ্যমতো কিছু টাকা দেন প্রতি মাসে। বাকিটা হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করেন।

২০১৩ সালে সাত-আট জন বধূ মিলে ঘরের কাজ সামলে বাকি সময় কিছু সামাজিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে আরও অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কাজে শামিল হয়েছেন। এখন সদস্য সংখ্যা ৪০। প্রতি বছর সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। আর্থিক কারণে সব কাজ করতে পারছেন না বলে সংগঠনের তরফে রুবি ঘোষ জানিয়েছেন।

আগামী ১০ ও ১১ মে শামুকতলা দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের বস্ত্র বিলির মতো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের অন্যতম সদস্য মণিকা বলছেন, 'চারিদিকে অপসংস্কৃতির যে দাপট চলছে তাতে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের জন্য সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সুস্থ-সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিবছর দুইদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এলাকার কচিকাঁচা এবং তরুণ-তরণীরা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।'

সংগঠনটির কাজের প্রশংসা করে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি ও বিশিষ্ট কবি শিলা দাস সরকার জানান, ওই বধূরা সংসার সামলে সেবামূলক এবং সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশে যে কর্মকাণ্ড করছেন তা আজকের দিনে বিরল।

আজ দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী

৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। সেজন্য সোমবারই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ওই এলাকা।

অভিযুক্ত সৎবাবা

মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

স্বামীকে কোপ

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে ডাকা সালিশি সভায় স্বামীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালেন স্ত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন চলবে ঝড়বৃষ্টি। ৬টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভিন্নমত

শুভেন্দুর দাবি, নিশ্চিহ্ন করা হোক পাকিস্তানকে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু নিধন করা হয়েছে, এর বদলা নিতেই হবে সরকারকে। সমস্ত ভারতবাসী চায় জঙ্গি এবং পাকিস্তান দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করে দিক সরকার। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।'

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে জেহাদি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করল বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারী, বহরমপুর শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কাঁথিতে পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত দুই হিন্দু সহ নাগরিকের জন্য মোট ২৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিল হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে শুরু করে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষ

> পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

সহ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা শিবমন্দির থেকে নেতাজিনগর মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে। সোনারপুরে মিছিল করেন লকেট।

কাশ্মীরের দখল চান অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকি নয়। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার সময় এটা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার এটাই প্রকৃত সময় বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত পহলগাম হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার দাবি কেউ তোলেননি। রবিবার অভিষেক এই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অভিষেকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ঘটনার

> এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার।
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পর প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানকে যা জবাব দেওয়ার তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় দাবি তুলে সস্তায় প্রচার চাইছেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে কংগ্রেস যে সমর্থন করবে তা তাঁরা জানিয়েছেন। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

পহলগামে নিহত ২৮ জনের মধ্যে এরাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। ওই পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার আছে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়ে দিলেও কী পদক্ষেপ করতে হবে তা নিয়ে মমতা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এদিন অভিষেক কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গত কয়েকদিনে আমি সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা দেখছি। পহলগামে ওই নজিরবিহীন জঙ্গি হামলার পিছনে যা যা ত্রুটি আছে, তা খতিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে উপযোগী একটা প্রচার চালাতে বেশি ব্যস্ত। আমাদের এখন এই ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার। ব্যাস এটাই।'

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে-বাইরে অস্থিরতা চলছেই। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। স্বভাবতই আবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সোমবার এই মামলার শুনানি শুরু হলেও রায় জানা যাবে না। তবুও রবিবার সরকারি মহলের খবর, এ ব্যাপারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহল।

৭ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে সরে যান। ফলে শুনানি পিছিয়ে যায়। মামলা চলে যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। প্রধান বিচারপতি নতুন করে শুনানির তারিখ সোমবার ঘোষণা করেছেন। এইজন্য নতুন বেঞ্চও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।

গত ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ সালের রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগও হয়। আর সেই নিয়োগ নিয়েই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শুরু হয় মামলা। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে বিজেপি সাংসদ) ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আর সেই রায়ের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য। তারই শুনানি এদিন হওয়ার কথা। আর তাই নিয়েই রাজ্যের শিক্ষামহলে নতুন করে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির পর মামলার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সরকারি মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আপিলের পর স্থগিতাদেশ পেয়েছে। এই একই মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ কোন পথে যায় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামহলে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের আশঙ্কা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও যদি প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে মান্যতা দেয়, তাহলে সরকারকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যদিও তা হলে সরকার নিঃসন্দেহে আবার এই বাতিল মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

বাবা বেবি ও... এসপ্ল্যানেডে রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বহিষ্কৃত হয়েই বিস্ফোরক বংশগোপাল

বিজেপির সঙ্গে হাত দলের একাংশের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ তুললেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলের মহিলা নেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কৃত করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তারপরেই রবিবার তিনি দাবি করেন, 'দলেরই একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল আমাকে হয়তো গালিগালাজ করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেনি। যতটা চক্রান্ত আমার দল আমার বিরুদ্ধে করেছে।'

এদিন দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ নেতার কার্যকলাপ দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি দল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বংশগোপাল। তার সংযোজন, 'পার্টির তদন্তে আস্থা রেখেছিলাম। আর আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর আমি জানতে পারলাম না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে হল। তাহলে দলীয় শৃঙ্খলা কোথায়? কলকাতা থেকে এই জেলায় যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপির তলে তলে আঁতাত রয়েছে।' তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,'তৃণমূল, সিপিআই, নকশাল সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। আপাতত সমাজের কাজ করে যাব।'

এদিকে, অভিযোগকারিণী ওই মহিলা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'উনি যা মন্তব্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে আমাদের দলে সকলে খারাপ নন। বংশগোপালের মতো কয়েকজন রয়েছেন।'

নির্বিঘ্নে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এদিন ওএমআর শিট মারফত পরীক্ষায় বসলেন। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ও দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হয়। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সারাদিনের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পরীক্ষায় ই-চিটিং রুখতে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টের' ব্যবহার করার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের পেনও দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা ডিভিশন এবং হাওড়া বিভাগের সকল ইএমইউ ট্রেন রবিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত চালানো হয়েছে। পথে বাড়তি সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সরকারি বাসের সংখ্যাও এদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরমে যাতে পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের একাধিক রাস্তায় ঠান্ডা জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বীরভূমে দলীয় বৈঠকে সাংসদ শতাব্দী রায় ও অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার। -সংবাদচিত্র

বিতানের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। রবিবার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে যায় এনআইএ-র তিন সদস্যের দল। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে আইজি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করেছে এনআইএ। তাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিহতদের সঙ্গে ঘটনার সময় যে পরিজনেরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিতানের স্ত্রীর থেকে জঙ্গিহানার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল তার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়।

শনিবারই এনআইএ-র টিম বাংলায় নিহত পর্যটকদের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। বেহালার বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। লালবাজারেও খানিকক্ষণের জন্য যায় এনআইএ-র টিম। এদিন বিতানের বাড়িতে পৌঁছেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ায় ঝালদায় নিহত মণীশ রঞ্জনের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা।

কসবায় সিপিএমের বৈঠকে কামড়াকামড়ি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় শৃঙ্খলাই যেখানে বামপন্থী দলের মূল আদর্শ, সেখানে নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্রমাগত বিড়ম্বনা বাড়ছে সিপিএমে। রক্তারক্তিতে শেষ হয়েছে কসবায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দলীয় বৈঠক। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে সেলাই পড়েছে, আবার কারও কপালে ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অশালীন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। এভাবেই কসবায় ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক মাঝপথে ভঙ্গ হয়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে লাল রক্ত ও ভাঙা জিনিসপত্র। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও নেতাদের আকচাআকচিতে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতারা। ইতিমধ্যেই কসবার ঘটনায় অবগত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটির কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে।

শনিবার রাতে ওই এলাকায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক চলছিল। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা গড়ায় কামড়াকামড়ি পর্যন্ত। আহত হন একাধিক নেতা-কর্মী। এর আগেও কসবায় এরিয়া কমিটির বৈঠকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সিপিএম নেতা। সেবার ২০ দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে কামড়ানো হয়েছে। বিষয়টি অবশ্য সিপিএমে নতুন নয়। মাস কয়েক আগেই টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে তরুণ সদস্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পর মতপার্থক্যে একদল নেতা-কর্মীদের কমিটি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এর আগে হুগলি জেলার সম্মেলনে বিবাদের সময় সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ফলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, দল ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা যেত। কিন্তু এখন তুচ্ছ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দলীয় লাইনচ্যুত হচ্ছেন তাঁরা। যা রীতিমতো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। জানা গিয়েছে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা কমিটির কাছে জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।' এই বিষয়ে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সোমবার ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা

কালীঘাট অভিযানের ঘোষণা 'অযোগ্য'দের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবাসরীয় সকাল। ঘড়িতে তখন প্রায় ৮টা। আগেই ঘোষিত হওয়া রবিবারের কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি তখন স্থগিত করলেন 'অযোগ্য' চাকরিহারারা। তার পরিবর্তে সোমবার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম'-এর সদস্যরা বলেন, 'রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসবেন। অতি কম সময়ে কালীঘাট অভিযান আয়োজন করা মুশকিল বলেই আমরা সোমবার এই অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই কর্মসূচির জন্যই রবিবার রাত থেকে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছে এসএসসি ভবনের সামনে। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন। সেই সংক্রান্ত চিঠি তাঁরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁদের সোমবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে রবিবার। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশন এবং ওকালতনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে

গিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীদের পরামর্শও তারা নিয়েছে। মঞ্চ জানায়, 'স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ রিভিউ পিটিশন করতে চান তাতে মঞ্চ বাধা দেবে না। তবে পিটিশনারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে আমাদের একতা না ভাঙার অনুরোধ করছি।' মঞ্চের মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদল এদিন নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করে। জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে ও কলকাতায় শীঘ্রই ওকালতনামা স্বাক্ষর করা শুরু হবে মঞ্চের তরফে। প্রতিটি জেলায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষকই সোমবার থেকে স্কুলে ফিরছেন।

অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা প্রদানের ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ৩০-৩৫ বছর বয়সে বেশিরভাগ জনই চাকরি পেয়েছেন। অবসরের বয়স পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা দেওয়া হবে?' শিক্ষকদের ভাতা কেন দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়নি সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন দিলীপ।

পরিবারের পাশে বিএসএফ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার পর ৪ দিন কেটে গিয়েছে। তিনবার পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। কিন্তু বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকুমার সাউ এখনও ছাড়া পাননি। পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাত থেকে তিনি কবে ছাড়া পাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রবিবারই বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তারা রিষড়ায় পূর্ণমকুমার সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ এই পরিবারের পাশে রয়েছে বলে তাঁদের জানায় তারা।

দীঘার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথধামের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথধাম তথা মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণপত্রটি বিরোধী দলনেতাকে পাঠিয়েছেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (হিডকো) ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমেও সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে দ্বিবেদীর কাছে শুভেন্দুর প্রশ্ন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন, নাকি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে? হিডকোকে দিঘায় যে নির্মাণের বরাত দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সরকারি নথিতে এই নির্মাণকে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অথচ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে আমন্ত্রণপত্র সরকারিভাবে পাঠানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র 'জগন্নাথধাম' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে এদিন শুভেন্দু রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এই সরকার মিথ্যাবাদীর সরকার। সরকারি নথিতে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও আমন্ত্রণপত্রে কৌশলে সংস্কৃতি কেন্দ্র কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

সংকট ও কর্তব্য

জঙ্গি হামলায় পহলগামে ২৬ পর্যটক এবং এক টাট্টুওয়ালার মৃত্যু কাশ্মীর তথা ভারতের ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পহলগামকে ভারতের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিহতদের মধ্যে সদ্যবিবাহিত এক তরুণ ছিলেন, যিনি ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপে না গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে পহলগামে গিয়েছিলেন। সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁর।

নিহতের তালিকায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের তিনজন। কলমা পড়তে পারছে কি না, সেই পরীক্ষা নিয়ে বেছে বেছে পুরুষদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতে থাকাকালীন ঘটল এই হামলা। দিনদুপুরে সেনা পোশাকে পাঁচ-ছ'টা লোক হত্যালীলা চালিয়ে বৈসরণের সবুজ গালিচাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল। তারা পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এল, আবার অপারেশন সেরে নির্বিকার ফিরে গেল।

এখন নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি বলে বিবৃতি দিলেও সন্দেহের তির কিন্তু পাকিস্তানের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষা খাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এত জওয়ান-কমান্ডো নিয়োগ হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে কেন তার ফল মেলে না? কেনই বা ঘটনার মুহূর্তে একজন জওয়ানকেও সেখানে দেখা যায়নি? দু-এক মিনিটে পুরো গণহত্যাপর্ব সাঙ্গ হয়েছে- এমন তো নয়।

অথচ এখন কড়াকড়ির দরুন পহলগাম সহ গোটা কাশ্মীরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে মাছি গলার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পহলগাম ঘুরে এসেছেন। বিহারের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগাম কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। দেশজুড়ে নজরদারি।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে কাশ্মীরি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, সীমান্তে তৎপরতা বাড়ছে সেনার। ভারত-পাকিস্তানের প্রায় সবরকম সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন। এমাসেই ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তান সিমলা সহ সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার হুমকি দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে সর্বত্র আলোচনা এখন একটিই- যুদ্ধ কী লাগছে! যেন যুদ্ধ লাগাতে পারলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। এর আগেও যতবার জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড়ো জঙ্গিহানা হয়েছে, ততবার যুদ্ধের জিগির তোলা হয়েছে। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফরের প্রাক্কালে অনন্তনাগে জঙ্গিহানায় ৩৬ শিখের মৃত্যু, ২০১৬-য় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গিহানা ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে ভয়াবহ হামলার সময়েও পালটা আক্রমণের দাবি উঠেছিল।

পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে হামলা চালালেই বদলার প্রসঙ্গ ওঠে। এটাও ঘটনা যে, একবার প্রত্যাঘাত করতে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। এবার হামলায় জড়িত ৯ জঙ্গির বাড়ি ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছেন জওয়ানরা। আসলে কার্গিল যুদ্ধ হোক বা ২৬/১১-র মুম্বই হানা, পাকিস্তান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বারবার। সুতরাং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া অবশ্যই জরুরি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশও তীব্র ভারতবিরোধী। একদিকে ঢাকার বিরোধিতা, অন্যদিকে ইসলামাবাদের উপদ্রব। সারাক্ষণ যদি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সামলাতে হয়, তাহলে ভারতের নিজস্ব উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযান কখন হবে? এই উপমহাদেশে বড় দেশ হিসেবে ভারতের দায়দায়িত্ব বেশি।

পহলগামের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ দুই দেশকেই সংযম দেখাতে বলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে ইরান। তাই পাকিস্তানকে চাপে রাখার পাশাপাশি ভারতকে কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। দেশের সংকটের মুহূর্তে এটা মাথায় রাখতে হবে মোদি-শা'দের।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

বনের বাইরে, মানুষের মাঝে কেন বন্যপ্রাণী

ইদানীং গ্রাম-শহরে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড ও ভালুক। হাতি ঢুকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন এমন হচ্ছে?

বিমল দেবনাথ

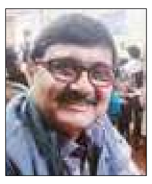

> উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

একদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে পাকা নালার পাশে। একটা দাঁড়াশ সাপ বেরিয়ে মানুষের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণে চলে গেল। কেউ দেখল না।

হল্লা করলে হুড়োহুড়িতে জখম হত মানুষ। মারা যেতে পারত সাপটা। অধৈর্য ও অজ্ঞ মানুষের জন্য বন্যপ্রাণ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু সাপটা কেন এল জনবহুল এলাকায়? ইকোলজির ভাষায় কারণ হতে পারে 'নিস'। 'নিস'-এর যথার্থ বাংলা তর্জমা করা কঠিন। বন্যপ্রাণীদের বন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আছে হ্যাবিট্যাট, নিস, হোমরেঞ্জ ও ইকোলজির গূঢ় তত্ত্ব। ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এখন আর অবোধ্য নয়। হ্যাবিট্যাট হল কোনও প্রাণীর আবাসস্থল বা ঠিকানা। হোমরেঞ্জ বলতে বোঝায় আবাসস্থলের চৌহদ্দি। জিনগত বৈশিষ্ট্য ও যাপনের প্রয়োজনে প্রাণীদের আবাসস্থলের চৌহদ্দি ছোট-বড় হয়। বাস্তুতন্ত্রে 'নিস' অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।

ধরা যাক শিলিগুড়ির মতো একটা বন লাগোয়া শহরে হঠাৎ শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেল। পিছনে থাকতে পারে শঙ্খচূড় সাপের 'নিস'-এর হেরফের। শঙ্খচূড় শুধু সাপ খায়। বনে সাপের সংখ্যা কমে গেলে শঙ্খচূড়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বিজিতরা বাঁচার জন্য ছোটে এদিক-ওদিক। কে মরতে চায় সুন্দর ভুবনে? ঢুকছে শহর, গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আর একটা হতে পারে শহরে বাড়বাড়ন্ত জঞ্জাল, আবর্জনার জন্য বেড়ে গিয়েছে ইঁদুরের সংখ্যা। গন্ধ পেয়ে বনের সর্পকুল আস্তানা গেড়েছে শহরে। সাপের খোঁজে শঙ্খচূড় ঢুকছে শহরে। এভাবেই গ্রাম বা শহরের খুব কাছাকাছি চলে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড বা ভালুক। ক'দিন আগে কী হইচই হয়ে গেল একটি হাতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়া নিয়ে।

একটা বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। বাসস্থান এক হলেও প্রত্যেক প্রজাতির 'নিস' আলাদা। তৃণভোজী, মাংসাশীদের খাদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাখিরা পোকা ও গাছের ফল খায়। কেউ বাচ্চা প্রসব করে, কেউ ডিম পাড়ে। কেউ ডিম পাড়ে গাছের কোটরে, কেউ মাটিতে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতির সম্পর্ক ভিন্ন, পেশা আলাদা। বাসস্থান একটা প্রজাতির ঠিকানা হলে, নিস হল তার পেশা। একটা আবাসস্থলে একই নিস প্রজাতির প্রাণী বেশি সংখ্যায় থাকলে প্রতিযোগিতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি হয়। বন্যপ্রাণীরা সন্ধান করতে থাকে নতুন বাসযোগ্য বনভূমির। আবাসস্থল সুঠাম থাকলে প্রাণী হোমরেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মানুষের মতো প্রতিটা প্রাণী নিজের হোমরেঞ্জকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করে। যার যত বড় হোমরেঞ্জ তার তত বেশি সমস্যা। সব থেকে বেশি সমস্যা পাখিদের। পাখিদের বলা হয় বনের স্বাস্থ্য-সূচক। যত ভালো বন তত বেশি পাখি।

বর্তমানে স্থলজ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ইউরেশিয়ান লিংক্স-এর হোমরেঞ্জ সর্ববৃহৎ। এটা একটা মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল। মর্দা বিড়ালের হোমরেঞ্জ প্রায় ২৬০০ বর্গ কিলোমিটার, মহিলার ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান স্থাপনের আগে এই এলাকা ছিল অখণ্ড বনভূমি। চা বাগান স্থাপনের পরে গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি। পতিত জমি যা ছিল হাতিদের উঠোন সেগুলো হয়ে গিয়েছে আবাদি জমি। উন্নয়ন হাতিদের পথ টুকরো টুকরো করে দিলেও সেসব থেকে যায় তাদের স্মৃতিতে। বংশের পর বংশ সেই স্মৃতি ধরে হাতিরা হোমরেঞ্জের মধ্যে হাঁটে। এই পথকে বলা হয় 'করিডর'। উত্তরবঙ্গে হাতিদের মোট করিডর ছিল ৫৯টা। ৪৭টা করিডরের মালিক চা বাগান ও রায়ত। ২৬টা করিডরে বসবাস করে মানুষ। করিডরের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। মানুষ বসবাস করে প্রায় ৫৮ কিলোমিটারের ওপর এবং প্রায় ৭ কিলোমিটারের ওপরে আছে মিলিটারি ক্যাম্প।

করিডরগুলো বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত হলেও, নেই কোনও আইনি বৈধতা। হাতির রাস্তার মালিক হাতি নয়। স্বাভাবিকভাবে করিডর ব্যবস্থাপনার ওপরে বন দপ্তরের কোনও আইনি অধিকার নেই। জমির মালিকের ইচ্ছায় করিডরে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি, ঘরবাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি। মানুষের জন্য ফোর লেন, সিক্স লেন সড়ক হচ্ছে, ব্রডগেজ রেললাইন বসছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিমাল'-হাতির করিডরের আইনি বৈধতার দাবি শোনা যায় না।

আইনি বৈধতা না থাকলে, শুধু মাত্র বাস্তুতান্ত্রিকভাবে করিডর চিহ্নিত করে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো যাবে না। হাঁটতে গিয়ে হাতি মরছে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও বিষ খেয়ে। হাতির মুখোমুখি হয়ে মানুষ মরছে নিজের ঘরে, রাস্তায়। মৃত্যুর কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়নকামীদের সদিচ্ছার অভাব। মানুষ এখনও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহাবস্থানে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা দাঁড়াশ সাপ শত শত মানুষের পায়ের চাপ থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের ভুলে। বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতির সুশৃঙ্খল সন্তান। হোমরেঞ্জ ছেড়ে বাইরে যায় না। মানুষই তাদের বাসভূমি দখল করে বসে আছে।

এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হতে হয় না। নিজের এলাকার অতীত খুঁজলেই বোঝা যায়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর...' আমরা পারিনি। বরং গুরুত্ব কমানো হয়েছে বনের। বন্ধ হয়েছে বনে ঢোকার প্রবেশমূল্য। উঠে গিয়েছে স্থানীয় মানুষের হস্তশিল্প গ্রহণ ও লোকসংস্কৃতি উপভোগের বাধ্যতা। কাজ হারিয়ে দরিদ্র মানুষ আবার সরাসরি নির্ভর হচ্ছে বনজের ওপর। নষ্ট হচ্ছে বনের বাস্তুতন্ত্র। উত্ত্যক্ত বন্যপ্রাণী চলে আসছে লোকালয়ে।

সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নও সীমিত করছে বন্যপ্রাণীদের হোমরেঞ্জ, হ্যাবিট্যাট। নষ্ট হচ্ছে নিস, বাস্তুতন্ত্র। উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি হয় সেটার কিছুটা পূরণ করার কথা বলা থাকে প্রকল্পে। ক্ষতিপূরণের কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কথা ভেবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটা কতটা খুঁটিয়ে দেখা হয় জানে না আমজনতা। নিকোবরে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে তার জন্য গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যানের একটা অংশের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাছ লাগানো হবে হরিয়ানাতে! রামের ক্ষতিপূরণ পাবে শ্যাম। কী করা যাবে! 'জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল', 'নিকোবর মেগাপড'-এর মতো অনেক বন্যপ্রাণী তো মানুষের ভাষায় দাবি জানাতে পারে না। শুধু নিকোবর সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রকল্পের পেছনে একই ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান নিয়েও চলছে আজব প্রকল্প। ইকোট্যুরিজমের নামে ভেসে আসছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার কথা। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি হস্তান্তর করার আগে ভাবা হচ্ছে কি হাতির করিডরের বিষয়? করিডর নষ্ট হলে হাতিরা নতুন নতুন করিডর বের করে নেবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণকে সঠিক সুরক্ষা দিতে পারছে না বন দপ্তর। এই সবকিছুর মধ্যে আছে ছোট-বড় সব বন্যপ্রাণীর নিজ ভূমিতে পরবাসের যন্ত্রণার কারণ। বন্যপ্রাণীরা আছে নিজের জায়গায়, আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। কথাটা উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণীদের প্রতি সহিষ্ণু হলে মঙ্গল সবার।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৮২

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের জন্ম আজকের দিনে।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অনীশ দেব।

আলোচিত

এবার শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়। যে ভাষা ওরা জানে, সেই ভাষাতেই পাকিস্তানিদের জবাব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করার। গত ক'দিন ধরে মূলধারার গণমাধ্যম ও কেন্দ্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, পহলগামে হামলার গভীর তদন্তের পরিবর্তে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে প্রচারে বেশি মনোযোগী।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পহলগাম নিয়ে যখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি, তখনও রিলের ভূত পিছু ছাড়ছে না কিছু মানুষের। এক কাশ্মীরি মহিলা গাছের মগডালে উঠেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বলিউডের বিখ্যাত 'ঝাল্লা ওয়াল্লা' গানে কোমর দুলিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

বিয়েতে কনের সাজে নববধূর দেখা মেলাই স্বাভাবিক। অথচ অনুষ্ঠানে ডাইনোসরের বেশে ঢুকলেন বধূ। বর হাসতে হাসতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন বধূ। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

অব্যবস্থা কলকাতা স্টেশনে

আমি প্রায় নিয়মিত জলপাইগুড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে থাকি। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকালেটার ৯০ শতাংশ সময় বিকল থাকে। লিফট নেই। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও লিফট বা চলমান সিঁড়ি নেই। বয়স্ক মানুষের পক্ষে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি ও লিফটের ব্যবস্থা করা জরুরি।

আরজি করের দিক থেকে স্টেশনে আসার জন্য অটো বা টোটো সার্ভিস নেই। ফলে প্রায় এক কিমি পথ হেঁটে এসে ট্রেন ধরতে হয়। শিয়ালদা বা হাওড়ায় সে অসুবিধে নেই। কলকাতা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা নেই, যা খুবই জরুরি।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।

বিদ্যুৎ রায়, নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ফেরত চাই ভারতীয় কৃষককে

১৬ এপ্রিল সীমান্ত সংলগ্ন নাগর সিংমারি গ্রামে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশি পাচারকারীর। এই ঘটনার জেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে তাঁকে বিজিবি উদ্ধার করে হাতিবান্ধা থানায় তুলে দেয়। পুলিশ ফেরত না পাঠিয়ে অনুপ্রবেশকারী আরোপ লাগিয়ে লালমণিরহাট আদালতে পাঠায় অপহৃত কৃষককে।

অপহৃত কৃষকের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও নির্দোষ অপহৃত কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ভারতীয় নাগরিক তথা ওই কৃষককে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, বামনপাড়া, শীতলকুচি।

জার্মানিতে শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী

জার্মানিতে কার্যত সবার অজান্তেই প্রয়াত হলেন নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার। যিনি ৫১ বছর ফিরতে পারেননি বাংলাদেশে।

আলপনা ঘোষ

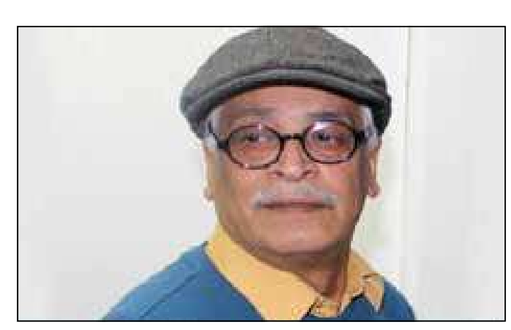

নির্বাসিত বাংলাদেশি কবি, বন্ধু দাউদ হায়দারের বার্লিনে প্রয়াণের খবর শুনে মনে পড়ে গেল তাঁর 'তোমার কথা' কবিতার সেই স্মরণীয় লাইনগুলো।

'মাঝে মাঝে মনে হয়/ অসীম শূন্যের ভেতর উড়ে যাই।/ মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি/ মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার ক'রে বলি;/ আকাশ ফাটিয়ে বলি-/ দ্যাখো সীমান্তে ওই পাশে আমার ঘর/এইখানে আমি একা, ভিনদেশি'।

১৯৮৩ সালে রচিত 'তোমার কথা' কবিতায় মাতৃভূমির জন্য নির্বাসিত কবি দাউদের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, সেই বেদনার অন্ত ঘটল অবশেষে স্বজনহীন ভিনদেশের মাটিতে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে দাউদ সেই যে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কোনও দিন ফিরে যাননি ভূমি মায়ের কোলে। শুধু মাত্র একটি কবিতা লেখার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি স্বভূমি থেকে। সেটা ১৯৭৪ সাল। আমৃত্যু নির্বাসনে কাটিয়েছেন। যতদিন কিংবদন্তি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত ছিলেন, কলকাতায় এলে তাঁর জন্য অবারিতদ্বার ছিল কবির আলয়ে। পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করতেন তিনি এই নির্বাসিত তরুণ কবিকে।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দাউদকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কলকাতাগামী উড়োজাহাজে। কবির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল মুজিব সরকার। ১৯৭৬ সালে দাউদ পাসপোর্ট নবীকরণের জন্য কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে এরশাদ সরকার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাসপোর্ট ছাড়া কোনও দেশই দাউদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

কবির এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবির রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাষ্ট্রসংঘের অনুমতিপত্রই হল তখন কবির দেশান্তরে ঢোকার ছাড়পত্র। জার্মানি যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন তিনি রেডিও চ্যানেল 'ডয়েচে ভেলে'র একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

দাউদের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের সুবাদে। শংকর তখন যে কাগজের সম্পাদক, সেখানে দাউদ বার্লিন থেকে প্রায়শই লিখতেন। কলকাতায় এলে বাঁধাধরা ছিল আমাদের বাড়িতে আসা। ভারী স্নেহ করতেন শংকর অনুজ এই প্রবাসী কবিকে। কত গল্প, কত কবিতা পাঠ হত সে সব দিনে।

২০০৯ সালে যেদিন শংকর চলে গেলেন চিরতরে, তার পরদিন রাতে দাউদ এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। সেদিনই বার্লিন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দাউদ। খবরের কাগজেই পেয়েছিলেন দুঃসংবাদ। তাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শংকরের কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম, দাউদের চোখ ভর্তি জল।

দাউদ দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুতে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের একটি কবিতাকে 'বেস্ট পোয়েম অফ এশিয়া' স্বীকৃতি দিয়েছিল।

জার্মানিতে কী নেই? সব ছিল। শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী নদী। দেশে ফেরার জন্য শিশুর মতো চোখের জল ফেলেছেন তিনি সকলের অন্তরালে। আজ সে সবের অবসান ঘটল। যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন কবি দাউদ হায়দার।

(লেখক সাংবাদিক)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্য প্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘরে ঢুকে সমাজকর্মীকে খুন করল জঙ্গিরা

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নামল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন এনআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। একজন আইজি, ডিআইজি ও এসপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তদন্ত চালাবেন এনআইএ আধিকারিকরা।

পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করার পর কাশ্মীরিদের বড় অংশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। উপত্যকার নানা জায়গায় জঙ্গিদের কঠিন শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন টিআরএফ মঙ্গলবারের হামলার জন্য উলটে ভারতকেই দায়ী করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে এনআইএকে দায়িত্ব দিয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, পাইনের জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা। দলে সম্ভবত ৫ জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক। ২ জন স্থানীয়। হামলা চালানোর সময় তারা ২টি মোবাইল ছিনতাই করে। তার মধ্যে একটি মোবাইল নিয়েছে এক পর্যটকের কাছ থেকে। অপর মোবাইলটি একজন স্থানীয় বাসিন্দার।

পহলগাম তদন্তে গতি আসার সঙ্গে উপত্যকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানও তীব্রতর হচ্ছে। চলছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি আইইডি বা বুলজোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল ঠোকার ও আসিফ নামে পহলগামে হামলাকারী দলের দুই জঙ্গির বাড়িও। মাথার ছাদ হারালেও ছেলের কাজকে সমর্থন করতে পারেননি আদিলের মা শাহজাদা। তিনি বলেন, '২০১৮'র ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগামে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি।' আদিলের কাছে তাঁর কাতর আর্জি, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের এবার অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।'

জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগে ১৫ জন কাশ্মীরি 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গি-খোচর সন্দেহে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেনা-পুলিশের সক্রিয়তার মধ্যেই উপত্যকায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরেছে তারা। নিহতের নাম রসুল মাগরে। কান্দিখাস এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী মাগরেকে কেন জঙ্গিরা খুন করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবারও নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। টানা গোলাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলওসি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

একনজরে

- ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণে পৌঁছেছিল জঙ্গিরা
- বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা
- রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি
- জঙ্গি আদিলকে আত্মসমর্পণের আবেদন মায়ের
- সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সমাজকর্মী

মোদি-শরিফের সঙ্গে কথা ইরানের প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা ক্রমশ পেকে উঠছে। সেই তালিকায় রাশিয়া, চিনের মতো বড় শক্তির পাশাপাশি ইরানের নামও উঠে আসছে। ইসলামাবাদ এই ব্যাপারে রাজি থাকলেও সেই মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লি কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পহলগামে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশও করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গি হামলায় দোষী এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা ইরানের প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দেন মোদি। বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই সাফ জানিয়ে দেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল পিছু হটা হবে না। মোদির সঙ্গে কথা বলার খানিকটা পরেই ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেই ফোনালাপে ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। শরিফ তাঁকে বলেন, জলকে অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। যা পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানও যে সন্ত্রাসবাদের শিকার সেই কথাও ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন শরিফ।

ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চিনকে পহলগামের ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীকে হিসেবে জড়াতে চায় ইসলামাবাদ। রুশ সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'আমি মনে করি, রাশিয়া বা চিন অথবা কোনও পশ্চিমী শক্তি এই সংকটকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত ও মোদি সত্যি বলছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে পারে তারা।' পহলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের আদৌ হাত রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

অমৃতসরের কাছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে পাকিস্তানিদের ভিড়। দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। রবিবার। -পিটিআই

আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড়, ভাঙছে পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি হিসাব বলছে গত ৪৮ ঘণ্টায় পঞ্জাব সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট দিয়ে ২৭২ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬২৯ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন কূটনীতিক।

পহলগাম হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই একে অন্যের নাগরিকদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তার জেরে ভিড় জমেছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে। আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। কোথাও স্বামী-স্ত্রী, আবার কোথাও মা-সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। একাধিক পাকিস্তানিকে কেঁদে ফেলেছেন।

আবার যে দম্পতিদের একজন অন্য দেশের নাগরিক তাঁরাও পড়েছেন সংকটে। যেসব পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বিয়ের সূত্রে এদেশে রয়েছেন তাঁদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। মাসখানেক আগে ভারতীয় মায়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে মামারবাড়ি এসেছিল ১১ বছরের জৈনব এবং বছর ৮-এর জানিশ। বাবা পাকিস্তানি হওয়ায় জৈনব ও জানিশ জন্মসূত্রে সেদেশের নাগরিক। ভারত পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করায় জৈনব ও জানিশ পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাওয়ার সময় ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে দুই শিশুকে। কাঁদতে কাঁদতে জানিশ বলেছে, 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' জৈনবের প্রশ্ন, 'মাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকব?' উত্তর মেলেনি।

৫৫ বছর বয়সি ওড়িশার সারদা কুকরেজার সমস্যা বোধহয় আরও জটিল। আদতে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বাসিন্দা সারদা ১৯৮৭-তে ভারতে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন ওড়িশার এক ব্যক্তিকে। ভারতে ৩৮ বছর কাটিয়ে দিলেও এখনও তাঁর পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়ে গিয়েছে। যদিও সারদার দাবি, এদেশের আধার কার্ড রয়েছে তাঁর। ভোটও নাকি দিয়েছেন। পহলগাম হামলার জেরে সেই সারদাকে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বোলাঙ্গির জেলাপ্রশাসন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করা সারদার আর্তি, 'অনেক বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছি। ওখানে আমার কেউ নেই। এত বছরে পাকিস্তানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন আমাকে সেদেশে ফেরত পাঠালে কোথায় যাব?' প্রশাসনের দরজায় দরজায় হত্যে দিচ্ছে তাঁর পরিবার।

ক্যামেরাবন্দি... *রবিবার মুম্বইয়ের বাইকুলা চিড়িয়াখানায় পর্যটকরা।*

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, নিহত ৯

ভ্যাঙ্কুভার, ২৭ এপ্রিল : ফিলিপিন্সের জাতীয় উৎসব চলার মাঝে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে একটি চারচাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পিষে দিল বহু মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেও পারে। শনিবার রাতে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে একটি কালো রঙের এসইউভি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এই ঘটনা জঙ্গিহানা নাকি দুর্ঘটনা তাও জানা যায়নি।

ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক মৃতদেহ। পুলিশকে উদ্ধৃত করে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র কেন সিম বলেছেন, 'অনেকে মারা গিয়েছেন। আহতও হয়েছেন অনেকে। আমরা মর্মাহত। ব্যথিত। ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ফিলিপিনোদের জাতীয় বীর দাতু লাপুর স্মরণে স্থানীয় ফিলিপিনো সম্প্রদায় প্রতি বছর এই সময় উৎসবের আয়োজন করে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল উৎসব।

ফেরত পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র

দিল্লি-মহারাষ্ট্রে হদিস ১০ হাজার পাকিস্তানির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হামলার জেরে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে দ্রুত ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর ওই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। প্রতিটি রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। দুই জায়গাতেই প্রায় ৫০০০ করে পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র নাগপুরেই রয়েছে ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) তালিকাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে, যা পরে বিভিন্ন জেলার পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাচাই ও শনাক্তকরণের জন্য। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাগুলিতে। ওই স্থানগুলিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও আইবি-র আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক ইতিমধ্যেই দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। একটি হিসেব বলছে, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকায় প্রায় ৯০০ এবং সিগনেচার ব্রিজের কাছে ৬০০-৭০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহ সূত্রে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য লং টার্ম ভিসা (এলটিভি) প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক বা দুই বছরের জন্য সেই ভিসার নবীকরণ করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভারতে স্থায়ী হওয়ার পর তারা তাদের পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পরিবর্তন না হওয়ায় খাতায়-কলমে তারা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতটা নিরাপদ? ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় কি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বিবাহ সূত্রে আসা এবং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের কারণে তাদের জন্য আলাদা কোনও নীতি গৃহীত হবে?

> কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারত-বিরোধী মন্তব্যে ধৃত ১৯ : পহলগামের বৈসরনে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন অসমের। চারজন ত্রিপুরার ও একজন মেঘালয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অসমের এআইইউডিএফ-র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এর পুলওয়ামার মতো পহলগামের ঘটনা সরকারি চক্রান্ত।' তাঁকে পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অসম থেকে ধৃতের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহম্মদ জাবির হুসেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষার্থী মহম্মদ বাহাউদ্দিন, আইনজীবী মহম্মদ জাভেদ মজুমদার প্রমুখ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ধৃতদের ওপর জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।'

ত্রিপুরা থেকে ধৃত চারজনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল চক্রবর্তী রয়েছেন। মেঘালয় থেকে ধৃত সাইমন শিল্লার ভারত বিরোধী মন্তব্য গুয়াহাটির একটি নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

দাবি সিবালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানালেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি ২৫ এপ্রিল বলেছিলাম এই শোকের পরিস্থিতিতে দেশ যে ঐক্যবদ্ধ আছে সেটা বোঝাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন সরকারকে মে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য আবেদন জানায়।' পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বিভিন্ন দেশে শাসক ও বিরোধী সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন সিবাল। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর নিশানা করেছেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে। সিন্ধু নিয়ে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তার জবাবে থারুর বলেন, 'পাকিস্তান যদি কিছু করে তাহলে জবাব পাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রক্ত বয় তাহলে আমাদের তুলনায় ওঁদের তরফেই বেশিরভাগ রক্ত বইবে।'

বন্দর-শহরে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ২৮

তেহরান, ২৭ এপ্রিল : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর শাহিদ রাজাইতে শনিবারের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮। আহত হয়েছেন ৭৫০ জন। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল বাতাসের কারণে কর্মীরা আগুন নেভাতে বেগ পেয়েছেন। বাতাসের দাপটে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অকুস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের সরকারি কার্যালয় ও স্কুল চত্বরে ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন একটি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিপজ্জনক ও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের ডিপো থেকে আগুনের সূত্রপাত। এক প্রথমসারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে সোডিয়াম পারক্লোরেট, যা ক্ষেপণাস্ত্রে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ জনের। রবিবার বিকেলে মন্দসৌর জেলার কাছারিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩ জন যাত্রী সমেত একটি গাড়ির উল্টোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৫১ বছর নির্বাসনে থেকে বার্লিনেই প্রয়াত কবি দাউদ

বার্লিন, ২৭ এপ্রিল : তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতা। ঝলসে উঠেছিল, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়, কালো বন্যায়', যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আটক হন। পরে মুক্তি পান। বাংলাদেশের সেই বর্ণময় কবি, লেখক ও সাংবাদিক দাউদ হায়দার আর নেই। চিরকুমার দাউদের মৃত্যু

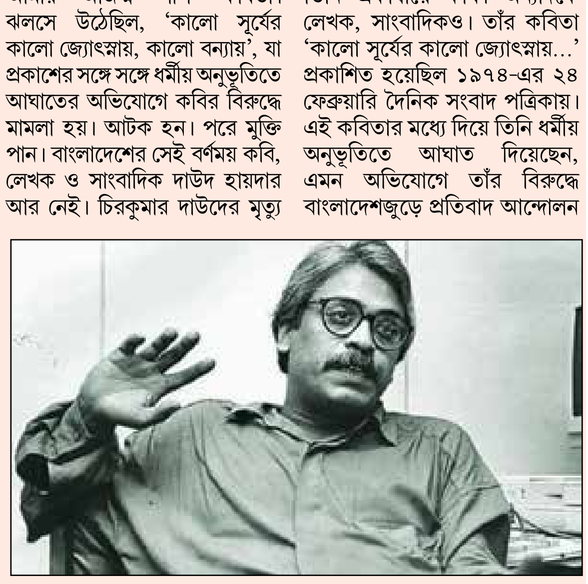

বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার। *-ফাইল ছবি*

হয়েছে জার্মানিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। শনিবার বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বার্লিনের এক বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

দাউদ হায়দারের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর ভাইঝি শাওন্তী হায়দার। বেশ কিছুদিন থেকে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন কবি। গত ডিসেম্বরে সিঁড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে ফিরলেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জন্ম দাউদ হায়দারের। তিনি একাধারে কবি। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিকও। তাঁর কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়...' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, এমন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ২০ মে মুক্তি পেলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার। পরের দিন একেবারে শূন্য হাতে বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়ানে কলকাতায় চলে আসেন।

দাউদ এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ৬০ পয়সা নিয়ে। সঙ্গে ছিল দুটি কবিতার বই, একজোড়া শার্ট, প্যান্ট, চটি ও টুথ ব্রাশ। গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কল্লোলিনী চষেছিলেন দাউদ। তারপরেই চলে যান জার্মানি। সব এখন অতীত।

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামের ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোড্ডার সাংসদ বলেন, 'গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকারের ভুল ছিল ওই চুক্তি।' তাঁর বিষোদগার, 'আমরা আর কতদিন সাপদের জল দিয়ে যাব? এবার ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের আপত্তিতে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও আটকে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বারবার বলেছেন, বাংলাদেশকে আমরা যেন জল না দিই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জলচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা বন্ধ করছে, ততদিন ওদের জল দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত আমাদের।'

> বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই বিতর্কিত সাংসদ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।'

ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতবিদ্বেষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। ঢাকার তরফে পহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছে ঠিকই, তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় মাথাব্যথা। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে নিশিকান্ত দুবে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে তুললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বড়দেরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন

শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনও ততটা সচেতন নই। অথচ সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এরকমই কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শ্রেয়সী সেন**

তখন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেনে গুটিবসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইবার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ করেছিলেন, গোপালকরা যাঁরা একবার গোবসন্ত অর্থাৎ কাউপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু আর গুটিবসন্ত অর্থাৎ স্মলপক্স হচ্ছে না।

গোবসন্ত তুলনায় কম বিপজ্জনক রোগ। ডা জেনার পরিকল্পনা করে কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অল্প পরিমাণে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে গুটিবসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। এভাবেই তৈরি হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম সফল প্রতিরোধক ভ্যাকসিন।

তারপর কেটে গিয়েছে দুই শতাব্দীর বেশি সময়। ১৯৮০ সালে টিকাকরণের মাধ্যমে স্মলপক্স পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পোলিও ভাইরাসও দু'-একটি দেশ বাদে সারা পৃথিবী থেকেই অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মোট ১২টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে যক্ষা, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, হাম, রোটাভাইরাস, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, পোলিও এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। প্রতি বছর ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা ও ২.৬৭ কোটি নবজাতক এই টিকারকরণ কর্মসূচির আওতায় আসছে।

যাইহোক, প্রাপ্তবয়স্করা যেসব টিকা নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে -

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা

৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেরই বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতি বছরই কিছু না কিছু জিনগত চরিত্র পরিবর্তন করে, তাই প্রতি বছরই নতুন করে ভ্যাকসিন আসে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সাম্প্রতিকতম ভ্যাকসিনটিই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই ভ্যাকসিন পরোক্ষভাবে এইসব রোগের থেকেও সুরক্ষা দেয়।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি/পিপিএসভি)

এই ভ্যাকসিন শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন অন্তর্গত হলেও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই টিকা সরকারিভাবে উপলব্ধ নয়। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবারই যদি সম্ভব হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ দেওয়া হয়। প্রথম বছর PCV13-এর একটি ডোজ এবং এক বছর পরে 23Valent ভ্যাকসিনের একটি ডোজ।

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

হেপাটাইটিস-বি'এর জীবাণু শুধু জন্ডিসের জন্য দায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করে, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

যাঁরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের ছাত্রছাত্রী, ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকে যাঁরা কর্মরত, সবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

এই ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ

প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে, আর ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ। যাঁরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে HbsAg পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই হেপাটাইটিস-বি'তে আক্রান্ত কি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সব মানুষের এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়।

চিকেনপক্স বা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন

যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও চিকেনপক্সে আক্রান্ত হননি বা ছোটবেলায় এর টিকা নেননি, তাঁরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এর দুটি ডোজ। এই দুই ডোজের মধ্যে অন্তত্পক্ষে ২৮ দিনের ব্যবধান রাখতে হবে।

চিকেনপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, তাহলে তাঁর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এমএমআর (মাম্পস-মিজেলস-রুবেলা) টিকা

এই ভ্যাকসিন তিনটি রোগ থেকে রক্ষা করে – হাম, মাম্পস এবং জার্মান মিজলস (রুবেলা)। এই ভ্যাকসিন সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিতে পারেন, যদি শৈশবে এই টিকা না পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও দুটি ডোজ অন্তত ২৮ দিনের ব্যবধানে নিতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভস্থ শিশু রুবেলায় আক্রান্ত হলে শিশুটির চোখ, কান ও হার্টের বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থাকে।

সার্ভিকাল ক্যানসার ভ্যাকসিন

বর্তমানে অনেক কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রতি বছর ভারতে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা সার্ভিকাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

৯ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা নেওয়া যায়। ১৫ বছরের আগে নিলে দুটি ডোজ এবং তার বেশি বয়সে নিলে তিনটি ডোজ লাগে। আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিলেও এটি পুরুষদেরও কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে।

টাইফয়েড ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন প্রধানত বড়দের ক্ষেত্রে ট্রাভেলার্স ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরমেলা প্রভৃতি যেসব জায়গায় প্রচুর জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

এছাড়া আরও কিছু ভ্যাকসিন প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া যায়। যেমন, মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন, হারপিস-জস্টার ভ্যাকসিন, কলেরা, জলাতঙ্কের টিকা, টিডিএপি ভ্যাকসিন প্রভৃতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়।

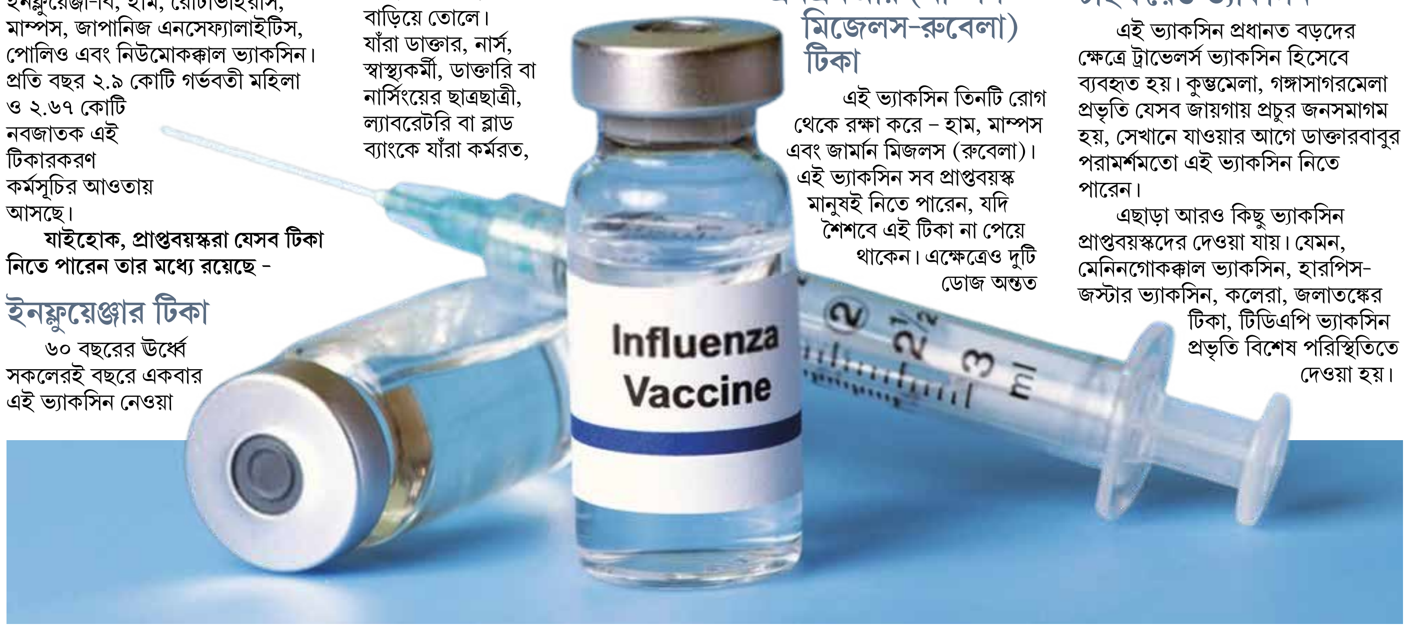

গরমে হাতের চামড়া ওঠার সমস্যা

আমাদের ত্বকের বাইরের দিককার সূক্ষ্ম স্তর প্রতি ২৮ দিন পরপরই বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের সবারই চামড়া ওঠে ২৮ দিন অন্তর। তবে তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে যে আমরা বুঝতে পারি না। তবে বিভিন্ন কারণে কখনও চামড়া ওঠার হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

গরমে রোদের তীব্রতা ও জলশূন্যতার প্রভাবে ত্বক শুষ্ক হতে পারে। চামড়া উঠতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত ঘামের কারণে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। এই কারণেও চামড়া ওঠার হার বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া জুতো-মোজার ভেতরে অনেকেরই পায়ের তালু ঘামে। কারও বাঁ হাতের তালু খুব ঘামে। গরমের সময় হাত-পায়ের তালুর চামড়াও উঠতে পারে অতিরিক্ত। শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায়ও ত্বক শুষ্ক হয়ে বেশি বেশি চামড়া উঠতে পারে। তার ওপর শীতকাল চলে গেলে অনেকেই ময়েশ্চাইরাইজার ব্যবহার করেন না। তাই ত্বকের শুষ্কতা ও চামড়া ওঠার সমস্যা হতেই পারে।

অতিরিক্ত চামড়া ওঠার অন্য কারণ

বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হলে কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে চামড়া উঠতে পারে বেশি। পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাবেও এমনটা হতে পারে। স্নানের জলে জীবাণুরোধী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সোরিয়াসিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস ও এগজিমা আক্রান্তদেরও চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকারের উপায়

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন, যা মাখার পর চিটচিটে হবে না। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ভালো। ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল খাবেন। ত্বকের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। সবুজ শাকসবজি, তাজা ফলমূল, নানা ধরনের বাদাম, বীজ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার খাবেন। প্রতিবার হাত পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ঘাম হলে মুছে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

এসব বিষয় মেনে চলার পরেও সমস্যা না মিটলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গরমে বেল কেন খাবেন

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে বেলের শরবত বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাকা বেলে আছে মেথানল নামের একটি উপাদান, যা ব্লাড সুগার কমাতে দারুণ কাজ দেয়। এছাড়া অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, ভিটামিন-এ, সি সহ প্রচুর খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে ঠান্ডা ও মনকে চাঙ্গা করতে পারে।

খাওয়ার উপকারিতা

- বেল কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, নিয়মিত খেলে পেট পরিষ্কার থাকে
- আলসারের ওষুধ হিসেবে বেলের জুড়ি মেলা ভার
- বেলের শরবত শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়
- নিয়মিত বেল খেলে মুক্তি পাবেন আরথ্রাইটিসের সমস্যা থেকে
- এনার্জি বাড়াতে বেল কার্যকরী। ১০০ গ্রাম বেল ১৪০ ক্যালোরি এনার্জি দেয়
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বেল
- বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে
- ত্বকে কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে বেলের শরবত। ফলে ত্বক অকাল বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত থাকে

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

সম্মেলন

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের মাধব মোড় এলাকার একটি বেসরকারি ভবনে হল বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সার্কেল সম্মেলন। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার সমন্বয়ে আয়োজিত হয় এই বিশেষ সম্মেলন। কমিটির সম্পাদক সমীরণ সাহা দে বলেন, 'সম্মেলনে ডিস্ট্রিবিউটার ও ফার্মাসি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সরকারি নির্দেশিকা, আইন পরিবর্তন এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বণ্টন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

সচেতনতা

ফালাকাটা, ২৭ এপ্রিল : পার্কিং নিয়ে টোটোচালকদের সচেতন করতে পথে নামল ফালাকাটা থানার পুলিশ। রবিবার থানার লেডি ইনস্পেকটর সোনা লামার নেতৃত্বে পার্কিং নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। এদিন শহর ঘুরে পুলিশ চালকদের টোটো থামিয়ে বোঝানোর কাজ করে। শহরের যানজট কমাতে উদ্যোগ নিয়েছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। এর জন্য মেইন রোড ও নেতাজি রোডে টোটো দাঁড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্দেশ যাতে প্রত্যেক টোটোচালক মেনে চলেন তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'শহরের ওই দুই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যে টোটো দাঁড় করানো যাবে না, তা চালকদের বোঝানো হচ্ছে। আগামী ২ মে থেকে নির্দেশ না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

অনুষ্ঠান

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : জয়গাঁ শহর এলাকায় জয়গাঁ কানু সমাজের পক্ষ থেকে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিহারের মন্ত্রী কেদারপ্রসাদ গুপ্ত। মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকি প্রতিবেশী দেশ নেপাল, বাংলাদেশ থেকেও কানু সমাজের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কানু সমাজের সম্পাদক লালনপ্রসাদ কানুর কথায়, 'শীঘ্রই নির্মাণকাজ শেষ হবে।'

স্কুলে রং

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : রবিবার এক রং কোম্পানির তরফে বিনামূল্যে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের দেওয়াল রং করে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি সরকার বলেন, 'আমাদের স্কুলকে ওই রং কোম্পানি প্রস্তাব দেয়। তাদের ধন্যবাদ জানাই।'

সোনালি দিন আর নেই

কদর কমছে কারিগরদের

হালকা গয়না কিন্তু চোখ ধাঁধানো ডিজাইন... এই আবদার গয়নাপ্রেমী সকলের মুখে। সেই আবদার মেটাতে ভরসা কিন্তু মেশিন। কারণ হালকা ওজনের গয়না বানাতে কারিগরকে দরকার হয় না, হয়ে যায় মেশিনেই। তাই এখন ধীরে ধীরে কাজ হারাচ্ছেন কারিগররা। লিখলেন **দামিনী সাহা**

> আগে পুজো, বিয়ে, অনুষ্ঠান মানেই বড় গয়নার অর্ডার আসত। এখন সবাই ছোট ছোট আইটেম নেন, যেগুলো হাতের কাজ নয়। এতে আমাদের মতো কারিগররা কাজ পাচ্ছি না।
>
> **গোবিন্দ পাল, কারিগর**

> আমাদের মতো ছোট দোকানদারদের পক্ষে মেশিন কেনা সম্ভব নয়। এখন অনেক সময় কাস্টমারদের থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে বাইরে থেকে গয়না তৈরি করিয়ে আনতে হচ্ছে। তাতেও ন্যূনতম লাভ থাকছে, কারণ মধ্যস্থতার খরচ উঠছে আমাদের ঘাড়ে।
>
> **ভানু দাস, ব্যবসায়ী**

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : এখন মোবাইল ঘাঁটলেই শুধু হালকা ওজনের গয়নার ডিজাইন। দিন-দিন যে হারে সোনার দাম বাড়ছে, তাতে এই হালকা ওজনের গয়না দেখা যথেষ্ট যুক্তিসম্মত বলে মনে করছেন সকলে। কিন্তু এর মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছেন দক্ষ কারিগররা। কাজ পেলেও খুব কম লাভ রেখে তা করতে হচ্ছে। গয়নার দোকান থেকে তো এখন হারিয়েই গিয়েছে সেই টুকটাক হাতুড়ির শব্দ। এখন অবশ্য রেডিমেড, হালকা গয়নার কদর বেশি। সেসব বানাতে কারিগর দরকার পড়ে না, মেশিনেই হয়ে যায়। এই ব্যবসায় টিকে থাকাটাই এখন সবচেয়ে বড় 'চ্যালেঞ্জ' কারিগরদের কাছে।

আলিপুরদুয়ারের ছোট গয়নার ব্যবসায়ী ভানু দাস বলেন, 'আমরা তো হাতে গয়না তৈরি করি। সেটা একটু ভারী হয়, তবে খুবই পোক্ত। কিন্তু এখন কেউ সেটা চান না। সবাই বলেন বাজেট কম, ওজনে হালকা চাই। দেখতে বড়, কিন্তু দাম যেন কম পড়ে।'

তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল আরেক দোকানদার ভানু কর্মকারের মুখে, 'আগে যেভাবে গয়না তৈরি হত, এখন আর সেভাবে হয় না। এখন মেশিনে গয়না তৈরি হয়, ডিজাইনও ফোনে দেখে অর্ডার দেওয়া হয়। গ্রাহক বলেন, এই ডিজাইন চাই, ওজন যেন বাজেট না ছাড়ায়। ফলে হাতে কাজ করে সেটা মেলানো অসম্ভব।'

বড় দোকানদারদের সমস্যা নেই। তাঁদের কাছে মেশিন আছে বা তাঁরা ফ্যাক্টরিতে অর্ডার দিয়ে গয়না বানিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীরা সেটা পারেন না। তাই অনেকেই এখন গয়না নিজেরা না বানিয়ে, অন্য জায়গা থেকে এনে বিক্রি করছেন। তাতে লাভ কমছে। আর যাঁরা একেবারে হাতে তৈরি গয়নার ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের ব্যবসা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ভানু দাস বলেন, 'আমাদের মতো ছোট দোকানদারদের পক্ষে মেশিন কেনা সম্ভব নয়। এখন অনেক সময় কাস্টমারদের থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে বাইরে থেকে গয়না তৈরি করিয়ে আনতে হচ্ছে। তাতেও ন্যূনতম লাভ থাকছে, কারণ মধ্যস্থতার খরচ উঠছে আমাদের ঘাড়ে।' আগেকার দিনে ভারী বালা, সীতাহার, গলা ভরাট নেকলেসে থাকত ঠাসা কাজ। এখন সেগুলোর বদলে এসেছে হালকা গয়না।

শুধু দোকানদার নয়, সমস্যায় পড়েছেন বহু দক্ষ কারিগর। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা হাতে কাজ করে গয়না বানাতেন, তাঁদের আর তেমন ডাকেন না কেউ। নতুন প্রজন্ম এই কাজ শিখতেও চায় না। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এক ঐতিহ্যশালী শিল্প।

স্যাকরা গোবিন্দ পাল বলেন, 'আগে পুজো, বিয়ে, অনুষ্ঠান মানেই বড় গয়নার অর্ডার আসত। এখন সবাই ছোট ছোট আইটেম নেন, যেগুলো হাতের কাজ নয়। এতে আমাদের মতো কারিগররা কাজ পাচ্ছি না।' ক্রেতাদের পছন্দমতো ডিজাইন হয়, আর তাই মেশিনে ভরসা ব্যবসায়ীদের।

যান্ত্রিক গয়নার যুগে দাঁড়িয়ে হাতে গড়া ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে বহু মানুষের রোজগারের ভরসা। বড় ব্যবসায়ীদের কাছে প্রযুক্তি সুবিধা হলেও, ছোটদের অস্তিত্ব রক্ষাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

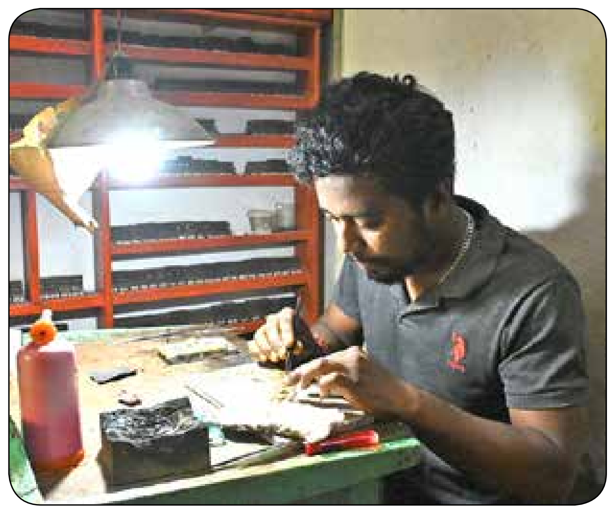

ক্রমশ বাড়ছে দাম

- দিনের পর দিন বাড়ছেই সোনার দাম, এতে কদর বাড়ছে হালকা ওজনের গয়নার
- হালকা গয়না মেশিনেই বানানো যায়
- এতেই কাজ হারাচ্ছেন কারিগররা
- বড় ব্যবসায়ীদের খুব একটা সমস্যা না হলেও ছোট ব্যবসায়ী ও কারিগররা এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মরিয়া

সুইমিং পুলের কৃতিত্ব নিয়ে টানাটানি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আলিপুরদুয়ারে হবে সুইমিং পুল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশ হওয়ার পরই আলিপুরদুয়ারে ক্রীড়া জগতে খুশির আমেজ। বিভিন্ন মহল থেকে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়াও মিলেছে। তবে এই কাজে আসলে কৃতিত্ব ঠিক কার? এনিয়ে যেন এক 'অঘোষিত' প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ার শহরে। সেই প্রতিযোগিতার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। রবিবার সেই প্রতিযোগিতার সাক্ষী রইল আলিপুরদুয়ার শহর। শুধু শহর বললে ভুল হবে, প্রতিযোগিতার রেশ পৌঁছে গিয়েছিল একেবারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর বাসভবনেও।

রবিবার সকালে দিনহাটায় উদয়ন গুহর বাড়িতে পালা করে যান সুমন, সৌরভ দুজনেই। সুইমিং পুলের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা। এখানেই শেষ নয়। সারাদিন প্রতিযোগিতার ঝলক দেখা যায়। দিনহাটা থেকে ফিরেই শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজের জমি পরিদর্শনে যান সুমন। সেখানে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ও। সেখানে দাঁড়িয়ে সুমন বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে সুইমিং পুলের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি ২০২৩ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে আসছি। উদয়নকেও এই বিষয়টি জানিয়েছিলাম। সেটার অনুমোদন হয়েছে শুনে আলিপুরদুয়ারে সবাই খুশি। সাঁতার শিখতে বাচ্চাদের আর কোনও বাধার মুখে পড়তে হবে না।'

সুমনের পরিদর্শনের দুই ঘণ্টা পরই ওই এলাকায় পরিদর্শনে যান সৌরভও। তিনি আবার মনে করিয়ে দেন তাঁর বিধায়ক থাকাকালীন সময়ের তথ্য। সৌরভের কথায়, '২০১৭ সালে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেটার মধ্যে আলিপুরদুয়ার শহরে সুইমিং পুলের দাবিও ছিল। সব দাবিই প্রায় পূরণ হয়েছে। সুইমিং পুলের টেন্ডার হয়েছে। এটা বড় প্রাপ্তি।'

সুমন ও সৌরভের কাজিয়া যে নতুন নয় সেটা জেলার রাজনীতিতে বহুবার প্রমাণ হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে সুইমিং পুলের কৃতিত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই দ্বন্দ্ব আবার প্রকাশ্যে এসেছে।

সৌরভের আমলে ওই কাজের প্রস্তাব গেলেও জায়গা চিহ্নিত করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। মায়া টকিজের জায়গায় সুইমিং পুল হওয়ার কথা থাকলেও সেটা নিশ্চিত হয়নি। সেই কাজের অনুমোদন মিলল বেশ কয়েক বছর পর। তৃণমূল নেতাদের মধ্যে বর্তমানে দড়ি টানাটানি সেই কাজের কৃতিত্ব নিয়েই। অন্যদিকে, এই প্রতিযোগিতার মাঝে নিজের অবস্থানও বুঝিয়েছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েক মাস আগের কিছু ছবি এদিন পোস্ট করেন প্রসেনজিৎ। উদয়ন গুহর সঙ্গে ওই বৈঠকে প্রসেনজিৎও সুইমিং পুলের দাবি জানিয়ে এসেছিলেন। যদিও সুমন ও সৌরভ কারও সঙ্গেই এদিনের পরিদর্শনে যাননি প্রসেনজিৎ। শাসকদলের অন্দরের এই প্রতিযোগিতাকে কটাক্ষ করছে বিরোধীরা। জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'একটি কাজের টেন্ডার হওয়ার পর সেটার আবার পরির্দশন হয় নাকি। ইঞ্জিনিয়াররা তো সব দেখেই টেন্ডার করেছেন। শাসকদলের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেটাই এদিনের প্রতিযোগিতায় বোঝা গিয়েছে।'

সুইমিং পুলের জায়গা পরিদর্শনে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল (উপরে)। পরে পরিদর্শনে যান প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। রবিবার। - সংবাদচিত্র

দিনদুপুরে চুরি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গ্যাস ঠিক করার নাম করে কামাখ্যাগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনগর এলাকায় দিনেদুপুরে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না চুরি করে চোর পালিয়ে যায়। রবিবার চম্পক চৌধুরী নামে পেশায় এক আইনজীবীর বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। চম্পক বলেন, 'আনুমানিক প্রায় কুড়ি গ্রাম ওজনের সোনার মালা, হাতের চুড়ি ও কানের রিং চুরি করে চোর পালায়।' কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল বলেন, 'কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি।'

বৈশাখী রবিবার জমজমাট

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে নৃত্যভূমি ডান্স অ্যাকাডেমির তৃতীয় বর্ষের নৃত্যানুষ্ঠান 'নৃত্যম ২০২৫' হল রবিবার পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে। ভরতনাট্যম সহ লোকনৃত্য, রবীন্দ্রনৃত্য, নজরুলনৃত্য, সেমি-ক্ল্যাসিকাল নৃত্য, বিহুও পরিবেশিত হয়েছে। প্রায় ২০০ শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে 'নর্থ ইন্ডিয়া ফ্যাশন গ্ল্যাম সিজন-৪' হয় সুতলিপট্টি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। তথ্য ও ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

মরা রায়ডাক যেন স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : নিজের রূপ বহুদিন আগেই হারিয়েছে মরা রায়ডাক। ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতাও কমেছে। বর্তমানে কামাখ্যাগুড়ির বিভিন্ন এলাকার আবর্জনায় এই নদীর দমবন্ধকর অবস্থা। এই বেহাল দশায় কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। এতেই বারবার প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কামাখ্যাগুড়ির এই নদীতে আশপাশের বাজার থেকে প্রতিনিয়ত আবর্জনা ফেলা হয়। নদী নিয়ে কারও কোনও ভাবনাই নেই।

কামাখ্যাগুড়ি মাছ বাজারের থার্মোকলের বাক্স পর্যন্ত নদীতে ফেলা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বলাই সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই নদীর বেহাল দশা। হাল ফেরানোর কোনও উদ্যোগই নেয় না স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। নদীতে প্রতিনিয়ত আবর্জনা ফেলায় নদী যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে নদী সাফাই করা প্রয়োজন। নদীতে এভাবে আবর্জনা ফেলায় এটি আরও দূষিত হয়ে গিয়েছে।'

কামাখ্যাগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের পেছনেই মরা রায়ডাক বয়ে গিয়েছে। এই নদীতে রীতিমতো রেগুলেটেড মার্কেট থেকে আবর্জনা প্রতিনিয়ত ফেলা হয়। সেসব জমেই এখন ভয়াবহ পরিস্থিতি। নানা রোগব্যাধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এলাকায়। এই বেহাল পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন কামাখ্যাগুড়ি সহ পারোকাটা এলাকার বাসিন্দারা। জল থেকে মশার উপদ্রব বাড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ বলেন, 'নদীর এই বেহাল পরিস্থিতি অবিলম্বে না রুখতে পারলে আগামীদিনে নদী থেকে ভয়াবহ সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। নদী তার বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। এর জন্য সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আশপাশের বাজারের ব্যবসায়ী সকলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনের তরফে অবিলম্বে নদী পরিষ্কারের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার।'

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্রমাগত লোকসংখ্যা বাড়ছে অথচ এখনও কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই।'

কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্তর কথায়, 'কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করা রয়েছে কিন্তু বিরোধী দলগুলোর চক্রান্তের জন্য সেই ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বালি অবশ্য আশ্বাস দেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ফিরছে অপরিচ্ছন্ন জয়গাঁর ছবি

জয়গাঁ, ২৭ এপ্রিল : নভেম্বরের পরে মাত্র কয়েক মাস পেরিয়েছে। আর এর মধ্যেই জয়গাঁ শহরের স্বচ্ছতার ছবিটা একেবারে উধাও। 'ক্লিন জয়গাঁ, গ্রিন জয়গাঁ' স্লোগানের প্রভাব ধীরে ধীরে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। শহরের বিভিন্ন কোণে ফের আবর্জনা জমছে। তাই এলাকাবাসীরা প্রশ্ন তুলছেন, আবার কি জয়গাঁর সেই পুরোনো রূপ ফিরে আসবে? অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের কড়াকড়িতেও যথেষ্ট ঢিলেমি দেখা দিয়েছে। গত বছর ১৪ নভেম্বরের পর থেকে জয়গাঁ শহরের ছবি অনেকটাই পালটে যেতে দেখা গিয়েছিল। ছন্নছাড়া শহরটি তথাকথিত একটি পদ্ধতি মেনে পরিচ্ছন্নতার দিকে এগোতে শুরু করে। প্রশাসনের তরফে বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেও পদক্ষেপ করা হয়। জয়গাঁ থানার পুলিশও শহরে শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বর্তমানে সবকিছুই যেন আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। জয়গাঁতে ফের অপরিষ্কারের চেনা ছবি। এই বিষয়ে জয়গাঁ থানার ওসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'আমরা সবরকমভাবে জয়গাঁ শহর পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করছি। তবে জনগণকেও আমাদের সাহায্য করতে হবে। তাঁদের আরও সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

ইতিমধ্যে জয়গাঁয় ঘুরলে দেখা যাবে শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডের নানান স্থানে আবর্জনা জমে রয়েছে। সুপার মার্কেটেরও একই অবস্থা। জঞ্জালে এলাকা ভরে যাচ্ছে।

এনএস রোডের এক বাসিন্দা মমতা শা বলেন, 'যতদিন পুলিশ রাস্তায় নেমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। তারপর থেকেই ফের গণ্ডগোল শুরু হল। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী তো সকলেই। সাফাইকর্মীরা আবর্জনা ফেলার পাত্র তুলে নিয়ে গিয়েছেন। মানুষ আবর্জনা ফেলবেই বা কোথায়?' গত বছর থেকে জয়গাঁ আবর্জনামুক্ত হতে শুরু করেছিল। প্রশাসনিক কড়াকড়ি দেখে জয়গাঁবাসীর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এবার জয়গাঁর সঙ্গে জুড়ে থাকা অপরিচ্ছন্নতার ধারণা শেষ হবে। তবে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝখান থেকেই ফের জয়গাঁ পুরোনো রূপে ফিরতে শুরু করে। তাহলে জয়গাঁ সবসময়ই এমন অপরিষ্কার থেকে যাবে? প্রশ্নটি এখন প্রত্যেক শহরবাসীর মুখে মুখে।

অন্যদিকে সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জয়গাঁ শহরের দুটি জায়গা বরাবর অপরিষ্কার। তার মধ্যে সুপার মার্কেটের নাম সবসময় এগিয়ে থাকে। এই মার্কেটের আবর্জনা সবসময় ব্যবসায়ীরা নিজেরাই পরিষ্কার করে আসছেন। অথচ আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রতি মাসে টাকা দেওয়া হয়।

এবিষয়ে বিজয়কুমার জয়সওয়াল নামের এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'এখানে যাঁরা বাজার নিয়ে বসেন তাঁদেরও আগে সচেতন করা জরুরি। সাফাইকর্মীরা এই এলাকার খবর কম নেন। আমাদেরই দোকান খোলার আগে সাফাইয়ের কাজ করে নিতে হয়।' ফলে এলাকাবাসীর আফসোস, কোনওদিন জয়গাঁকে পরিচ্ছন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

জয়গাঁয় ছড়িয়েছিটিয়ে আবর্জনা।

উত্তরের ৬ জেলায় ১৯২ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নানা বাড়তি সুযোগসুবিধার আওতায় আসছেন। এবার চলতি আর্থিক বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল। গোটা রাজ্যের ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪। এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ গোটা রাজ্যের সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে ২৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি, জিটিএ-তে ৩টি, জলপাইগুড়িতে ৭টি, মালদায় ৯২টি ও উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে কী কী কাজ করতে হবে সেটাও স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন শাখার তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেরামতি, ইউপিএস-রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) বসার কেবিন, টিউবওয়েল ও জলের পাম্প সহ নানা কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতিদের পরিচর্যা, শিশুদের টিকাকরণ, নানা রোগের প্রতিষেধক প্রদানের মতো নিয়মিত পরিষেবা তো রয়েইছে। বাড়তি হিসেবে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার রোগীরা তাঁদের বাড়ির আশপাশের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৮৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগ আগেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবার যে ৭টিকে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকের ৫টি ও রাজগঞ্জ ব্লকের ২টি। মালদার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকে ১৭টি, দুই নম্বর ব্লকে ১৩টি, তিন নম্বর ব্লকে ১৭টি, মালদা (পুরাতন) ব্লকে ৬টি, মানিকচক ব্লকে ১২টি, রতুয়া এক নম্বর ব্লকে ১৬টি, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের তালিকায় রয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৫টি, সিতাইয়ে ৫, শীতলকুচিতে ২, তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ১১টি ও দুই নম্বর ব্লকে ১টি রয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকে ২টি, জিটিএ এলাকার সুকনায় ১টি, রংলি রংলিয়টে ২টি, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ৯টি, হেমতাবাদে ১টি, ইসলামপুরে ১৭টি, ইটাহারে ১২টি, কালিয়াগঞ্জে ১টি, করণদিঘি ব্লকের ২৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও সংস্কার করা হবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেলিমেডিসিন পরিষেবা। -ফাইল চিত্র

উন্নীতকরণের তালিকায়

- কোচবিহারে ২৪টি
- দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি
- জিটিএ-তে ৩টি
- জলপাইগুড়িতে ৭টি
- মালদায় ৯২টি
- উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি

দু'বছর ধরে বিচারের আশায় বর্মন পরিবার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যেন চোখের পলকে দুবছর অতিক্রান্ত। ২০২৩ সালের এই দিনের অভিশপ্ত রাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নিরাপরাধ মৃত্যুঞ্জয়। আজও সেই মৃত্যুর বিচার চেয়ে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী। স্বামীকে হারিয়ে দুই বছর পরেও গৌরীর কানে সেদিনের গুলির আওয়াজ বাজে। চকোলেটের বায়না আর করে না মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট্ট ছেলে। রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারের চোখের জল আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কে এভাবে হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি তাঁর পরিজনদের কাছে।

রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। যন্ত্রণাভরা গলায় বৃদ্ধের অভিব্যক্তি, 'ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তের নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। কই অভিযুক্ত তো গ্রেপ্তার হল না। মামলার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে পারছি না। তবে কি ছেলেটো আমার বিচার পাবে না?'

এই মুহূর্তে বিধানসভার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কক্ষে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী গৌরী। তবে, ছেলের লেখাপড়ার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ক্লেশভরা কণ্ঠে জানালেন, 'সবই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচার উনি করবেন।'এদিন শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একটাই চেষ্টা থাকবে যাতে, মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার সঠিক বিচার পায়।' উল্লেখ্য, দুবছর আগে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। সেসময় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা কালিয়াগঞ্জ থানায় ভাঙচুর চালায়। অগ্নি সংযোগ করে। একাধিক পুলিশ জনতার মারের শিকার হন। তারপর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। সেসময় গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারের আশায় এখনও দিন গুনছে বর্মন পরিবার।

আহত তিন

বীরপাড়া, ২৭ এপ্রিল : রবিবার বিকেলে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ট্রাকের সঙ্গে একটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। বীরপাড়ার পাওয়ার গ্রিডের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। সংঘর্ষে মোটরবাইকের চাকাটি আলাদা হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরবাইকে দুজন তরুণী ও একজন তরুণ ছিলেন। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয়। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বীরপাড়ায় এক মোটরবাইকে তিনজন সওয়ার হওয়া অত্যন্ত চেনা ছবি। এছাড়াও কমবয়সি বেপরোয়া মোটরবাইক চালকদের আতঙ্কে স্থানীয়রা ভোগেন।

পর্যটক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের রবিবার উদ্ধার করা হল। এদিন গুরুদোংমার, ডোংখা পাস হয়ে পর্যটকদের পৌঁছে দেওয়া হয় চুংথাংয়ে। সেখান থেকে সাংকালান হয়ে মংগন পৌঁছায় পর্যটকদের ১২৮টি ছোট গাড়ি। মংগন জেলা প্রশাসনের তরফে প্রায় ছ'শো পর্যটককে এদিন গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রবল বর্ষণের জেরে চুংথাং-লাচুং এবং চুংথাং-লাচেন সড়কের বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। পাশাপাশি কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। লাচেন এবং লাচুং মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার পর্যটক আটকে পড়েন।

নিহতদের শ্রদ্ধা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে প্রতিবাদ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হল। বীরপাড়ার বাসিন্দাদের একাংশ এদিন পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রদীপ প্রজ্বলন করে নীরবতা পালন করেন। অনুষ্ঠানে দুলাল দে বলেন, 'সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ এবং কাশ্মীরের ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, সারা ভারতবর্ষেই হিন্দুরা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে কাশ্মীরের ঘটনার পর থেকে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' কথাটি বোধহয় আর খাটে না। এবার আমাদের সুরক্ষার ভার আমাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে। হিন্দুরা সংগঠিত না হলে আগামীদিনের পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে।' অন্যদিকে, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধি রোডে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করেন বীরপাড়ার বাসিন্দাদের আরেকটি অংশ। এঁদের মধ্যে অরুণ গোয়েল বলেন, 'কাশ্মীরে নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতেই মৌনমিছিল করছি।'

আলিপুরদুয়ারে বঙ্গীয় হিন্দু শিক্ষা মঞ্চের উদ্যোগে রবিবার কাশ্মীরের ঘটনায় এক বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। এদিনের মিছিলটি নিউ আলিপুরদুয়ার হয়ে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে এসে শেষ হয়। ওই বিক্ষোভ মিছিলে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

কাশ্মীরে নিহতদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাল বারবিশার বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ। কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'হিন্দুরা নানাভাবে অত্যাচার এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করার পাশাপাশি হত্যাও করা হচ্ছে। এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদেই আমরা হিন্দুদের সুরক্ষায় সংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ তৈরি করছি। এই কালচার ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করছে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে এই ন্যক্কারজনক কালচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।' কামাখ্যাগুড়ি বাজার চৌপথিতে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের তরফে মুর্শিদাবাদ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হত ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক প্রতিবাদ সভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি আয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে, প্রতিবাদ সভা করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। রবিবার ফালাকাটার রাইচেঙ্গা, পলাশবাড়ি ও শালকুমার মোড়ে সংগঠনের প্রতিবাদ সভা হয়।

বার্তা মোদির

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানের হুমকির জবাবে ভারত আরব সাগরে ভারতীয় নৌসেনা ব্রহ্মোস অ্যান্টি শিপ এবং অ্যান্টি সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের মহড়া চালিয়েছে। নৌসেনা যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনওভাবে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষা করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণাও করেছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পহলগামে গিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এসেছিলেন। মোদির গলাতেও রবিবার শোনা গিয়েছে ঐক্যের কথা।

তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের ঐক্য আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই একতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে আমাদের আধার। আমাদের উচিত, সংকল্পবদ্ধভাবে দেশের সামনে আসা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া। আমাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করা উচিত।'

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, 'কাশ্মীরে যখন শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ছন্দ ফিরছিল, নির্মাণকাজে গতি আসছিল, গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছিল, পর্যটকের সংখ্যায় রেকর্ড হচ্ছিল, মানুষের আয় বাড়ছিল, তরুণদের নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশের শত্রুদের সেটা ভালো লাগেনি। জঙ্গি ও তাদের মদতদাতারা চায় কাশ্মীর যেন আবার ধ্বংস হয়। তাই এত বড় চক্রান্তকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে।'

বিশ্বের সমর্থন ভারতের দিকে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের মানুষের মধ্যে যে আক্রোশ রয়েছে, সেটা সারাবিশ্বেই রয়েছে। এই হামলার পর দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতারা আমাকে ফোন করে, চিঠি লিখে এই জঘন্য হামলার নিন্দা করেছেন।'

ওয়াকফ জমির অর্ধেকেই দখল

দখলকারীদের সহজ টার্গেট যেন জলপাইগুড়ি জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের জমি। কোথাও বাড়িঘর গড়ে উঠেছে, কোথাও চাষাবাদ চলছে। কোথাও আবার বিঘার পর বিঘা জমিতে চা বাগান। দখলমুক্তির উদ্যোগ যে নেওয়া হচ্ছে না, তা নয়। তবে সেই উদ্যোগ কি যথেষ্ট? খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : ওয়াকফ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ঠিকই। কিন্তু জেলায় জেলায় ওয়াকফ এস্টেটের নামে থাকা জমি বছরের পর বছর ধরে বেদখল হয়ে রয়েছে। খোদ জলপাইগুড়ি জেলাতেই সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোট ৮৩৩ একর জমি থাকার কথা। তার মধ্যে এখনও প্রায় ৪০০ একর জমি দখলমুক্ত করা যায়নি।

প্রশাসন যে সমস্যার কথা জানে না, তা নয়। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের উত্তরাধিকারী সূত্রে যাঁদের অধীনে জমিগুলি রয়েছে, তাঁদের মোতোয়ালি বলা হয়। এই জমি দখল নিয়ে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের কাছে মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লার পরিবারের তরফে এবং সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালিদের পক্ষ থেকেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের করা এক সমীক্ষা থেকেই শহর এলাকায় ১৫ একর ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখলের তথ্য উঠে এসেছে। তাসত্ত্বেও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের দাবি, জেলায় কোথাও কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ এলে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে কী কী হয়েছে? কোথাও শপিং মল বা মার্কেট কমপ্লেক্স হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমিতে বড় ও ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে উঠেছে। পড়ে থাকা ফাঁকা জমিতে ফ্ল্যাট সহ অন্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। জমি দখল করে কোথাও খেলার মাঠ গড়ে উঠেছে। বহু মানুষ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অনাবাদি জমিতে দীর্ঘবছর ধরে চাষাবাদ করে নিজেরাই ভোগদখল করছেন।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, এমজি রোড, পুরোনো পুলিশলাইন, শিল্পসমিতিপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কদমতলা বাস টার্মিনাস এলাকায় প্রচুর জমি দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন নির্মাণকাজ করা হয়েছে। শহরতলির পাহাড়পুরের চৌরঙ্গি এলাকা, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে, তার কাছাকাছি জমিও বেদখল হয়ে রয়েছে।

সরকারি বিভিন্ন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে। মোহিতনগর এলাকায় ওয়াকফ এস্টেটের ৫০০ বিঘা জমি দখল করে রমরমিয়ে চলছে চা বাগান। সবচেয়ে বেশি জমি দখল হয়ে গিয়েছে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এখানকার চৌরঙ্গি এলাকা, প্রধানপাড়ায় এস্টেটের জমিতে চাষাবাদ চলছে, বাড়িঘর পর্যন্ত বানানো হয়েছে।

মালবাজারে তো ১৪০০ বিঘা জমি দখল করে বড় চা বাগান বানানো হয়েছিল। যারমধ্যে ৭০০ বিঘারও বেশি জমি পুনরুদ্ধার করেছে বোর্ড ও সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট।

বর্তমানে লুৎফর রহমান ও মুস্তাফিজুর রহমান এই দুজন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতোয়ালি। ১৯২৬ সালে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেট গঠন করা হয়। লুৎফরের অভিযোগ, 'দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।'

মোতোয়ালি লুৎফর আরও বলেন, 'সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি পুনরুদ্ধার করে আমাদের ভোগদখল করার ইচ্ছা নেই। আমাদের পরিকল্পনা হল, সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হোক। সেখানে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা হোক। অবশ্যই সেখানে গরিব মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে।'রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড একমাত্র সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমির পূর্ণাঙ্গ হিসেব ঘোষণা করেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে আরেক মোতোয়ালি মুস্তাফিজুর বলেন, 'জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে ওয়াকফ বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

> দেশভাগের সুযোগ নিয়ে ওয়াকফ এস্টেটের জমি অনেকে হাতিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে ওয়াকফ এস্টেটের জমি হস্তান্তর করা যায় না। অনেক তথ্য ও নথি নষ্ট করেও দখলকারীরা পার পাবেন না।
>
> লুৎফর রহমান

বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হল

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল : ভারত সেবাশ্রম অনুমোদিত পলাশবাড়ি হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হল। ২৫ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধুসন্তরা এখানে এসেছিলেন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একাধিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। একইভাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমেও তিনদিন ধরে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে জানান আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক কমলেশচন্দ্র সেন।

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা

প্রথম পাতার পর

তারা বাণিজ্য বন্ধ করায় সেই আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানে জীবনদায়ী ওষুধের প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাক আধিকারিকরা।

বিকল্প হিসাবে কানাডা, চিন ও ইউরোপ থেকে ইসলামাবাদ ওষুধ আমদানির পরিকল্পনা করলেও এর ফলে ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাকিস্তানের ওষুধ সংস্থাগুলিই এজন্য উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের অস্বস্তি আরও বেড়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফফরাবাদে বন্যা পরিস্থিতি জটিল হওয়ায়। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জল। হাত্তিয়ান বালি এলাকায় তাই লাল সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসিফকে উদ্ধৃত করে পাক সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, মুজফফরাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হাত্তিয়ান বালিতে ঝিলমের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা একাধিক গ্রামে রবিবার ভোর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে ঝিলমের জলস্তর। গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে বাসিন্দাদের সতর্ক করার পর কার্যত এক কাপড়ে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসিফের কথায়, 'আমাদের আগে কিছু জানানো হয়নি। ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব ভেসে গিয়েছে।'

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চের গবেষক ঘাশারিব শওকত বলেন, 'ভারতের পদক্ষেপের ফলে এমন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। অথচ এই মুহূর্তে আমাদের কোনও বিকল্প নেই। সিন্ধু চুক্তির আওতায় থাকা নদীগুলির ওপর শুধু পাকিস্তানের কৃষি নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কোটি কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে।' ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এমন সমস্যা আর হয়নি।স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে। দেশের অর্থনীতিবিদ ভাকার আহমেদের মতে, ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিতের প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেনি পাকিস্তান। বন্যার সময় সিন্ধুতে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামো এখনও ভারত তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তি না থাকায় ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাহত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও। সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরগুলিতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

ভোজ্য তেল চুরির

প্রথম পাতার পর

টোটোচালক জানিয়েছেন, চলন্ত অবস্থায় টোটোয় কেউ একজন ধাক্কা মারে। কী ঘটেছে, তা তখন ভালো করে বুঝতেও পারেননি তিনি। পরে মাল নামানোর সময় দেখেন তেলের প্যাকেটের কার্টনের হিসেব মিলছে না।

এছাড়া বড়বাজার এলাকায় এক টোটোচালককেই আবার ভোজ্য তেলের কার্টন নিয়ে পালাতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। সন্দেহ হতেই সেই টোটোচালককে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু স্পষ্ট করে উত্তর দিতে পারেননি। আরেক ব্যক্তির ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ভোজ্য তেল তো আর খুব দামি কিছু নয়। তাহলে এমন চুরি হচ্ছে কেন? ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, একটি পেটিতে যত সংখ্যক তেলের প্যাকেট থাকে, তার দাম দেড়-দুই হাজার টাকা। যারা এধরনের অপকর্ম করছে, তাদের টার্গেট কিন্তু চোরাই মাল বিক্রি করে খুব বেশি টাকা 'উপার্জন' করা নয়। এই তেলের প্যাকেটের কার্টন তুলে নিয়ে গিয়ে তারা বিভিন্ন ছোট দোকানে কম দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। তাতে যে টাকা মিলছে, তাতেই খুশি। ভোজ্য তেল চুরির আরেকটা 'সুবিধা' হল, তা যে কোনও জায়গায় সহজে বিক্রি করা যায়। সকলের সামনে দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু সন্দেহ করে না। তাই এমন দুষ্কর্মের সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আটক তরুণ

বারবিশা, ২৭ এপ্রিল : সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর ছবি পোস্ট করায় এক তরুণকে আটক করল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযুক্ত তরুণ বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভল্কা চড়াইমহল এলাকার বাসিন্দা। ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই

প্রথম পাতার পর

বিচার ব্যবস্থা- কত ধরনের রক্ষাকবচ কোনওকিছুই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমষ্টিগত হানাহানি বন্ধ করাতে পারেনি। এটা এক নিষ্ঠুর সত্য। ২০০৩ সালে প্রকাশিত পল ব্রাসের লেখা 'দ্য প্রোডাকশন অফ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার-এর অসামান্য লেখা– 'স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : একটি বিস্তৃত বিবরণ'; দুটো বইয়ের ছত্রে ছত্রে দাঙ্গার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। বইগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের অসহায়তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সহিংসতার আবহে সামগ্রিকভাবে গোটা উত্তরবঙ্গ এক ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষয়টিকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার সঙ্গে যেন মেলানো যায় না। ৫০০ বছর ধরে চলা স্বাধীন কোচবিহার রাজ-শাসনের সময় সেইভাবে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস চোখে দূরবিন দিয়ে দেখতে হবে। ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশজুড়ে যেখানে ২৯০০টি দাঙ্গার ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেখানে উত্তরবঙ্গের অবদান বলতে গেলে শূন্য।

বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঙ্গা থাবা বসাতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশিষ্টতা নিয়ে উত্তরবঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার মধ্যে 'ধর্ম' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতামাতি, উন্মাদনা, আবেগ থাকলেও এর প্রকাশের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে সেই ধরনের মৌল উগ্রতা নজরে আসেনি। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদ পর্যায়েও উত্তরবঙ্গ সেই অনুপাতে শান্তই ছিল।

ঠিক কী কারণে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সহিষ্ণুতা, তার প্রকৃত সামাজিক কারণ সম্পর্কে সমাজবিদরাই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে পারবেন। তবে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পরম্পরার মধ্যে আবহমানকাল ধরে এক বহুত্ববাদের চর্চা বিরাজমান যা ভারতের অন্যস্থানে বলতে গেলে নেই। গোটা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এখনও নজরে পড়ে।

যারজন্য এই অঞ্চলে এখনও প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেনি। যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করলে উত্তরবঙ্গের এই সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান যে কোনও দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ইংরেজ শাসনকালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগানের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের এখানে বসবাস, তার মধ্য দিয়ে যে জীবনশৈলী এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার শিকড় অনেক গভীরে। ধর্ম ও তার থেকে সৃষ্ট আবেগ এই সম্প্রীতির বন্ধনটাকে নষ্ট করতে পারেনি। যে ধরনের সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা সকলের অজান্তেই এই ভৌগোলিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেই বোধ উত্তরের সমাজজীবনে ধর্মকে রক্তক্ষয় করতে বাধা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের লাখো লাখো জনজাতি তথা মূল নিবাসীর প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা ও তাঁর সহজ-সরল উপাসনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদী ঐকতান সৃষ্টি করেছে। যার আবহ এখনও সক্রিয় বলে ধর্মের নামে এখানে রক্তক্ষরণ কম। ঘৃণা, বিভেদ, ধর্মীয় হিংসা, উগ্রতা এখানে কম।

এই কম থাকাটাই সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় হানাহানিকে বারবার রুখে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমাজের প্রচ্ছন্ন এই ঐক্যের বাতাবরণকে ভেঙে ফেলবার চক্রান্ত যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে তিস্তা-তোর্সা, কালজানি, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা, কুলিক, আত্রেয়ী পারের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবহমানকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতা বিভেদের আগুনকে রুখবেই রুখবে।

মোষ পাচারে ২ ভাই ধৃত

প্রথম পাতার পর

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় দুই ভাই। সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণ করার আগে নিজেদের মোবাইলের সমস্ত রকম তথ্য মুছে ফেলে তারা। যাতে তাদের মোবাইল ঘেঁটে কোচবিহার পুলিশ মোষ পাচারের কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ না পায়, সেজন্য মোবাইল বিশেষজ্ঞকে ফোন দেখিয়ে 'বিশেষ ব্যবস্থা' নেওয়া হয়েছে। পুলিশের চোখে কী করে ধুলো দিতে হবে, অন্যদের সেইসব কৌশল বাতলে দিত এই দুই অভিযুক্ত। বলছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। আলিপুরদুয়ারের বারবিশাকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে বারবার সামনে এসেছে মোষ পাচারের সিন্ডিকেট। কনটেনার ও পিকআপ ভ্যানের পাশাপাশি হাঁটাপথেও অসম সীমানা ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাচার করা হয় মোষ। অসম ঢোকার আগে জাতীয় সড়কে কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার নাকা চেকিং পয়েন্টে ওয়াচটাওয়ার বসানো হয়েছে। সংকোশ সেতুতে সশস্ত্র বাহিনীর কড়া নজরদারি রয়েছে। তা সত্ত্বেও পাচার চলছেই।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা থেকে মোষগুলো উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়া হয়ে শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, বানারহাট ঘুরে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় ঢুকছে। সেখানে ৩১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হাসিমারা হয়ে বারবিশা এলাকায় আসছে। তারপর পাচারকারীদের সবুজ সংকেত মিললেই তা নামানো হচ্ছে অসম সীমানা ঘেঁষা বারবিশা লাগোয়া নিরাপদ এলাকায়। এরপর রাতের অন্ধকারে মোষগুলোকে হাঁটাপথে ভল্কা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সংকোশ নদী লাগোয়া বাঘমারা এলাকায়। হাঁটাপথেই নদী পেরিয়ে অসমে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

খুনে জেরবার উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত দু'বছরে নথিভুক্ত পকসো মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়েছে আদালত।

পুলিশ যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে। এই বছর কয়েকমাসে একটি ডাকাতি ও চারটি খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে পুলিশ। সময়মতো আদালত সাজাও ঘোষণা করেছে।

তবে পকসো মামলা কেন বাড়ছে, কীভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় তা নিয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক খুনের ঘটনার নমুনা সবচেয়ে বেশি আসছে মালদা ও কোচবিহার থেকে। এই দুটি জেলাতেই জনবিন্যাস মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের। পুলিশের এক পদস্থ অফিসার জানান, সর্বত্র সামাজিক অবক্ষয় ক্রমাগত বাড়ছে। নমনীয়তা ও সহনশীলতার মতো বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে হিংসা, পারিবারিক বিবাদ।

সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সাধারণ মানুষের বড় অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বাড়ছে। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে সাজা দিলেই সামাজিক অবক্ষয় আটকানো যাবে না। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'পকসো মামলা উদ্বেগজনকভাবেই সর্বত্র বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয়। ৫-৭ বছরের শিশুর সঙ্গে বয়স্ক যারা যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক কাজ করছে তারা বিকৃত মানসিকতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খারাপ কিছু দেখে অনেক বয়স্ক লোকও প্রভাবিত হচ্ছে। এমন ঘটনা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরাও প্রচার করছি।'

পিচ বুঝি না বলে দেয় যুযিভাই প্রিয়াংশ

সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানাদের দারুণভাবে সামলে নজর কেড়েছেন প্রিয়াংশ আর্য।

সম্পদ প্রভসিমরান, একসুর যুবি-রিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অর্শদীপ সিং, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় দলে কি পা রাখা আরও এক তারকা? শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রেখে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং ব্যাটার প্রভসিমরান।

অতীতে শুভমান, অভিষেককে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, দুইজনেই ভারতীয় দলে খেলবেন। সেই যুবরাজের মুখে প্রভসিমরানকে নিয়ে প্রশস্তি। একই সুরে দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হয়ে উঠবে টিম প্রীতি জিন্টার এই ওপেনার।

হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের কাছেও প্রভসিমরান হল রত্ন। ইডেন ম্যাচের আগেই যা নাকি বলেছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেনকে। কিংবদন্তি অজি ওপেনার জানান, আইপিএলের আগে রিকি পন্টিংই তাঁকে বলেন, দলে একজন রত্ন পেয়েছেন। কাউকে নিয়ে এরকম কথা সাধারণত বলে না রিকি। কিন্তু প্রভসিমরানের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, বলার সময় রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

> যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।
>
> **প্রিয়াংশ আর্য**

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচেই ঐতিহাসিক ইডেনে সেই প্রশংসার প্রমাণ প্রভসিমরানের ব্যাটে। কিছুটা মন্থর পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তিশালী বোলিংকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন ৮৩ রানের ইনিংসে। প্রভসিমরান যদি হয় নায়ক, তবে দোসর তাঁর ওপেনিং পার্টনার প্রিয়াংশ আর্য। নিজের যে ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালকে!

প্রিয়াংশের সাফ কথা, পিচের আচরণ কী হতে পারে, এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। এই ব্যাপারে যুযিভাই তার 'গুরু'। যুযবেন্দ্র চাহালই তাঁকে ইডেন পিচের হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত করেন। সেইমাফিক ব্যাটিং পরিকল্পনা এবং সুফল।

ইডেন দ্বৈরথ শেষে প্রিয়াংশ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যুযিভাইয়া আমাকে এসে পিচ কীরকম আচরণ করবে, তা বুঝিয়ে দেয়। যা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, আমি পিচ বোঝার ব্যাপারে এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

চাহালের পিচ-রিপোর্ট কী ছিল, সেটাও তুলে ধরেন প্রিয়াংশ। ৯ ম্যাচে ৩২৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে নবম স্থানে উঠে আসা বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।'

পন্টিংও জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা আদর্শ উইকেট ছিল না ইডেনে। তাই পাওয়ার প্লে-তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগে জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নাইট স্পিন-চ্যালেঞ্জ সামলানোকে অগ্রাধিকার দেন। পন্টিং বলে দিয়েছিলেন, ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে টপ অর্ডারকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। হেডস্যারের সেই অঙ্ক মেলানোর কাজটা ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে সেরে দেন প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ।

ভেঙ্কিকে ওপেনিংয়ে চাইছেন কুম্বলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : 'রোগ'টা সবারই জানা। রোগের পথ্যও অজানা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে সেই ওষুধের প্রয়োগটা কীভাবে হবে, সেটা অজানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

আর অজানা বলেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে এখনও দিশাহীন ক্রিকেট খেলে চলেছে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম একাদশের সঠিক কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ও বিতর্ক। দলের ব্যাটারদের ছন্দ বলে কিছু নেই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের কুড়ির ক্রিকেটের মঞ্চে টেস্টের ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে।

গতরাতে ইডেন গার্ডেন্সে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্টির কথা রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দলের অন্যতম জোরে বোলার বৈভব অরোরা। তাঁর কথাতেই প্রমাণ, নাইটদের অন্দরে ক্রিকেটীয় আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। এমন মনোভাব নিয়েই আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। সেই ম্যাচে আবার প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক নাইটদের সংসারে কাঁটা হিসেবে হাজির হতে চলেছেন। শেষ মরশুমে স্টার্কের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছাড়া ট্রফি জয় সম্ভব ছিল না কেকেআরের। সেই স্টার্ক মঙ্গলবারের ম্যাচে বল হাতে বিপক্ষ শিবিরের ভরসা হিসেবে নামবেন মাঠে।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নাইটরা সফল হতে পারেন, আজ তার দিশা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে নাইটদের সাফল্যের দাওয়াই দিয়ে জানিয়েছেন, ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো হোক। ভেঙ্কি সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কেকেআর ইনিংসের শুরুটা করুক। ভেঙ্কির মতো ব্যাটার শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারলে নাইটদের অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করছেন কুম্বলে। তাঁর কথায়, 'চলতি মরশুমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই ঠিক করতে পারেনি। আমার মনে হয়, নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো উচিত। আর অবশ্যই স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার লুভনিথ সিসোদিয়াকে খেলানো উচিত। ও দুর্দান্ত প্রতিভা।'

কুম্বলের পরামর্শ কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে নেবে, বাস্তবে এমন পরামর্শ কাজে লাগানোর কথা ভাববে কিনা- মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই স্বস্তিতে নেই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতরাতের ইডেনে প্রথম একাদশে জোড়া বদল হয়েছিল। চেতন সাকারিয়া ও রোভমান পাওয়েলরা খেলেছিলেন প্রথম একাদশে। চেতনকে বল হাতে দেখা গেলেও বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে রোভমানের ব্যাটিং দেখা হয়নি ক্রিকেটমহলের। তাই দলের প্রথম একাদশের জোড়া বদল বাস্তবে কতটা কার্যকরী ছিল, সেটাও বোঝা যায়নি।

সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ওপেনিংয়ে চান অনিল কুম্বলে।

দিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা

কালবৈশাখীর প্রভাবে রাতের ইডেনে পাঞ্জাবের ২০২ রানের চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটাররা কীভাবে সামলাতেন, সেটাও আর জানা যাবে না। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বৈভব অরোরার কথা শুনে অবাক ক্রিকেটমহল। বৈভব বলেছিলেন, 'কোনও পয়েন্ট না পাওয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট পাওয়া ভালো।' তারকাখচিত একটা চ্যাম্পিয়ন দলের সেরা বোলারের যদি এমন মনোভাব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে খেলা হলে ম্যাচ হারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কেকেআর। আসলে নয়টি ম্যাচ খেলে ফেলার পরও এখনও দলের কম্বিনেশনটাই তৈরি করতে পারেননি অধিনায়ক রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কেকেআরকে।

আজ হারলেই বিদায় দ্রাবিড় ব্রিগেডের

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'বিদায় ঘণ্টা' কার্যত বেজে গিয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়, শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা হার। যদিও অঙ্কের নিরিখে এখনও 'বিদায়' বলা যাচ্ছে না। যে অঙ্কে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের।

প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে হাফ ডজন জয়ে ইতিমধ্যেই ১২ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার নড়বড়ে প্রতিপক্ষ রাজস্থানের 'বিদায়' নিশ্চিত করে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর শুভমান গিলরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনকে সম্ভবত পাচ্ছে না রাজস্থান। রিয়ান পরাগই শুভমানের সঙ্গে টস করতে নামবেন। তবে শুধু সঞ্জু নয়, রাজস্থানের সমস্যার তালিকা রীতিমতো লম্বা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ফিকে গোলাপি ব্রিগেড।

৫ এপ্রিল শেষ জয় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। তারপর গত পাঁচ ম্যাচে টানা হার। এরমধ্যে একাধিক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হয়েছে। যে হারের পিছনে কেউ কেউ বেটিংয়ের গন্ধও পেয়েছেন।

> **আইপিএলে আজ**
>
> রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটান্স
>
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : জয়পুর
>
> সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মাঠ এবং মাঠের বাইরে, ব্যর্থতা, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হাল। যে ক্ষতে মলম লাগাতে বাকি পাঁচ ম্যাচে জয় দরকার রাজস্থানের। তারপর বাকি দলগুলির ফলাফল, একঝাঁক অঙ্ক মেলানোর প্রার্থনা। তবে হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ের মূল চ্যালেঞ্জ দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরানো।

যশস্বী জয়সওয়াল গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু থেকে রিয়ান-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানা, ধ্রুব জুরেলরাও মাঝারিয়ানায় আটকে। বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারকে সরিয়ে রাখলে বাকি ছবিটা হতাশার।

উলটো দিকে, টগবগিয়ে ছুটছে গুজরাট। শুভমান, বি সাই সুদর্শনদের সঙ্গে যে দৌড়ে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন স্বয়ং রাজস্থানের প্রাক্তন তারকা জস বাটলার। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে বাটলার নামবেন চেনা সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরাতে।

শুভমান-সুদর্শনরা তো প্রতি ম্যাচে বোঝাচ্ছেন টি২০ মানে শুধু আড়া ব্যাটে চালানো নয়। সোজা ব্যাটে, ক্রিকেটীয় শটেও রং ছড়ানো সম্ভব। বাটলার সেখানে ফিনিশারের ভূমিকা। বাটলারদের সংগত দিচ্ছে বোলিং ব্রিগেডও। নেতৃত্বে প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বুড়োঘোড়া ইশান্ত শর্মা। আছেন ছন্দে ফেরা রশিদ খান। যে চ্যালেঞ্জের সামনে রাজস্থান টিকে থাকবে নাকি চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে আগামীকালই ছুটি হবে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকো জিতে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

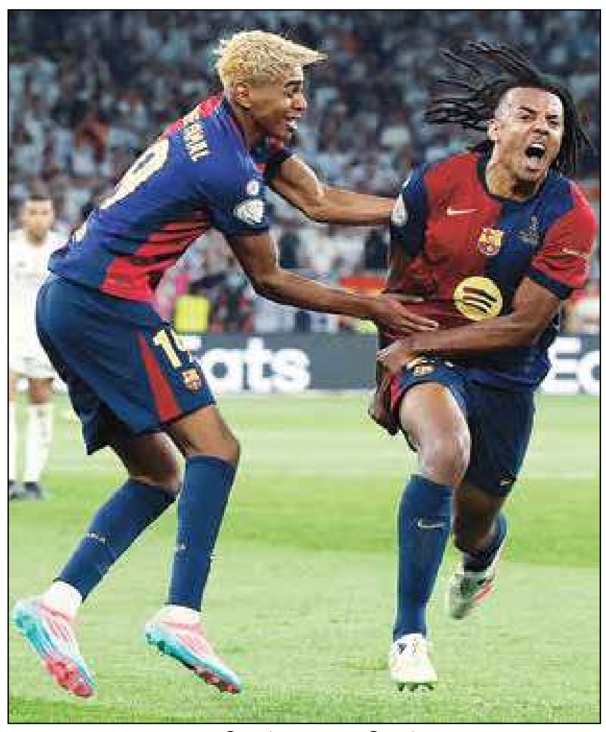

জয়সূচক গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস জুলেস কুন্দের।

সেভিয়া, ২৭ এপ্রিল : রইল বাকি দুই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপ ডেল রে-এর শিরোপা ঘরে তুলল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অঘটন না ঘটলে লা লিগার শিরোপাটাও আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও আর মাত্র তিনটি ম্যাচে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। ত্রিমুকুট জয়ের দৌড়ে থাকা এই বার্সেলোনাকে থামাবে কে? শনিবার ফাইনালে পিছিয়ে পড়ার পরেও দলটা যেভাবে প্রত্যাবর্তন করল তাতে আরও জোরালো হল এই প্রশ্নটা।

২৮ মিনিটে পেড্রির গোল। প্রথমার্ধটা দেখার পর মনে হয়েছিল বিগত দুই এল ক্লাসিকোর মতোই একপেশেভাবে ম্যাচটা জিতে নেবে বার্সা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর ধার বাড়ে রিয়ালের আক্রমণে। তারই প্রতিফলন

থ্রিলারের রাতে তিন লাল কার্ড রিয়ালের

সাত মিনিটে দুইটি গোল। ৭০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের এগিয়ে দেন এমবাপে। পরেরটি অরলিয়েন চৌয়ামেনির। তবুও নাছোড় বার্সা গোলশোধ করল ৮৪ মিনিটে। কাতালান জায়েন্টদের হয়ে গোল ফেরান টোরেসের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ২-২। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৫ মিনিট পেরোতেই টাইব্রেকারের প্রহর গোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক পরই রিয়ালকে মোচড়টা দিল ফ্লিকের বার্সেলোনা। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে জুলেস কুন্দের শট জালে ঢুকতেই উৎসব শুরু বার্সেলোনা শিবিরে।

শেষলগ্নে আরও উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি। ম্যাচের আগেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়েক আগে ফ্রি কিক না পাওয়ার ক্ষোভে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে রেফারির দিকে তেড়ে যান রিয়ালের অ্যান্টোনিও রুডিগার। পরের মুহূর্তেই রেফারির উদ্দেশে কিছু ছুড়ে মারা হয়। কে মেরেছেন তা বোঝা না গেলেও রুডিগারকেই লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর লাল কার্ড দেখেন লুকাস ভাস্কুয়েজ ও জুডে বেলিংহামও।

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতলেও বার্সেলোনা কোচ হিসাবে এটাই ফ্লিকের প্রথম বড় কোনও খেতাব জয়। সেখানে এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে ট্রফি জয়ের এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির সামনে। মাদ্রিদের ক্লাবটি থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। ফলে তাঁর ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল।

কোপা ডেল রে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার। সেভিয়ায় শনিবার রাতে।

আই লিগ ঘিরে 'নাটক' অব্যাহত

ক্যাসের স্থগিতাদেশ, তবুও ট্রফি পেল চার্চিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : আই লিগ ঘিরে নাটকের পর নাটক। একদিকে ইন্টার কাশী যখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছে তখন তড়িঘড়ি ট্রফি তুলে দেওয়া হল চার্চিল ব্রাদার্সের হাতে।

দীর্ঘ টালবাহানার পর ১৮ এপ্রিল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চার্চিলের নাম ঘোষণা করে ফেডারেশনের আপিল কমিটি। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোর্ট অফ অরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস অর্থাৎ ক্যাসে মামলা করে ইন্টার কাশী। সেই আদালতই এবার এআইএফএফ-এর সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করল। বলা হয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চিলের হাতে খেতাব তুলে দেওয়া যাবে না। যদিও রবিবার দুপুরেই গোয়ায় এক অনুষ্ঠান করে চার্চিলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ফেডারেশনের দাবি, ওই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্যাসের নির্দেশ তাদের হাতে এসেছে।

এদিকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ফেডারেশন, চার্চিল ব্রাদার্স ও নামধারি এফসি-র বক্তব্য জানতে চেয়েছে ক্যাস। তারপরই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের এই ঘোষণার পর ইন্টার কাশীর তরফে দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যাসের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। নিরপেক্ষ রায়ের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল : ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল তারা। এদিন পহলগাম হামলার প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার হাসিনী পেরেরা ৩০ রান করেন। স্নেহ রানা ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দীপ্তি শর্মা ও নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারানি ২টি করে উইকেট পান। এদিন কাশভি গৌতম ও শ্রী চারানির জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৫০ ও হার্লিন দেওল ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৪৩ রান।

চাপ না নিতে সালাউদ্দিনকে পরামর্শ সাহাল-আশিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : জুনিয়ার দলের পারফরমেন্সে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়া। ম্যাচ সহজ নয় জেনেও সবুজ-মেরুন শিবিরে মানসিকতার কোনও বদল নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর নিজের ফুটবলারদের মানসিকতাকে দোষারোপ করেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ ডেভিড কাটালা। আর ঠিক এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় অস্ত্র বাস্তব রায়ের। দাদাদের দেখানো পথেই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে বাজিমাত বাগানের রিজার্ভ দলের। এমনিতেও হেড কোচ মোলিনার পরিকল্পনারই সফল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বাস্তব। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র রেখে প্রতিপক্ষের অমনোযোগের সুযোগ নেওয়া। সঙ্গে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা। ম্যাচের পর আশিক কুরুনিয়ান বলেও দেন, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ট্রফি জয়। আমরা ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে স্নায়ুর চাপে ভুগি না। বরং আমাদের মাথায় থাকে যে, ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। এটাই গোটা দলের মানসিকতা।' বড়দের দেখে দেখে এই মানসিকতা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস-সৌরভ ভানওয়ালা-সালাউদ্দিন আদনানরা।

শনিবার কেরালার বিপক্ষে তিন কেরালাইট এবং এক কাশ্মীরির সম্মিলিত আক্রমণেই শেষ নোয়া সাদাউরা। দুই সিনিয়ার সাহাল আব্দুল সামাদ ও কুরুনিয়ান গোটা ম্যাচে যেন দারুণভাবে পাশে থেকে পথ দেখালেন সুহেল আহমেদ বাট ও সালাউদ্দিনকে। এঁদের মধ্যে সুহেল অবশ্য গত মরশুম থেকেই সিনিয়ার দলে খেলছেন। কিন্তু এবারই রিজার্ভ দল থেকে সুপার কাপের জন্যই দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সালাউদ্দিনকে দেখে মুগ্ধ বিশেষজ্ঞরা। সাহালকে দিয়ে শুধু গোল করানোই নয়, ক্রমাগত ঝামেলায় ফেলেছেন কেরালা ডিফেন্সকে। অল্পের জন্য গোল পাননি। তাঁর সম্পর্কে সাহালের মন্তব্য, 'কী বলব, খুবই উচ্চমানের পারফরমেন্স সালাউদ্দিনের। এরকম জুনিয়ারদের পাশে থাকতে হবে আমাদের। ওদের পাশে আমরা আছি। সত্যিই খুব খুশি যে ওর কাছ থেকে ফাইনাল টাচটা এসেছে। একটাই কথা বলব, কোনও চাপ না নিয়ে এগিয়ে চলো।' আশিকও বললেন, 'সালাউদ্দিন এর থেকেও ভালো খেলতে পারে। পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' মোহনবাগানের প্রতিটি পজিশনে দুইজন কী তিনজন রাখার ভাবনা থাকেই। এতদিন রাইট উইংয়ে মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আইএসএলের শেষদিকেই মনবীরের চোটের সময়ে সাহাল ও পরে লিস্টন কোলাসোকে দিয়ে ওই জায়গায় কোনওক্রমে কাজ চালাতে হয় মোলিনাকে। হয়তো সালাউদ্দিন শেষপর্যন্ত মনবীরের সত্যিকারের পরিবর্তই হয়ে উঠতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই ম্যাচে।

মৃতদের গোল উৎসর্গ সুহেলের

আরেক জুনিয়ার সুহেল আবার তাঁর গোল উৎসর্গ করেন পহলগামে মৃত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'সেইসব মানুষের প্রতি যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণ হারালেন, এই গোল তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রথমবার মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি নুনো রিজও। যদিও সেভাবে পরীক্ষিত হননি। তাছাড়া দীপেন্দু এবং ধীরাজ সিং মৈরাংথেম অসাধারণ খেলেন এই ম্যাচে। আর জুনিয়ার ফুটবলারদের এই পারফরমেন্সে খুশি মোলিনাও। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, এই কথা নিজেই জানিয়েছেন বাস্তব। নিশ্চিতভাবেই সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মোকাবিলা করতে স্প্যানিশ কোচের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নিয়েই এবার সেমিফাইনালের জন্য দলকে তৈরি করবেন তিনি এবং দেগি কার্ডোজো।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

প্রয়াত প্রাক্তন ব্রাজিল তারকা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ এপ্রিল : প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা জের ডা কোস্টা শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ডা কোস্টা কেরিয়ারের একটা বড় সময় খেলেছিলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান ক্লাবটির ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমানে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ফাইনালে তিনি গোল করেছিলেন। এছাড়াও ইন্টারের হয়ে চারটি সিরি আ খেতাব জিতেছেন কোস্টা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন কোস্টা। যদিও একটা ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। কোস্টার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

বুমরাহ-বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই

ব্যর্থ ঋষভ, ফিরলেন মায়াঙ্ক

এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ফুটছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে রবিবার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২১৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬১

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল : কেউ হতে চায় 'মহিলা ক্রিকেটের' জসপ্রীত বুমরাহ। কেউ বা রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মিলিয়েই খুশি। মুম্বইয়ের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা খুদে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বিশেষ উদ্যোগ। মাঠে হাজির ১৯ হাজার এমনই সব খুদের দল। গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সি। হাতে পতাকা। দুই চোখে আগামীর স্বপ্ন। যাদের উপস্থিতিতে লখনউ সুপার জায়েন্টস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে গ্যালারির চেহারা বদলে গেল।

হাজারো খুদে সমর্থকদের হতাশ করেননি হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডও। প্রথম পাঁচে মাত্র ১টা জয়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শুরুতেই বাতিলের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকেই। সেখান থেকেই শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়! দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (দুইবার) পর আজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউও উড়ে গেল মুম্বইয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন স্ক্রিপ্টের সামনে।

মুম্বইয়ের ২১৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা লখনউ ১৬১-তেই গুটিয়ে যায়। ৫৪ রানের বড় জয়ের হাত ধরে পাঁচ থেকে একলাফে দ্বিতীয় স্থানে (দিল্লি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) মুম্বই (১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট)। ঋষভ পন্থের লখনউ সেখানে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে।

জয়ের মঞ্চ গড়েন ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৩২ বলে ৫৮), সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৫৪)। এদিনের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অরেঞ্জ ক্যাপও সূর্যের মাথায়। রোহিত (১২) বড় রান না পেলেও রিংটোন সেট করে দেন মায়াঙ্ক যাদবকে মারা জোড়া ছক্কায়। ডেথ ওভারে নমন ধীর (২০) ও নবাগত করবিন বশ (২০) কার্যকর ইনিংসের হাত ধরে দুশো পার মুম্বই।

মুম্বই ইনিংসের সময় সবার চোখ ছিল মায়াঙ্কের দিকে। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। প্রত্যাবর্তনে দেড়শো কিলোমিটার গতি এদিন দেখা না গেলেও জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন মায়াঙ্ক (৪০/২)। আবেশ খানও দুই উইকেট নেন। তবে কমজোরি এবং অনভিজ্ঞ বোলিং যে মাথাব্যথার কারণ লখনউয়ের, তা এদিনের দুপুরের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে পরিষ্কার।

মুম্বইয়ের বিজয়রথ থামাতে হলে ২১৬ দরকার ছিল ঋষভদের। বদলে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের যুগলবন্দির ধাক্কায় শুরু থেকে ব্যাকফুটে লখনউ। দুজনের মিলিত সংগ্রহ ৪২ রানে ৭ উইকেট। বুমরাহর ঝোলায় চার, বোল্টের তিন। এরপর লখনউই জিতবে আশা করা বাড়াবাড়ি। আজকের পারফরমেন্সের সুবাদে লসিথ মালিঙ্গাকে (১৭০ উইকেট) পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়লেন বুমরাহ। টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য সপ্তম ওভারে উইল জ্যাকসের জোড়া শিকার। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। আইডেন মার্করাম (৯) ফেরার পর ক্রিজে জমে যাওয়া মিচেল মার্শ (৩৪)। সঙ্গী নিকোলাস পুরান (২৭)। কিন্তু জ্যাকসের জোড়া ঝটকায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথমে ফেরেন পুরান। তারপর ঋষভ (৪)। যার সুবাদে ম্যাচের সেরার সম্মানও জ্যাকসের।

ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারেন ঋষভ। পরের বলে দুঃসাহসী রিভার্স সুইপে উইকেট উপহার। মাথার ওপর চাপটা আরও বাড়িয়ে ডাগআউটে ফেরা। যেখানে বসে থাকা টিম মেন্টর জাহির খানের গুরুগম্ভীর চোখ-মুখে অধিনায়ক ঋষভকে হতাশার প্রতিফলন।

বাকি সময়ে প্রতিরোধ বদলে আয়ুষ বাদোনি (৩৫) ও আব্দুল সামাদের (২৪) ইনিংস। নিটফল, ১৬১ রানে লখনউকে গুটিয়ে দিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয় মুম্বইয়ের। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ তো ষষ্ঠ খেতাবের গন্ধও পাচ্ছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট

উইকেট	বোলার
১৭৪	জসপ্রীত বুমরাহ
১৭০	লাসিথ মালিঙ্গা
১২৭	হরভজন সিং
৭১	মিচেল ম্যাক্লানাঘান
৬৯	কায়রন পোলার্ড

ক্রুণালের দাপটে শীর্ষে আরসিবি

অর্ধশতরানের পর ক্রুণাল পান্ডিয়া। নয়াদিল্লিতে।

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬২/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৬৫/৪ (১৮.৩ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : রাজধানীতে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ অনেকের কাছেই হয়ে গিয়েছিল লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলির দ্বৈরথ। যেখানে দুই মহাতারকাই রান পেলেও ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচের ভবিষ্যৎ গড়ে দিলেন ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৮/১ ও ৪৭ বলে অপরাজিত ৭৩)। দিল্লির বিরুদ্ধে রবিবার ৬ উইকেটে জয়ের সুবাদে আরসিবি এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে টানা ছয় জয় পেয়ে গেল। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে উঠে এসেছে।

এদিন দিল্লিকে প্রথম ধাক্কা দেন জোশ হ্যাজেলউড (৩৬/২)। নিজের প্রথম ওভারে হ্যাজেলউড তুলে নেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (১১ বলে ২৮)। আউট হওয়ার আগে পর্যন্ত অভিষেক আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন। চোট সারিয়ে এদিন ফিরেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি (২২)। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলও (১৫) হ্যাজেলউডের শিকার হন। এদিন চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন জোশ।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হাসি কেড়ে নেওয়া লোকেশ (৪১) একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুণাল, সুযশ শর্মাদের (২২/০) স্পিনের সামনে লোকেশ রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস (১৮ বলে ৩৪)।

ফিরতি স্পেলে দিল্লিকে আরও কোণঠাসা করে দেন ভুবনেশ্বর কুমার (৩৩/৩)। ১৭ তম ওভারে এসে দ্বিতীয় বলে তিনি ফিরিয়ে দেন রাহুলকে। তিন বল বাদে ভুবি পেয়ে যান আশুতোষ শর্মাকে (২)। এখানেই ১৮০-১৯০ স্কোরের আশা শেষ হয়ে যায় দিল্লির। ২০ নম্বর ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করে স্টাবসকে ফিরিয়ে দেন ভুবি। দিল্লি থামে ১৬২/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে অক্ষরের (১৯/২) জোড়া ধাক্কায় চাপে পড়ে যায় আরসিবি-ও। জ্বরের জন্য এদিন নামতে পারেননি বেঙ্গালুরুর ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বদলে অভিষেক হয় জেকব বেথেলের। কিন্তু আইপিএল জার্নির শুরুটা ভালো হল না বেথেলের (১২)। দ্রুত ফিরে যান রজত পাতিদারও (৬)। চাপের মুখেই বিরাটকে (৫১) নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ১১৯ রানের জুটি গড়েন ক্রুণাল। বিরাট ফেরার পর টিম ডেভিড ৫ বলে ১৯ রান করে ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৫ রানে পৌঁছে দেন বেঙ্গালুরুকে।

গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি

গ্রেপ্তার হলেন গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর ভারত বদলা নেবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপরই তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল ভারতীয় দলের কোচের অভিযোগ দায়েরের তিনদিনের মাথায় হুমকি দেওয়া ব্যক্তিটিকে দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলল। দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গম্ভীরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গুজরাটের ২১ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিগনেশ সিং পারমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জিগনেশের পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। দিল্লি পুলিশ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

২২ এপ্রিল বিকেল ও সন্ধ্যায় গম্ভীর দুইটি ই-মেল পেয়েছিলেন। দুটোতেই লেখা ছিল আই কিল ইউ। হুমকি দেওয়া ব্যক্তি নিজেকে আইসিস কাশ্মীরের সদস্য বলে দাবি করেন।

গোল করে স্মৃতির সরণিতে রোনাল্ডো

জেড্ডা, ২৭ এপ্রিল : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল করলেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল তাঁর দল আল নাসের। শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়োকোহামা এফ মেরিনোসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল সিআর সেভেনের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল নাসেরের। তারই ফসল ২৭ মিনিটে জন ডুরানের গোল। সাদিও মানের ক্রস বিপন্মুক্ত করতে নিয়ে নিজেদের পোস্টে মারেন ইয়োকোহামার এক ডিফেন্ডার। ফিরতি বল ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন ডুরান। এর মিনিট চারেক পর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মানে। এরপর ৩৮ মিনিটে গোল করেন সুযোগসন্ধানী রোনাল্ডো। গোলের পর পরিচিত সিইউ সেলিব্রেশনের পরিবর্তে গোলপোস্টের পিছনে বিলবোর্ডের ওপর বসে গ্যালারির দিকে তাকান সিআর সেভেন। যে সেলিব্রেশন তিনি করতেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বা রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময়। এদিকে প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি জাপানের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নাসেরের হয়ে আরও একটি গোল করেন ডুরান।

মিশন ইংল্যান্ডের অপেক্ষায় প্রসিধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

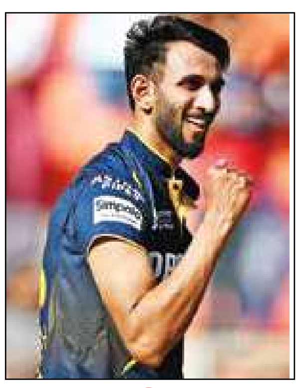

> বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **প্রসিধ কৃষ্ণা**

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। নিচ্ছেন নিয়মিত উইকেট। আর মনের অন্দরে জুন মাসে আসন্ন বিলেত সফরের প্রত্যাশা বাড়ছে।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। প্রত্যাবর্তনের পর গতি আগের তুলনায় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বৈচিত্র্যও। যার প্রমাণ, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে আট ম্যাচে ১৬ উইকেট। দিন কয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচেও জোড়া উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় জোশ হ্যাজেলউড আজই টপকে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু তাতে কী? গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার নজরদারি ও পরামর্শ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে প্রসিধকে। রবিবার রাতের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ জানিয়েছেন তাঁর আগামীর স্বপ্নের কথা। বলেছেন, 'শেষ এক-দুই বছর সময়টা ভালো যায়নি আমার। মাঝের এই সময়ে ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বারবার। ক্রিকেটে ফেরার পর অনেকের থেকেই সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি। যার মধ্যে আলাদাভাবে গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরার কথা বলতেই হবে আমায়। দলে সুযোগ দেওয়ার পাশে সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে চলেছেন উনি।'

আইপিএলের পরই জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড রয়েছে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের আসন্ন সেই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে প্রসিধের যাওয়াও প্রায় নিশ্চিত। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল প্রসিধ নিজেও। কিন্তু এখনই তিনি মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্যে নারাজ। প্রসিধের কথায়, 'আপাতত আইপিএলে একটি করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলেছি। জুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি শুধু বল হাতে উইকেট নিতে পারি। মাঠে পারফর্ম করতে পারি। সেটাই করে চলেছি।' বছরখানেক আগে যখন প্রসিধ চোটের কবলে পড়েন, তখন তাঁর নামের সঙ্গে 'লাল' বলের বোলার, তকমা ছিল। চোট সারিয়ে মাঠে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া প্রসিধ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফর্ম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

করোনা পরবর্তী পর্বে চলতি আইপিএলে বলে থুতুর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। ফলে বোলাররা অতীতের তুলনায় বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাকি দুনিয়ার মতো এই কথা আজ মেনে নিয়েছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'বলে থুতুর ব্যবহার সবসময় বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেয়। বিশেষ করে বল একটু পুরোনো হলে সেটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানা

সুপার কাপের শেষ চারে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপার কাপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লালরিনজুয়ালা ছাংতে।

এদিন ম্যাচের ৩৫ মিনিটে মৌমাছির হানায় খেলা প্রায় দশমিনিট বন্ধ থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মাটিতে শুয়ে পড়েন লাইন্সম্যান। পরে প্রথমার্ধের শেষে ১৪ মিনিট সংযোজিত সময় দেওয়া হয়। এই ঘটনা কিন্তু আদপে প্রতিযোগিতার বেহাল দশাই তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে সেমিফাইনালে উঠল জামশেদপুর এফসি। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে সোনা মায়ার

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : দার্জিলিং স্ট্রেংথ লিফটিং সংস্থার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার শিলিগুড়িতে মেয়েদের ৫২ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন কোচবিহারের মায়া সাহা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মায়ার কোচ ভবেশ রায়।

৫ বছর পর ইংল্যান্ড সেরা লিভারপুল

লিভারপুল, ২৭ এপ্রিল : ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল চেলসির বিরুদ্ধে স্টিভেন জেরার্ড পিছলে না পড়লে সেবারই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জমানায় প্রথমবার খেতাব ঘরে তুলতে পারত লিভারপুল। সেই আক্ষেপ ২০২০ সালে মিটিয়েছিল তারা। ৫ বছরের ব্যবধানে আবার ইংল্যান্ড সেরা হল রেডস শিবির। রবিবার ঘরের মাঠে স্লট ব্রিগেডকে। ৪ মিনিট বাদে সমতা ফেরান লুইস দিয়াজ। বাকি সময়টায় অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, কোডি গাকপো, মহম্মদ সালাহরা স্কোরশিটে নাম তুললেন। শেষদিকে রেডদের চাপ সামলাতে না পেরে আত্মঘাতী গোল করে বসেন টটেনহামের ডেস্টিনি উডোগি।

টটেনহাম হটস্পারকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাস লিভারপুলের কার্টিস জোন্স, কোডি গাকপো, রায়ান গ্রাভেনবার্চদের। রবিবার। - এএফপি

টটেনহাম হটস্পারকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে ফের ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল লিভারপুল। এই নিয়ে সর্বাধিক ২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ছুঁয়ে ফেলল তারা।

বৃহস্পতিবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করায় এদিন ১ পয়েন্ট পেলেই লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত। তবে ড্র নয়, জয়ের লক্ষ্যেই নেমেছিলেন আর্নে স্লটের ছেলেরা। যদিও ১২ মিনিটে লিভারপুল পিছিয়ে পড়েছিল। এরপর আর থামানো যায়নি

খেতাব জয়ের দিনে সালাহ রেকর্ড গড়লেন। সের্জিও আগুয়েরোকে টপকে বিদেশি স্ট্রাইকারদের মধ্যে ইপিএলে সর্বাধিক গোল হয়ে গেল সালাহর (১৮৫ গোল)।

এদিকে, রবিবার ইপিএলে শেষমুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের ২৩ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রেড ডেভিলস। ৭০ মিনিটে বোর্নমাউথের এভিলসন লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারের হার বাঁচান রাসমাস হোজলুন্ড। এদিন ম্যাচ ড্র করার ফলে ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৪তম স্থানেই থেকে গেল তারা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দৈবগনাপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দৈবগনাপুর - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ মুরমু - কে

31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 06650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ায় এখন আমার অনেক স্বস্তি লাগছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাতুলের ১৬১

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে রবিবার ২০১৭ ব্যাচ ৫৫ রানে হারিয়েছে ২০০৯ ব্যাচকে। ২০১৭ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৭৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাতুল তালুকদার ১৬১ রান করেন। ছোটন বর্মন ২২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০০৯ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২২০ রানে আটকে যায়। ছোটন বর্মন ৯৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

অন্য ম্যাচে ২০০৭ ব্যাচ ৫ রানে ২০১৮ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০৭ ব্যাচ প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা গোলক বর্মন ৬৯ রান করেন। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৮৭ রানে আটকে যায়। সায়ন দে ৬২ রান করেন। বিশ্বনাথ সরকার পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ফাইনালে নাইট, প্যান্থার

পারডুবি, ২৭ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগের লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল নাইট ওয়ারিয়র ও পয়েস্তি প্যান্থার। ফাইনাল বুধবার। রবিবার নাইট ৫ রানে টিম ডেস্ট্রয়ারকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট ১২ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে ডেস্ট্রয়ার ১১.২ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। প্যান্থার ১৯ রানে রয়্যাল কিংসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে প্যান্থার ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। জবাবে রয়্যাল ৪ উইকেটে ১৩৮ রানে আটকে যায়।

ট্রফি নিচ্ছে সাতালি চা বাগান আউট ডিভিশন ফুটবল দল। ছবি : সমীর দাস

চা বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন সাতালি

হাসিমারা, ২৭ এপ্রিল : ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের আন্তঃ চা বাগান ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সাতালি চা বাগান আউট ডিভিশন ফুটবল দল। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে ভার্নোবাড়ি চা বাগান ফুটবল দলকে হারিয়েছে। সাতালি চা বাগানের বিরসা মুন্ডা মাঠে জোড়া গোল করেন ফাইনালের সেরা বিদ্যুৎ লাকরা।

আজ ডিএসএ-র ভলিবল শুরু

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তমালিকা ঘোষ ও মহসিন আলি ট্রফি ভলিবল সোমবার শুরু হবে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরুষ ও মহিলাদের আটটি দল অংশ নেবে।

ষষ্ঠ পরম

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : বোলপুরে সারা বাংলা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পর্যায়ের ওপেন যোগাসনে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগে ষষ্ঠ হয়েছে রায়গঞ্জের পরম মণ্ডল। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে পরম একাই প্রথম দশে জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে একই বয়স ক্যাটেগোরির মেয়েদের বিভাগে উত্তর দিনাজপুরের আহিড়ি দাস রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে।